চতুর্থ ভাগ।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

বসুমতী কার্য্যালয়।

১৩১৭
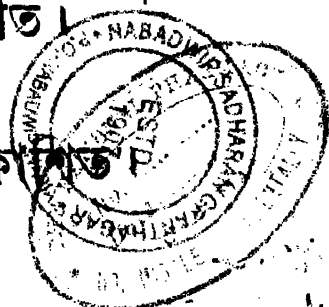
কলিকাতা,

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেকৃটিক্ মেসিন প্রেস"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সূচিপত্র ।

সম্মতি সঙ্কট

(প্রহসন)

সূচনা।
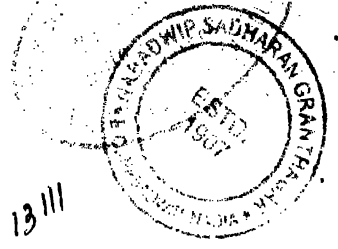
কৈলাস-পর্ব্বত।

(দুর্গা, জয়া ও বিজয়া।)

জয়া-বিজয়া—

গৌরী—একতালা।

কুমারী গৌরী বরেছে হরে,
ত্রিলোকতারিণী তাপ হরে।
মহেশ সন্ন্যাসী হ'লো পুরবাসী,
গিরি-কুমারীরে বুকে ধরে ॥
অষ্টম বরষে, মনের হরষে,
কত কি মা বলে, উমা নাহি টলে;
সতী কি গো পতি-সেবা করে,
পতি-পূজা হেতে দেবনরে।

বিজয়া। বল জয়া, আমাদের ভুবন-মোহিনী গিরি-নন্দিনী এখানে আস্‌বার আগে এ কৈলাস কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে। যেখানে বিকট শ্মশান ছিল, সেখানে এখন নন্দন-লাঞ্ছন-মনোহর-কানন হয়েছে। যেখানে অহর্নিশি ভূতের নৃত্য হ'তো, সেখানে সেই ভূতগণও শান্ত-প্রকৃতি লাভ করেছে।

জয়া। আর যেখানে ভোলার ভিক্ষার ঝুলিটি টাঙান থাক্‌ত, সেইখান থেকে কৈলাসবাসিনী আমাদের অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ ক'রে ত্রিভুবনকে অন্নদান কচ্ছেন।

বিজয়া। কি গুণে দেবি, তুমি শ্মশানকে নন্দন কল্লে, কোন্ মায়ায় দেবি, তুমি চির-সন্ন্যাসীকে সংসারী কল্লে, যে ঘরে মুষ্টি ছিল না, সে ঘরে অন্নকূট স্থাপন কল্লে, কি শক্তিতে দেবি! এই শক্তি সকল শক্তির আদ্যাশক্তি, এই শক্তি হ'তে ত্রিভুবন সৃজন।

দুর্গা। সখি জয়া! সখি বিজয়া! এই শক্তি হ'তেই সৃষ্টি-স্থিতি, এই শক্তি হ'তেই মায়ার উৎপত্তি, প্রকৃতি-স্বরূপিণী নারী সেই মহাশক্তির আধার, পুরুষ প্রকৃতির সহিত মিলিত না হ'লে কোন কার্য্য কর্‌তে পারে না, পুরুষ-প্রকৃতির মিলন হ'লেই সেই শক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে ও কার্য্য কর্‌তে থাকে।

জয়া। দেবি! আমার মার্জ্জনা কর, তোমার কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

দুর্গা। দেবলোকের কথা অতি গুরুতর, মর্ত্ত্যলোকের একটা কথা ব'লে তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি, তা বুঝ্‌তে পাল্লে পরে আর একদিন দেবলোকের বিষয় বল্‌ব।

জয়া। আহা, মর্ত্ত্যলোক, মর্ত্ত্যলোক! কতদিন সেথায় যাইনে।

দুর্গা। মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য সৃষ্টি-রক্ষা, তা কর্ত্তে হ'লে প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজন। যে ব্যক্তি সুসন্তান লাভ না করে, বিধাতার সেই মহাকার্য্যে বাধা দেয়, সে অতি ঘোর পাতকী, সেই সুসন্তান-লাভের জন্যে মর্ত্ত্যলোকে বিবাহের সৃষ্টি—বিবাহ অর্থে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, বিবাহ না কর্‌লে

মনুষ্যের ধর্ম্ম চলে না, চিত্তের বিকাশ হয় না; বিবাহ হ'লে স্ত্রীপুরুষ দুজনে এক হয়ে দম্পতি নাম পায়, জগতে সেই দম্পতির আদর্শ হর-পার্ব্বতী।

বিজয়া। দেবী আমাদের জগতের জন্যেই ব্যাকুল, সদাই জগৎ নিয়ে আছেন, তাই জগন্মাতা নাম।

দুর্গা। পুরুষে ভোলানাথকে দে'খে শিখ্‌বে যে, আপনি ভোলা হয়ে স্ত্রীকে ভালবাস্‌তে হয়, তপ-জপ ছেড়ে দিয়ে গলায় সাপ বেঁধে ভিক্ষা ক'রেও স্ত্রীকে সুখী কর্ত্তে হয়। আর আমার দে'খে স্ত্রীলোক শিখ্‌বে যে,সন্ন্যাসী পতিকে গৃহবাসী করা, শ্মশানকে গৃহ করা, দরিদ্রকে দাতা করা। কুমারী অবস্থায় বিবাহ ক'রে পতিগৃহে যেতে পার্‌লে স্ত্রী এই সকল গুণ পায়, পতির ঘর আপনার হয়, তাই দেখাতেই আমি আট বছরে হরের ঘরে এসেছি।

জয়া। মর্ত্ত্যের কথা শুনে দেবি,আমার মন কেমন উচাটন হ'লো, কত দিন যাইনি, একদিন চল না দেবি!

দুর্গা। জয়া কি সব ভুলে গেলে, সথা আর কোথা যাব? কে আর আমায় ডাকে?

বিজয়া। দেবি, না ডাক্‌লেও তো এমন কত যায়গায় যাও, নাই বা ডাক্‌লে,সন্তানের উপর মার আবার অভিমান কি?

দুর্গা। না ডাক্‌লেও তো কতবার গিয়েছি,

বিজয়া। তা আমি যাব কি ক'রে? আমার দিকে কেউ ফিরেও চায় না; তা না চাক্, মানুষে যে সব অনাচার, অত্যাচার, পশুর মত আচরণ হয়, তা আর চক্ষে দেখা যায় না; আমি গেলে আমায় সঙ্গে ক'রে অধিক দুষ্কর্ম্ম কর্‌বার সুবিধা পায়, না যাওয়াই ভাল।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—

ত্রিভুবন-বন্দিনি, হিমগিরি-নন্দিনি,
সুরনর-পূজিত-পাদে।
পশুপতি-গেহিনি, মৃগপতি-বাহিনি,
দশদিশি পূরিত-নাদে॥
কুবলয়-বর্ণিনি, শিশু-শশি-শোভিনি,
চিরচিত-জাহ্নবি-বাদে।
গজেন্দ্রগামিনি, হরানন্দদায়িনি,
দিতি-সুত-কারিত-সাদে॥
শিবপুর-বাসে, মণিময়-বাসে,
নূপুর-ভূষিত-পাদে।
সুমধুর-হাসে, হৃত-ভব-পাশে,
মুনিজন-মানস-মাদে॥

নারদ। মা,তোমার বেশটিই ভাল, কিন্তু সবার চেয়ে এই অন্নপূর্ণা-বেশটিই আমি ভালবাসি মা।

দুর্গা। কেন নারদ, এ বেশ ভালবাস?

নারদ। এই অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিই মা তোর মহাশক্তির আধার, সকল শক্তিই শক্তি, কিন্তু এই মূর্ত্তিই পূর্ণ-শক্তি। মা, তোকে মহিষাসুর বিনাশ কর্ত্তে দেখেছি, শুম্ভ-নিশুম্ভকে নিপাত কর্ত্তে দেখেছি, এত পাপেও পৃথিবীর লয় হচ্ছে না, এতে তোর সৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা দেখ্‌ছি মা, কিন্তু মা অন্নপূর্ণা-শক্তির কাছে তোমার কোন শক্তিই নয়।

দুর্গা। কেন নারদ?

নারদ। জান ত মা,ভ্রমণ করা অভ্যাসটা আমি ভুল্‌তে পাল্লেম না, আজ সমস্ত মর্ত্ত্য ভ্রমণ ক'রে ভারতে গিয়েছিলেম। তাদের যে অবস্থা দেখ্‌লেম, তাতে যে মা এখনও তারা আধপেটা হোক্, দিনান্তেহোক্, এখন দুটি অন্ন পাচ্ছে, এ মা তোমার অপার করুণা ভিন্ন হয় না; এ অন্নদান মা তোমার মহা মহা শক্তির প্রমাণ। জয় অন্নপূর্ণা!

দুর্গা। কেন নারদ, এমন বাক্য বল্‌ছ কেন—ভারতের জন্য আমি সদা ব্যস্ত, ভারতে কি আমি অন্ন দিই না?

নারদ দেবে না কেন মা, ভারত অন্নক্ষেত্র ক'রে সৃজন ক'রেছিলে। তা তোমার পাগলীর ঘরে পাগলের অভাব ত নাই,তার একটা না একটা কিছু নিয়ে আছেনই আছেন। ঐ যে লক্ষ্মীঠাক্‌রুণটি ছুটোছুটি কচ্ছেনই, কিন্তু ভারত থেকে একেবারে যে ছুটেছেন, তা আর ফের্‌বার নামটি নাই; উটিকে কোথাও বন্ধ কর্ত্তে পারেন, কারু কাছে না যায়, সে ভাল, সব নির্ব্বিঘ্নে চলে। তার পর ঐ শনিঠাকুরটি, কি জানি, ভারতে উনি কি অপরূপ দেখেছেন, একদৃষ্টে সেই দিকেই চেয়ে আছেন, উত্তরেও ফেরেন না, দক্ষিণেও ফেরেন না, পশ্চিমেও ফেরেন না। তার উপর আবার যম মহাশয় আছেন, তাঁর মন খারাপ হ'লে মধ্যে মধ্যে একবার স্বয়ং সশরীরে ভারতবর্ষে বেড়াতে যান, অল্প সময়মধ্যেই অসংখ্য প্রজা সংগ্রহ ক'রে মন শুধ্‌রে ফিরে আসেন।

দুর্গা। এ কি, আমার প্রাণ কেন এমন হ'লো! জয়া! বিজয়া!

বিজয়া। কি, কি দেবি!

দুর্গা। বিজয়া! আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হ'লো, কে কোথায় আমাকে ডেকে কাঁদ্‌ছে, কোন্ অভাগা সন্তান আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে আর্ত্তনাদে মা ব'লে ডাক্‌ছে, জান যদি, বল।

নারদ। করুণাময়ি! কি মা তুমি জান না যে, আবার ছলনা ক'রে জিজ্ঞাসা কোচ্ছো? আচ্ছা মা, যদি কৃপা ক'রে আমায় একটু বাড়াবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, আদেশ পালন ক'রে সে কৃপায় পরিতৃপ্ত হই।

দুর্গা। বল নারদ বল, সন্তানের হৃদয়ের কান্না আমার প্রাণে পশে আমায় আকুল করেছে।

নারদ। তবে শোন মা, এই যে ভারতের কথা বল্‌ছিলে, এ সেই ভারতনিবাসিগণের রোদন।

দুর্গা। কেন কেন নারদ, এ কি অন্নের জন্যে রোদন? ভারতবাসীর গৃহ কি অন্নশূন্য? তবে কি আমার অন্নপূর্ণা নামে কলঙ্ক হলো?

নারদ। না মা, আজ ভারতে এ রোদন অন্নের জন্যে নয়, সে কান্না অনেক দিন কাঁদ্‌ছে,শক্তি নাই—তেজ নাই—উদ্যম নাই —নীরবে চক্ষের জল ফেলে দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ কচ্ছে, কিন্তু আজকার এই উচ্চ রোদন—অন্ন অপেক্ষা যা প্রয়োজনীয়—মনুষ্যের প্রাণ অপেক্ষা যা সার বস্তু—ধর্ম্ম—তারি জন্য আজ সেই বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তবাসী সমস্ত হিন্দুসন্তান ধর্ম্মক্ষয়ভয়ে একত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'রে কোথায় বিপদ্‌নাশিনী মা, কোথায় মা তারিণী ব'লে তোমায় ডাক্‌ছে।

দুর্গা। নারদ, দুঃখের সময় মার সঙ্গে কি পরিহাস কর্ত্তে আছে? হিন্দুসন্তান ধর্ম্মের কথা অনেক দিন ভুলে গেছে, তারা আমায় ভুলে গেছে,আজ তারা ধর্ম্মের জন্যে কাঁদ্‌ছে, এ কি সম্ভব কথা নারদ?

নারদ। মা গো সত্যস্বরূপিণি! তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মিথ্যাকথা কয়,কার সাধ্য! হিন্দু কি ধর্ম্মের কথা ভুলতে পারে মা? তোমার ইচ্ছায় যে মা হিন্দুর প্রাণ ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত;—ধর্ম্ম যে হিন্দুর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, হিন্দু ধর্ম্মের জন্যে প্রাণ দিতে পারে, তবে বহুদিন অত্যাচার ভোগ ক'রে —পরপ্রত্যাশী হয়ে—সমাজে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে—হিন্দুসন্তান, মা, তোমায় ডাক্‌তে

ভুলেছিল, বিপদে তোমার পায়ে কাঁদ্‌তে হয়, তা তাদের মনে ছিল না।

দুর্গা। নারদ, আজ কিসে তাদের ধর্ম্ম-প্রাণ জেগে উঠ্‌লো—কি আঘাতে তা'দের এ মহানিদ্রাভঙ্গ হলো?

নারদ। আজ মা তাদের বড় মর্ম্মে আঘাত হয়েছে, যে সৃষ্টিরক্ষার জন্য বিবাহ-বন্ধন তুমি আপনি নিরূপণ ক'রে দিয়েছ—যে পুরুষপ্রকৃতি-মিলনের আদর্শ দেখাবার জন্যে তুমি মা হরের ঘরণী, সৃষ্টিরক্ষাকারিণী—যে সৃষ্টির ক্ষয়ে প্রধান কারণস্বরূপ তুমি জগৎ-জননী হয়ে বসেছ, মনুষ্যের সেই সংসার-ধর্ম্মের—সমাজ-ধর্ম্মের—সকল ধর্ম্মের মূল বিবাহধর্ম্ম। যেমন হিন্দুশাস্ত্র-প্রভাবে হিন্দুর ঘরে চির-অবিচ্ছিন্নভাবে পবিত্র সাত্ত্বিক-ভাব রক্ষিত হয়, এমন আর কোথাও হয় না। কিন্তু জনকয়েক কুলাঙ্গারের পরামর্শে বিদেশী রাজা রাজ-বিধি ক'রে সেই পবিত্র বন্ধনের অতি প্রয়োজনীয় অতি প্রধান একটি গ্রন্থি খুলে দিতেছেন. সে গ্রন্থি খুল্‌লে মা, দম্পতি-মিলনের সকল গ্রন্থিই শিথিল হবে, সুতরাং সংসারে ঘোর বিপ্লব হবে, ধর্ম্ম ধ্বংস হবে, তাই আজ মর্ম্মান্তিক ব্যথায়—প্রাণের জ্বালায়—জগদম্বে রক্ষা কর, মা মুখ তুলে চাও ব'লে তোমার পায়ে হিন্দুসন্তানগণ রোদন কচ্ছে।

দুর্গা। তাই তো নারদ, তোমার কথা শুনে আমার হৃদয় যে আরও বিচলিত হলো, আহা, যতই কেন অপরাধী হোক্‌ না, অভাগারা বিপদে পড়েছে, সন্তানের বিপদ্‌ শুন্‌লে মার প্রাণ তো স্থির থাকে না, কিন্তু কেমন ক'রেই বা যাই, কালেই এখন কেউ আমায় ডাকে না, আজ এই অকালে কে আমায় ডাক্‌বে; বাছারা কাঁদছে বটে, কিন্তু আমার মহাশক্তি জাগরণ কর্‌বার শক্তি এদের কই? আর তো নারায়ণ শ্রীরামরূপে জগতে নাই যে, অকালে সে শক্তি জাগরণ ক'রে ধরায় ভক্তির মহিমা প্রকাশ কর্‌বেন।

নারদ। মা, তোমায় এই অকালে যেতে হবে না, তোমায় সে ক্লেশ দিয়ে আমি মহেশ্বরের কাছে অপরাধী হব না, কেবল এই যাচ্‌ঞা করি মা, তুমি আদ্যাশক্তি, শক্তি-সঞ্চারিণী, দুর্ব্বল অভাগাদের হৃদয়ে সেই শক্তিসঞ্চার কর, যে শক্তিবলে দৃঢ়-ভক্তি হয়, যে ভক্তি-প্রভাবে মা তোমার মহাশক্তি-মূর্ত্তিতে তোমায় জাগরিত ক'র্ত্তে পারে, সেই শক্তি মা হিন্দু-সন্তানের দুর্ব্বল হৃদয়ে দাও।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। অন্নপূর্ণা, তোমার ভিখারী উপস্থিত, ভিক্ষা দাও।

দুর্গা। মহেশ্বর! দাসীর উপহার গ্রহণ করুন। (ভিক্ষাদান।)

মহা। আহা, মহামায়া, তোমার মহা-প্রসাদ ধারণ ক'রে ভোলা তোমার আনন্দে বিভোর হ'লো, ও কে ও, নারদ? উমা আমার সম্মুখে থাক্‌লে আমি আর দেখ্‌তে পাই না। আয়, আয় নারদ, আমার কাছে আয়, জগৎপালিনী অন্নপূর্ণার মহা-প্রসাদ পেয়ে যা।

নারদ। বাবা, বাবা, মা, মা, কি সৌভাগ্য! নারদ রে, তুই আজ সার্থক কৈলাসে এসেছিলি।

মহা। বাবা নারদ, কোথা হ'তে আসা

নারদ। দেব! আপাততঃ মর্ত্ত্যলোক হ'তে মাকে একটি দুঃখের বার্ত্তা দিতে এসেছি।

মহা। হাঁ রে নারদ! মর্ত্ত্যলোকের
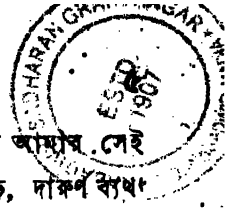
ভাবনা ভেবে ভেবে হৈমবতী যে আমার সারা হয়, আর তোরা কেন তার উপর মর্ত্ত্যের দুঃখ-সংবাদ আনিস বল্ দেখি; মর্ত্ত্যলোকের কোথাকার দুঃখের সংবাদ?

নারদ। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু-সন্তানগণের।

মহা। হাঃ হাঃ হাঃ, বাঁচলেম, বাঁচলেম, ভারতের দুঃখ! হিন্দুসন্তানের দুঃখ! নারদ রে, কি শুভসংবাদ দিলি, কি বর নিবি বল্? হিন্দুর দুঃখ! তবে আর তারা-হারা হবার ভয় নাই, নারদ রে, উমা আমার সেথা যাবে না, সেথা থাকবে না।

নারদ। ভোলানাথ, সদাশিব! তোমার মুখে ও কি কথা! সন্তান যদি তোমার পাতকী হয়, তবু তার দুঃখে পরিহাস কর্ত্তে নাই, দেবাদিদেবকে এ কথা কি আজ অধম নারদ স্মরণ করিয়ে দেবে?

দুর্গা। তোমাদের দেবাদিদেব আজ বেশী ভাঙ পান করেছেন।

মহা। তা নয়, তা নয় দেবি, আমি তোমারি কথা তো বলেছি, এতে তুমি আমায় ভর্ৎসনা কর কেন? নারদ, গিরিপুরে যাব ব'লে ভগবতী ভোলাকে ভুলিয়ে বৎসরে তিন দিনের জন্যে ভারতে যেতো, তখন হিন্দুদের ভক্তির সীমা ছিল না, হিন্দুর ঘরে পাপের স্পর্শ ছিল না, হিন্দুর এক একজন হিন্দু-সন্তান মূর্ত্তিমান্ ধার্ম্মিক ছিল, তখন তারা জগৎজননী বই আর জান্‌তো না, তাই সেই ভারতের টানে উমা আমার মানা না মেনেও মধ্যে মধ্যে হিন্দুসন্তানগণকে দেখ্‌তে যেতো; এখন সেই হিন্দুর ঘরে পূজা দূরে থাক, ভগবতী-মূর্ত্তিকে সম্মুখে ক'রেই নানা অত্যাচার, অনাচার, অধর্ম্মের কার্য্য সম্পন্ন হয়; তাই ভগবতী আজ কত দিন হ'লো ভারত যাওয়া ত্যাগ করেছেন।

দুর্গা। আশুতোষ, আজ আমার সেই সন্তানগণ মহা বিপদে প'ড়ে, দারুণ ব্যথা পেয়ে, মা মা ব'লে কাঁদছে, আর আমি তাদের ভুলে থাক্‌তে পাচ্ছিনে।

মহা। না না, তা হবে না, শিবের সর্ব্বস্বধন তোমায় আমি কোথাও ছেড়ে দেব না, সেই ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুর বংশে এখন প্রায় সকলেই দেবদেবীর অবহেলা ক'রে, শাস্ত্র অবজ্ঞা ক'রে, ধর্ম্ম বিগর্হিত কচ্ছে, তাদের দে'খে ত তোমার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হবে, আমার প্রাণে তা কখনও সবে না।

নারদ। ঠাকুর, কোন্ তপোবলের গুণে আশুতোষের হৃদয় চিররোষের আধার হ'লো? হিন্দুবংশে এখন আর তেমন ধর্ম্ম-প্রাণ নাই, সব হৃদয়ের সার ধন সেই অটল ভক্তি হিন্দুসন্তান হারিয়েছে মানি, পবিত্র আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে সত্য এমন কুলাঙ্গার অনেক আছে, যাদের অত্যাচার অনাচার, ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ দেখ্‌লে আর তাদের পানে চাইতে ইচ্ছে করে না, তা ব'লে দেবতা যদি তাদের ত্যাগ করবে, তাদের আর অন্য উপায় কি হবে? পাতকীর তারাচরণ ভিন্ন, পাতকীর আর কোথায় স্থান আছে? প্রভু, যে পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক, সৎ, দেবদ্বিজ-ভক্ত, সে ত আপনার কর্ম্মফলে মুক্তি লাভ করবে, কিন্তু যে অজ্ঞান, কর্ম্মকাণ্ডহীন পাতকী, তার যদি গতি না হয়, তবে দেবতার অস্তিত্বের প্রয়োজন? রোষপরবশ হয়ে পীড়ন করা দানবের কার্য্য, আর দানবপ্রকৃতি মনুষ্যের কার্য্য, করুণা, মার্জ্জনা, দোষীর প্রতি দয়া দেবগুণ।

মহা। পাপ কল্লে তার শাসন হবে না, পাপ পূর্ণ হোক, পূর্ণ পাপ পূর্ণ হ'লে

আমার সংহার-সহায় ত্রিশূল নিজ কার্য্য আরম্ভ ক'র্‌বে।

নারদ। মহেশ্বর! অজ্ঞান বুঝ্‌তে পাচ্ছে না, যথেষ্ট শাসন হচ্ছে, সে শাসনের জন্য ত্রিশূলও আছে, স্বীকার করি, কিন্তু নারদ চিরদিনই স্পষ্ট কথা কয়, একটা কথা ঠাকুর জিজ্ঞাসা করি, এ সকল পাপের দায়ী কি তারাই একলা; কেন কলিকে ধরায় রাজ্য কর্ত্তে প্রেরণ করেছিলে? জান না কি ধর্ম্মের উপর কলির চির-বৈরিভাব, তাই সেই কলি ধর্ম্মের আবাসভূমি ভারতবর্ষে গিয়ে আপনার প্রধান রাজধানী সংস্থাপন করেছে, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে রাজ্য একেবারে নয়, কতক কতক পরিমাণে দলিয়াছিল, কলির প্রশ্রয় পেয়ে একেবারে অদমনীয় হয়ে যদি তার যুগদোষে, শিক্ষা-দোষে, কর্ম্মদোষে পাতকী হয়ে থাকে, তা হ'লে দেবগণ কি তাদের করুণায় বঞ্চিত করেন; যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবসেবা ভিন্ন অন্য কার্য্য জান্‌ত না, দেবতার কার্য্যে আত্ম-দান, পুত্রদান, সর্ব্বস্বদান করেছেন, তাঁদের বংশপরম্পরা আজ যদি অজ্ঞানান্ধকারে মোহকুজ্‌ঝটিকায় পতিত হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে দেবতাকে বিস্মৃত হয়, দেবগণের কর্ত্তব্য কি তাদের ত্যাগ করা?

মহা। নারদ, দেবতারা তাদের ত্যাগ করেনি, তারাই দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছে।

দুর্গা। প্রভু! অভিশাপ পরিত্যাগ ক'রে আমার সন্তানগণের প্রতি করুণাদৃষ্টি করুন, আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে।

নারদ। আর ঠাকুর, তোমরা মনে কল্লে কি তাদের হৃদয় আবার শক্তি, ভক্তি, প্রেমের আধার ক'রে, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর্ত্তে পার না?

মহা। তাই ত, তোমার কথায় আর জগজ্জননীর ব্যাকুলতায় সন্ন্যাসীর প্রাণও ক্রমে ব্যাকুল হচ্ছে, কি করি নারদ, কি করি!

নারদ। দেবশক্তি ভুলে আত্মশক্তিতেই নির্ভর তাদের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, তাদের প্রধান শত্রু কলির প্রিয়পাত্র রিপু ছয়জন, অনাদি অনন্তদেব দেবাদিদেব মহাদেব, ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী মাতঃ করুণাময়ী, তোমাদের চরণে এ দীনের এই ভিক্ষা যে, দৈববলে সেই দুঃখীজনের শত্রু দমন ক'রে বলীয়ান্ কর। কন্দর্পহর, তাদের কাম-বৃত্তির সাম্যতা কর, মহারুদ্রদেব, তাদের ক্রোধ উপশম কর, প্রমত্তদেব, তাদের মত্ততা বিমোচন কর, ত্রিপুর-নিসূদন, অভাগাদের মাৎসর্য্য হরণ কর,—বিশ্বভাণ্ডোদরি, লোলরসনে, হিন্দু-সন্তানকে লোভ সংবরণ কর্ত্তে শেখাও, মা গো মহামায়া, অবোধের মোহান্ধকার অপসৃত কর। মা গো জগজ্জননি, অষ্টম বর্ষে কৈলাসপতিকে বরণ ক'রে গৃহধর্ম্ম পালন ক'রে, তুমি তোমার প্রিয়পুত্র আর্য্যগণকে বিবাহের পবিত্রতা, দাম্পত্য প্রেমের মহিমা, সতীর গরিমা শিক্ষা দিয়েছিলে; আজ ধর্ম্ম-ত্যাগী স্বজাতির প্ররোচনায় বিদেশী রাজা ভ্রমে পতিত হয়ে এমন বিধি স্থাপন কর্‌তেছেন যে, তার ফলে হিন্দুকুলগণের কুল-রক্ষা করা দায় হবে; আর্য্য-সতীর সতীত্বে সন্দেহ জন্মিবে; জগদম্বে! তুমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে তাই দেখ্‌বে মা! পতিনিন্দা শুনে তুমি দেহ-ত্যাগ করেছিলে, ধরায় সতীত্বের একমাত্র গৌরবিণী সেই হিন্দুকুল-ললনাগণের উচ্চ নামে কলঙ্ক পড়্‌বার উদ্যোগ হতেছে, তাই নিস্তেজ হিন্দুগণ কুলবতীর লজ্জাভয়ে আজ তোমায় কেঁদে ডাক্‌ছে, আর তুমি মা নিশ্চিন্ত থাক্‌বে?

মহা। কি! কি! কি! সতীর অপমান! কোথায়? কে করে? কারা সে পাষণ্ড? দক্ষযজ্ঞ-কথা কি ভুলে গেছে? বোম্ বোম্ বোম্, সতী যে আমার শিবের সর্ব্বস্বধন, সতীর অবমাননা! সংহার! সংহার!! সংহার!!! ত্রিশূল! ত্রিশূল!! ত্রিশূল!!!

নারদ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ঠাকুর যে একেবারে জল থেকে আগুন! (প্রকাশ্যে) অনাদিনাথ, আনন্দময়, সংহারের প্রয়োজন নাই, আনন্দমূর্ত্তি ধারণ কর, শান্তি-রূপিণী মা আমার সমস্ত হিন্দুসন্তানের হৃদয়ে শান্তি-সঞ্চার করুন, তা হ'লেই সৃষ্টি সুখী হবে, এ সামান্য ব্যাপারে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ আয়োজনের প্রয়োজন নাই।

মহা। নারদ, আমি এতক্ষণ শুনি নাই, সতীর কেশাগ্রস্পর্শ হয়, এমন কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ জ্ব'লে উঠে; আর আমি স্থির থাকৃতে পারি না; এখনি জ্বল্‌বে, সেই সর্ব্ব-সংহারকারী অগ্নি এখনি আমার ললাটে প্রজ্বলিত হবে, আমার সতীর অপমানে এক জটা ছিন্ন করিয়া এক বীরভদ্রের সৃজন করেছিলেম, আজ আমার সেই সতী, আমার বামের এই উমা সতীর কোটি কোটি সতী কন্যার অবমাননা হবে? আমি মস্তকের সমস্ত কেশ ছিন্ন ক'রে কোটি কোটি বীর-ভদ্রের সৃষ্টি কর্‌বো, স্বয়ং সংহার-ত্রিশূল সঙ্গে লয়ে ধ্বংস-কার্য্যে প্রবৃত্ত হব, দেখি, আমার সতীকন্যা সতীর শত্রু কারা!

দুর্গা। শান্ত হোন্ প্রভু, শান্ত হোন্, এ দক্ষযজ্ঞের প্রয়োজন নয়, নরের দুঃখ মোচন, নরের প্রতি করুণা অপেক্ষা মহাস্ত্র আর নাই, আমাদের ভারতে যেতে হবে না, একবার বিষ্ণুলোকে গমন করি, নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে এই দেবলোক হ'তে বাছাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার করুন। দেবদেব, তোমার কৃপায় আমি পরিষ্কার ক'রে তাদের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব ধারণের ক্ষমতা দিই।

মহা। চল দেবি চল, এ বিশ্ব-কার্য্যে তুমি আমায় সকল বিষয়েই চালাও, তোর অপমানে দক্ষযজ্ঞকালে আমার প্রাণ যেমন হয়েছিলে,আজ আমার প্রাণ তেম্‌নি হচ্চে। সতি, সতি, আমি যে তোর জন্যে পাগল, সতীর ব্যথার কথা আমার প্রাণে সয় না।

দুর্গা। বিশ্বনাথ, চল, আমি সতীর ব্যথাও জানি, মায়ের ব্যথাও জানি, বাছা আমায় বড় ভালবাসে, হিন্দুসন্তানদের বিপদ্ নিবারণ না হ'লে আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারদ। দেখ্ রে পাপী তাপী কে কোথায় আছিস্, একবার করুণার ধারা দে'খে যা, কদাচারী কে আছিস্, মহেশ্বর আজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, সাবধান হ, সাবধান হ, সে সংহারকারী ত্রিশূলের সমক্ষে অনুতাপ ভিন্ন, ক্ষমা ভিন্ন কাহারও নিস্তার নাই, এই বেলা অনুতাপ কর্, এই বেলা সৎপথে আয়; হিন্দুকুল-সতীগণ দেখ,তোমরা অসহায়া নও, সহায়ের সহায় বিপদ্‌বারিণী সতী দাক্ষায়ণী জগজ্জননী আজ তোমাদের জন্যে কাঁদ্‌ছেন আহা হা! এ দৃশ্য দে'খেও আমার জীবন পবিত্র হ'লো। কত প্রেম শিখ্‌লেম, কত প্রেম শিখ্‌লেম। ওরে, কে কোথায় আছিস্, এমন দয়াময়ী মা আর পাবিনে, একবার জয় মা জয় মা ব'লে ডাক।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাণিকের বাটী।

মাণিক, তিলক, তারামণি ও রামলাল।)

মাণিক। আরে শোন ও তিলক, তুমি কি বল্লে বাবা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

তিলক। বুঝ্‌তে পার্‌বে কোথা থেকে, ইংরাজী ত পড়্‌লে না, আচ্ছা, আমি ফিরে এসে (Mirror) মিরারখানা আমার ঘরে আছে, প'ড়ে তোমায় সব বুঝিয়ে দিব।

মাণিক। কি বুঝিয়ে দেবে মুখেই বল না। ইংরাজী কাগজ পড়া আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌ব না।

তিলক। বুঝ্‌বে কি আর, এবার আমরা যে চেষ্টা করেছি, তাতে বুঝেছ—বাবাই হও আর যাই হও, এই (Bill) তোমাদের ঘানি তয়ের হচ্ছে।

মাণিক। এ কি বলিস্‌ রে বাবা! এই বুড় বয়সে ঘানি, আর তুই বাবা ছেলে হয়ে বাবার ঘানি কর্‌ছিস্‌ কি রকম? শেষ দশায় আমায় দিয়ে কি তেল ভাঙ্গাবি?

তিলক। সে ঘানি নয়, সে ঘানি নয়, এ কোম্পানীর ঘানি, আইনের তেল-মাড়া কল।

মাণিক। কিসের আইন রে বাবা, আমি তো বাবা কলির কিছুতে থাকিনে, গঙ্গাস্নান, সিদ্ধেশ্বরী দর্শন ছাড়া বাড়ী থেকে বেরুই না; বাড়ীতে লোক এলেও মহাভারত রামায়ণ পড়া, ছুটো ঠাকুরদের কথা কওয়া ছাড়া, আমার অন্য আলাপ নাই; কারও ধার করি না, কেহ কিছু চাইলে সমর্থমত অমনি ব'লে বই ধার ব'লে দিই না; পাড়ার কলহ শুন্‌লে পাছে কানে আসে, দোর দিই, তবে আমার আইনঘানি এ সব কি রে বাবা?

তিলক। দেখ্‌তে পাবে, দেখ্‌তে পাবে, এই হ'লো ব'লে, এই হ'লো ব'লে, বেশী দিন নয়, বারণ করেছিলাম না—যে সবে দশ পেরিয়েছে, হিমির বে এ বয়সে দিও না। আমার কথা অগ্রাহ্য কর্‌লে।

মাণিক। দশ বৎসর কি রে বাবা, এগার বৎসর যে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তোর গর্ভধারিণী বল্লে, যাতে জাত যায়, ধর্ম্মে পতিত হয়, মেয়ে তারি লক্ষণ হয়ে আস্‌ছে, তাই ত তাড়াতাড়ি বৌবাজারের বাড়ীখানা বেচেও অত খরচ ক'রে হিমির বে দিলুম, এতে আর কি অপরাধটা করেছি বল্‌?

তিলক। কিসের জাত যায়, কিসের ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয়, জাত কিসের, ধর্ম্মে পতিত কি, ইংরেজী তো কিছু বুঝ্‌লে না—খালি এই বামুন বেটাদের পরামর্শে ভুলে যাও। পণ্ডিতবর নিতাইচাঁদ সাধু খাঁ বলেছেন যে, মনু যা লিখেছে, সব মিথ্যা আর ভুল, (Dr, AndrewSmith) ডাক্তার এণ্ড্রু স্মিথ এ মতের পোষকতা করেন, প্রোফেসর (Professor) মহাশয় তা সব বলেছেন।

মাণিক। ও বাবা, ও কাদের নাম কর্‌ছিস্‌, ও কি অধ্যাপক পণ্ডিত? ওরা বে-জাত বে-ধর্ম্মী।

তিলক। ঐ তো তোমাদের কুসংস্কার, ওরা পণ্ডিত নয়, আর তোমার চন্দ্রচূড়ামণি পণ্ডিত, খোলার ঘরে থাকে—জুতো পায়ে দেয় না—ইংরাজী জানে না—আমি তোমায় তুশোবার বল্লেম যে, হিমিকে ঘরে রাখ, চৌদ্দ হয়—পোনের হয়—ষোল হয়—

যখন হয় বে দেবে—অত খরচও লাগ্‌ত না। আমি পড়াচ্ছিলেম; লেখাপড়া-জানা যুবতী মেয়ে দেখ্‌লে কত শত ভাল বর অমনি বে ক'রে নিয়ে যেতো। এখন ভোগ, আমরা এই আইন কর্‌ছি ভোগ, মা কেমন জামাই মেয়ে নিয়ে আদর করেন দেখি।

মাণিক। বলি,আইনটে কি বল্‌ না বাবা, আমার পয়সায় লেখাপড়া শিখে আইন কর্‌ছিস্‌, নয় সেই পয়সার খাতিরে আমায় বুঝিয়ে দে না।

তিলক। বড় শক্ত আইন,বারো বছরের আগে কনের ঘরে বর যেতে পাবে না, গেলে পুলিপোলাও।

মাণিক। সে কি রে! আর যদি তার আগে কন্যা কাল উত্তীর্ণ হয়, তখন যে দ্বিতীয় সংস্কার না কর্‌লে সূর্য্যি-পূজা না হ'লে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে, চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে।

তিলক। ঘোড়ার ডিম হবে, গবেন্দ্র ভট্‌চার্জ্যি বলেছে, ও সব গল্পের কথা, বেদে ত্রিশ বছরের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আছে, গবেন্দ্র-বাবু বড় যে সে লোক নন; একে এম এ, তায় বিদ্যাভূষণ, আবার তার ওপর আইনে পাশ, গবর্ণমেণ্ট তার কথা সব শোনেন।

মাণিক। এ ত তা হ'লে বড় খারাপ আইন হবে।

তিলক। খারাপই হোক্‌ আর ভালই হোক্‌, আমাদের প্রোফেসার (Professer) মশাই ব'লেছেন যে, এই রকম একটা আধটা শক্তাশক্তি না কর্‌লে হিন্দুরা জব্দ হবে না, আমি এখন আর দাঁড়াতে পারি না, চল্লেম, আজ আমাদের (Private conference) প্রাইভেট কন্‌ফারেন্স আছে।

[প্রস্থান।

মাণিক। এ সব হ'লো কি! টেক্স নিচ্ছিস্‌ নে বাবা, আমাদের ঘরের ভেতর কি হচ্চে—মেয়ের বে ছেলের বে, এ সবে বাবু কোম্পানীর হাত কেন? ঘরের ছেলেই ঢেঁকি, তা কারে আর কি বল্‌বো; মেজ জ্যাটা স্বর্গে গেছেন, তাঁর কথা না শুনেই এমন হ'লো, তিনি আমায় তখনি মানা করেছিলেন যে, তিলককে স্কুলে দিও না, ওটা বেজেতে-স্কুল।

(তারামণির প্রবেশ)

তারা। ওগো, দুটো টাকা দিতে হচ্চে যে,বেই-বাড়ী থেকে চারজন লোক এসেছে, নতুন কুটুম, আট আট আনার কম ত আর দেওয়া যায় না; বেশ দিয়েছে, ব্যান আমার দিব্বি গুছনে, তারা এত কচ্চে, আমরা কিন্তু কর্‌তে পারিনে; ঝি মাগী কত বল্লে যে, ব্যান দুঃখ করেন, বলেন, আদর ক'রে ছেলের বে দিলুম, তা তারা একবার জামাই নে গিয়ে আদর করে না; এইবার তো জামাই আন্‌তে হবে, পুনর্বে করাতে হবে, আজ আমাদের নিতকিত যা আছে, ক'রে নিই, আমি বামুন কাকাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি, এই বুধবারে বেশ দিন আছে, তিলককে পাঠিয়ে দাও, সেই দিন জামাইকে নিমন্ত্রন্ন ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।

মাণিক। আর জামাই ঘরে আনবে, জামাই ঘরে আন্‌বার দফা ঘুচেছে।

তারা। দুর্গা, দুর্গা, ও কি অলক্ষণে কথা মুখে আন্‌ছ, কেন, কি হয়েছে, আমার মাথা খাও, তুমি তিলককে পাঠাও, পুনর্বে না করালে যে মেয়ে পবিত্র হবে না, তোমার দৌহিত্রেরও যে হানি হবে।

মাণিক। আরে শোননি তোমার

তিলক যে এখন গুষ্টীর তিলক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোম্পানীর আইন হয়েছে যে, বারো বছরের আগে বৌ-বেটায় দেখা কর্‌তে পাবে না, গোটা কতক অনেলকম্মাও গো-খাদক হিন্দু তার ভেতর জুটেছে, তিলকও একজন তার ভেতর যোগাড়ে সর্দ্দার।

তারা। ও মা, সে কি কথা! আমার মেয়ে, আমার জামাই, আমি আদর কর্‌বো, খাওয়াব-দাওয়াব,শোওয়াব, তাতে কোম্পানীর কি? এত টেক্স নিয়েও সাধ মিটে না, আবার বৌ-বেটা নিয়ে টান কেন? পুনর্ব্বে হ'লে জামাই ঘরে শোবে না কি তিন ছেলের মা হ'লে শোবে? আবার আইন কর্‌ছেন বারো বছর! তিলক জানে না, ঐ যে আমার তের বছরে হয়েছিল।

নে, রাম। মাণিক দাদা আছ?

মাণিক। কে ও?

নে, রাম। আজ্ঞে, আমি রামলাল।

মাণিক। (স্বগত) রামলাল, তা এই-খানেই আসুক না, তুমি থাক না, এস, রামলাল এস!

(রামলালের প্রবেশ)

কি ভায়া, অনেক বেলা হয়েছে, এখনও বেরুওনি যে?

রাম। আর বেরুব দাদা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

তারা। কি ঠাকুরপো, কি ঠাকুরপো, সর্ব্বনাশ কিসের?

রাম। আর তোমায় বল্‌বো কি বৌদিদি, আমি গেছি, জান তো কনকের আমার এগার পার হয়েছে, মাথায় হাত দে বসেছিলাম, অনেক কষ্টে একটি ছেলে পেলেম, সেই তোমায় বলেছিলাম,সিকদার-বাগানে দেদের বাড়ী, যা চাইলে, তাতেই রাজি হ'লেম, বাড়ীখানি বাঁধা দিলেম, চার হাজার টাকার যোগাড়ও কর্‌লেম, কা'ল পত্র হবার কথা, আজ ছেলের বাপ ব'লে পাঠিয়েছে বে দেবে না।

মাণিক। কেন, কেন, আর কিছু চায় নাকি?

রাম। তা পেলে নেয়, কিন্তু এ তার জন্যে নয়, বলে, কি আইন হচ্ছে যে, মেয়ের বারো বচ্ছরের আগে জামায়ের সঙ্গে ঘর কোল্লে ছেলের পুলিপোলাও হবে, তাই বলেছে, কাজ কি বাবু, নয় ছেলে দুবছর ধ'রে রাখলেম, টাকা ত আর আমার যাবে না, তবে কেন তাড়াতাড়ি বে দিয়ে এ খুনের দায় ঘাড়ে নেওয়া?

মাণিক। শোন গিন্নি, শোন!

তারা। শুন্‌বো কি, ও সব গুজব কথা, কোম্পানী কি এমন আইন কর্‌তে পারে; এমন আইন কর্‌লে কোনও বেটার বাপ বারো বছরের কম মেয়ের সঙ্গে ছেলের বে দেবে না; তা হ'লে অর্দ্ধেক লোকের জাত যাবে। টেক্স নিক্ আর যাই করুক, আমাদের কোম্পানী তেমন নয়, তা হ'লে এত দিন পুজো-পার্ব্বণ উঠিয়ে দিত।

রাম। বৌদিদি, এ আইন যদি পাশ হয়, তা হ'লে পুজো-পার্ব্বণ কেন, হিন্দুর সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ কর্‌বার পথ হ'লো; কোম্পানী আর যা তা করুন, এত দিন আমাদের ধর্ম্মে হাত দেন নাই, কিন্তু এখন কতকগুলো ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে লাটসাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সেই কাজ করাচ্ছে।

তারা। তা এখন আমায় দাও গে, আমার মাথায় আগুন জলেছে, বাড়ীতে এক পাল মেয়ে-ছেলে কুটুমবাড়ীর লোক ব'সে রয়েছে।

মাণিক। এই নাও, তুমি যাও, এই

চাবী নাও, বাক্স থেকে দুটো টাকা বার ক'রে নাও গে'।

তারা। যাচ্ছি, কিন্তু আমি আইন-টাইন মানিনে, জামাই আনার এত গঞ্জনা, আমি সইতে পারিনে; মেয়ের মুখ শুকিয়ে থাকে—বুড়মদ্দ পুরুষ ত বুঝতে পারে না।

রাম। তা দাদা, এখন উপায় করি কি, তুমি আমার একমাত্র ভরসা।

মাণিক। আমি কি কর্‌বো বল ভায়া, তোমার উপকার হয়, আমায় যা বল, আমি কর্‌তে রাজি আছি।

রাম। দাদা, মেয়ে-ছেলে ব'লে কনকের কুষ্ঠীটুষ্টি করিনে, তা সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচাজ্যি তোমার কথা বড় শোনে, তাকে ব'লে কয়ে দিয়ে আজকার ভেতর যদি কনকের এখন একখানা কুষ্ঠী তৈয়ার করিয়ে দিতে পার, তাতে লেখা থাক্‌বে, তার বারো বছর দুমাস বয়স হয়েছে, তা হ'লে আমার বড় উপকার হয়, আমি বরং তার দস্তুরের উপর কিছু বেশী দেব, সেই কুষ্ঠী যেখানে সম্বন্ধ হ'য়েছে সেখানে আর কোন গোল থাক্‌বে না, নাও দাদা, একবার চাদরখানা নাও!

মাণিক। তা এ আর কি, চল, চাদর বাইরের ঘরে আছে, নিয়ে যাচ্ছি, চল।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠী।

(অধ্যাপকগণ ও তিলক)

শিরো। আহে, থাম থাম, আমি যা বলি, তা শোন!

চূড়া। বলি কে হ্যা তুমি শিরোমণি যে, তোমার কথাই কেবল শুন্‌তে হবে? আমরা কি তর্ক কর্‌তে আসি নাই?

তর্ক। কি হে, তর্ক-বিতর্ক কি, বলি হ্যাঁ হে শিরোমণি! আমি তর্করত্ন এ সভায় উপস্থিত থাক্‌তে আর তর্ক কি? স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

চূড়া। আরে, যাও যাও, তোমার যা পাণ্ডিত্য, তা ব্রহ্মাণ্ড-বিদিত, তোমায় এ সভায় নীরব থাক্‌তেই শোভা পায়।

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো
যাবৎ কিঞ্চিৎ না ভাষতে।"

তর্ক। কিং কিং কিং ত্বং ন জানাতি মাম্? অহং তর্করত্নং বিশ্ব-বিদিতং। উল্টো-ডিঙ্গিস্থ শ্রেষ্ঠপণ্ডিতং পুনঃ বাক্য বদন্তি ত এক চপেটাঘাতেন মস্তকং চূর্ণ করোতি। শ্যালক হস্তিমূর্খ পাজী, তুমি আমায় সংস্কৃত ক'রে গাল দাও, আর আমি সংস্কৃত গাল জানি না বটে!

শিরো। আরে ছি ছি ছি, তোমরা যে দেখ্‌তে পাই ক্রমে সংগ্রহট্ট ক'রে তুল্লে, শাস্ত্র-প্রসঙ্গ হচ্ছে, কটু-কাটব্যের প্রয়োজন কি? আমি যা বলি, শোন! কথাটা কি হচ্ছে, প্রণিধান কর।

বিশ্ব। আহে, তুমি তো ন্যায্যই কইছ, কিন্তু তোমার উপদেশ শ্রবণ করে কেডা। ন্যায্য শাস্ত্রপ্রসঙ্গে কটু-কাটব্যের আবশ্যকতা কি? তর্ক যেরূপ ঘোরতর হইয়া উঠছে, আমাগোর বিক্রমপুর হইলে কোন পণ্ডিতই কটুকাটব্য প্রয়োগ কর্‌তেন না, এতক্ষণ বাঁশ চল্‌তো।

চূড়া। থাম ঠাকুর, বলি ও সরস্বতী মশাই, আপনার বিচার আপনি করুন, এ গণ্ডগুলে সভায় বাক্‌নিষ্পত্তি করা আমার অপমান মাত্র।

বাচ। স্মৃতিরত্ন মহাশয়

স্মৃতি। বাক্‌শক্তিরহিত অবাক্ হয়ে নীরব রয়েছি

সর। আর বাক্য কবেন কোথা হ'তে, যে বচন দিয়েছি, তার আর উত্তর নাস্তি; পরে আরও শুন।

ষোড়শাৎ পূর্ব্বমূঢ়ায়াঃ
পঞ্চবিংশাধিকাৎ পুরা।
যদপত্যং সমুৎপন্নং,
কুলং তন্নাশয়েৎ ধ্রুবম্ ॥

তর্ক। বলি, ও সরস্বতী মহাশয়, শ্লোক ত সব আবৃত্তি কর্‌লেন, ওর ব্যাখ্যাটা কিরূপ হবে?

সর। এর আর ব্যাখ্যা কি কঠিন, এ তো সহজ বুদ্ধিতেই বোধগম্য হ'তে পারে, এই না ও—ষোড়শবর্ষের পূর্ব্বে যদ্যপি স্ত্রী-লোকের সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষের অনধিক-বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হয়, তবেই ঐ বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্র কুলনাশ করে।

স্মৃতি। বলি, ও সরস্বতী ভায়া, তুমি ত দিগ্‌গজ দেখ্‌তে পাই, মাত্র ঐ শ্লোকটি কণ্ঠস্থ ক'রে রেখে দিয়েছ, আর ওর যে ন্যাজা-মুড়ো আছে, সে জ্ঞান নাই বুঝি, আমারও তোমার ন্যায় পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্য নয়, বাদরায়ণ-সূত্র আদ্যন্ত সমগ্র কণ্ঠস্থ আছে, শোন।

তর্ক। আর শুন্‌বেন কি, স্মৃতিরত্ন মহাশয় কি দুষ্ট সরস্বতী মহাশয়কে অপ্রস্তুত না ক'রে ক্ষান্ত হবেন না? ব্রাহ্মণ গোটা দুই শ্লোক কণ্ঠস্থ ক'রে এসেছিলেন, তাই তুমি তাঁর সঙ্গে তর্কবাদ উপস্থিত কর্‌লে, অধ্যাপক না হন, ব্রাহ্মণ তো আপনার টোলে এসেছেন, তাঁকে এত কেন?

স্মৃতি। তর্করত্ন, স্থিরো ভব, আমায় কথা বল্‌তে দাও।

সৎকুলীনং সমাসাদ্য অপূর্ণে দশমে বুধঃ।
গ্রাহয়েদ্বিধিনা পাণিং গৃহস্থো ধর্ম্মমাচরন্॥

তর্ক। স্মৃতিরত্ন, ব্যাখ্যা ব'লে যাও, ব্যাখ্যা ব'লে যাও।

বাচ। এর আর ব্যাখ্যা কি, আবৃত্তিমাত্রেই অর্থ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ কি না, সৎকুলীন পাত্র পাইলে কন্যা দশবৎসর অপূর্ণ থাকিতে তাহার বিবাহ দিবে।

স্মৃতি। তার পর শোন।

সৎকুলীনে তু সম্প্রাপ্তে সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদে।
কামমাষোড়শাৎ তিষ্ঠেৎ, কন্যা পিতৃগৃহে সদা॥

কিন্তু

ষোড়শাৎ পূর্ব্বমূঢ়ায়াঃ পঞ্চবিংশাধিকাৎ পুরা।
যদপত্যং সমুৎপন্নং কুলং তন্নাশয়েৎ ধ্রুবম্॥

তর্ক। ব্যাখ্যাটি বোধগম্য হলো কি? ও সরস্বতী ঠাকুর, কথাটা হচ্ছে কি, ষোল বৎ-সরের পূর্ব্ব যখন সে মূঢ় ছিল, পঁচিশ বৎসরেও পড়েনি, তখন বিবাহ না ক'রে ধ্রুব বনে গিয়েছিল।

বাচ। আরে তর্করত্ন, নীরব, নীরব, কি একটি পরিহাস কোচ্ছো, লোকে মনে কর্‌বে, তুমি একটি অর্ব্বাচীন অনড্বান্। ব্যাখ্যাটি বুঝিয়ে দিতে হবে না কি? সরস্বতী, তবে শোন, যদ্যপি সৎকুলীন পুত্র না পাওয়া যায়, তবে ষোল বৎসর পূর্ব্বে যদ্যপিস্যাৎ পঞ্চ-বিংশতি বর্ষের অল্পবয়স্ক পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ হয়, তাহা হইলে এই বিবাহে সমুৎপন্ন পুত্রে কুলনাশ করিবেক। এতাবতা বুঝায় না যে, ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ নিষেধ

বাচ। আরে স্মৃতিরত্ন ভায়া, ভায়া আমিই এর উত্তর দিচ্ছি। কুলীন কারে বল মাত্র বল্লালি কুলীনের বিষয় অবগত আছ তা নয় হে ভায়া তা নয়, কুল ইত্যর্থে বংশ তা কুলশব্দের জাতার্থে লীন ইতি কুলী অর্থাৎ কি না, সৎকুলোদ্ভব উত্তমবংশজাত

ইহাতে বুঝায় যে, সদ্বংশসম্ভূত পাত্রে কন্যা-দান করিবেক। এ তোমার শাস্ত্র বল্লালের বহুকাল পূর্ব্বে রচিত।

বিদ্যা। বলি, নানাবিধ গণ্ডগোলই তো হইতেছে, কন্যাকালটা কি, তা তো আগে নির্দ্ধারণ হলো না।

বাচ। আহা, এ বাঙ্গাল, হাঃ হাঃ হাঃ! তর্করত্ন বড়ই বিরক্ত কল্লে, মনুর সে বচন যে বালকও জ্ঞাত আছে হে।

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

সুতরাং দশমবর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তনয়া রজস্বলা হইল, এই অনুমান করিতে হইবে, এবং এই রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই কুমারীর বিবাহ দেওয়া উচিত। কারণ—

অনূঢ়ায়াঃ পিতুর্গেহে রজঃস্রাবো ভবেদ্যদি।
মাসি মাসি প্রবৃত্তং তৎপিতরঃ সম্পিবন্তি হি॥

তর্ক। ব্যাখ্যা কর, কোথাকার সব নূতন শ্লোক আবৃত্তি কোচ্ছো, মুগ্ধবোধেও তো ও সমস্ত নাই, সরস্বতী মহাশয়, ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

বাচ। তর্করত্ন ভায়ার আমার প্রতি শ্লোকেই ব্যাখ্যা চাই, এ ত সোজা কথা—কি না, অদত্তা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া যদি মাসে মাসে রজোবতী হন, তাহা হইলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হয়। এই হলো গিয়ে হিন্দু-শাস্ত্রের মত। হিন্দু ব'লে পরিচয় দাও তো এই শাস্ত্র সমগ্র মানতে হবে, বাদসাদ দিয়ে কতক মতক হিন্দু হওয়া যায় না।

সর। বলি, যত বাক্য কইলেন, সকলই তো বিবাহ-প্রসঙ্গে, আমি তো সে তর্ক উত্থাপন করিনে, বিষয় হচ্ছে গর্ভাধান, গর্ভাধান, সে কথার কি হলো?

তর্ক। ও! সরস্বতী ঠাকুর, তোমার বিপত্তি গর্ভাধান নিয়ে, এক বচন অমরকোষ হ'তে আওড়াই ত তোমায় নির্ব্বাক্ ক'রে দিতে পারি; তা অতটা অপমান আর কর্‌বো না, সামান্য বিষয়ে তর্কবাদ করা আমার শোভা পায় না; স্মৃতিরত্ন, গর্ভাধানের প্রয়োজনটা ওঁকে বুঝিয়ে দাও তো।

স্মৃতি। সরস্বতী মহাশয় গর্ভাধানের উপযোগিতা অবগত নন, আপনার তবে দেখছি, কিছুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান নাই; বলি, গৃহ্যসূত্রটা দেখা আছে কি?

ঋতাবাদ্যে সংগতয়োঃ পতিপত্ন্যোস্তপোধন।
অপত্যং যৎ সমুৎপন্নং শুদ্ধং তদ্ধি প্রচক্ষতে॥
দৈবে পৈত্রে চ কার্য্যে চ সর্ব্বত্রৈব প্রশংসতে।
তদন্যথা শুদ্ধিহীনং অপত্যং কুলদূষণম্॥

তর্ক। ওহে স্মৃতিরত্ন, মাত্র শ্লোকের আবৃত্তি কল্লে চল্‌বে না, তা হ'লে সরস্বতী মহাশয়ের কিছু বোধগম্য হবে না, ব্যাখ্যা কর, ব্যাখ্যা কর।

স্মৃতি। ব্যাখ্যা তো করেছি, ব্যাখ্যা না জেনে কি আমি বচন মুখস্থ ক'রে রেখেছি? শুন হে সরস্বতী! আদ্য-ঋতুতে গর্ভাধান করিলে সন্তান সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় এবং দৈবকার্য্যের ও পিতৃকার্য্যের অধিকারী হয়; আদ্য ঋতু পরিত্যাগ করিয়া অন্য ঋতুতে গর্ভাধান হইলে, সন্তান শুদ্ধহীন ও কুলদূষণ হয়।

তর্ক। সরস্বতী, বুঝলে, বুঝলে, উত্তর দাও না, এ প্রতিবাদে কুমারসম্ভবের কোন বচন জানা থাকে তো বল।

স্মৃতি। হ্যাঁ ছাখ, বিধাতার মুখ্য উদ্দেশ্য সৃষ্টির রক্ষা, এই মনুষ্যজাতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই সৃষ্টি-রক্ষার সহকারী হওয়া; প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য যাহাতে জগৎ মনুষ্যে পরিপূর্ণ হয়, তাহাই করা; সেই হেতু বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-কারেরা প্রগাঢ় চিন্তার পর এই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অন্যান্য জাতির ন্যায়

হিন্দুর বিবাহ দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন, ইহকাল-পরকালের সম্বন্ধ উদ্বাহ-বন্ধন, ভগবানের নির্বন্ধ এতদ্ব্যতীত হিন্দুদম্পতির সহবাস অতি সূক্ষ্ম নিয়মে আবদ্ধ, গৃহসংসার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ ও সুসন্তান উৎপাদন, এই দুইটি হিন্দু-বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ; ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থের জন্য নয়। বার, তিথি, নক্ষত্র, ক্ষণ দেখিয়া,সময়োচিত কাল বুঝিয়া তবে হিন্দু পত্নীতে উপগত হইবে ; সন্তান-সম্ভব হইলে পতি আর ভার্য্যার নিকট গমন করিবে না, এ সমস্ত গূঢ় তাৎপর্য্য কাকে বুঝাই, কে বা বুঝিবে ?

(চারিজন ভট্টাচার্য্য ও তিলকের প্রবেশ)

তিলক। সরস্বতী মশায়, কি হলো ? প্রোফেসর (Professor) বাবু যে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, সব খবর নিতে ?

সর। আর হবে কি, এরা সকলে অতি অর্ব্বাচীন, আমার তর্কের কূটভাষা কেহই গ্রহণ কর্‌তে পাল্লে না।

তিলক। ও তর্ক-টর্কের কাজ নাই, মুখুজ্যে মহাশয় আমারে ব'লে দিয়েছেন যে, স্পষ্ট কথা কও, যে যে আইনের পোষকতা কর্‌বে, সেই সেই পাঁচ টাকা ক'রে পাবে ? আর তর্করত্ন মহাশয় যদি বিরোধী হন, তা হ'লে তাঁর আমাদের কলেজের পণ্ডিতি চাকরী থাক্‌বে না

তর্ক। কেন, চাকরী থাক্‌বে না কেন, অধ্যাপক লোক আমরা, ব্যবস্থার সহিত বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ কি ?

তিলক। সম্বন্ধ মাসে ১৫ টাকা বন্ধ, যা হয়, শীঘ্র বলুন।

তর্ক। রসো রসো, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করি।

তিলক আর আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কি বলেন—পাঁচ টাকা ক'রে নিয়ে রাজী আছেন।

শিরো। বল না হে বাচস্পতি।

বিদ্যা। আহে, একটী বিধানই হউক।

সর। বলি বোঝ স্মৃতিরত্ন ! তোমরা যাহাদের পক্ষ হয়েছ, তারা অধ্যাপকের মান্য রাখবে, না বিপক্ষ-পক্ষ রাখবে, এই যে ৫৲ পাঁচ টাকা ক'রে অধ্যাপকের সম্মান, এ কি তুচ্ছ কথা ?

বিদ্যা। বলি, সকলেই কি সমভাবে সম্মান পাবে, তা হ'লে আর কাচ-কাঞ্চনের প্রভেদ কি ? আমার বাড়ী বিক্রমপুর, পণ্ডিতের স্থান !

চূড়া। কি হে, তুমিই না কি বড় পণ্ডিত, আর আমরা কি রস্যয়ে ব্রাহ্মণ ? কোন্ চতুষ্পাঠীতে তোমার অধ্যয়ন হে ? তোমার উপাধি কি ?

বিদ্যা। আমি কি নিজেই পরিচয় দিব না কি ? আমায় তাবৎ লোকেই জ্ঞাত আছে, তোমার নিকট পরিচয় দিব কি হ্যা ?

চূড়া। আরে, তুমি তো দেখছি যত গণ্ডগোল বাধাইচ, কার্য্যের মীমাংসাই হইল না, মাত্র বচসা, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

বিদ্যা। আরে, চুপ দাও, তুমি ইহার কি বুঝ ? পণ্ডিতের সম্মান তুমি কি বুঝ ? যতেক মূর্খ অনড্বানের সমন্বয়।

তর্ক। কি ? তোমার তো দেখছি বিষম আস্পর্দ্ধা হে, তুমি তো ভারি পণ্ডিত, আমরা সকলেই মূর্খ, আর তুমিই বিদ্বান্ নাকি ? তুমি ত একজন মূর্খ-চূড়ামণি, তাই আত্মশ্লাঘা কর্‌ছ, কই, বল দেখি, আমার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কর দেখি।

পুত্রবৎ পরদারেষু লোষ্ট্রবৎ গোষ্ঠলীলয়া।
যঃ পশ্যতি সদা নিত্যং শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা॥

তিলক। ওগো ঠাকুরেরা, একটু থাম, এখন আমার অত বচনে কাজ নাই, বচন সব মেমোরিয়েলে (memorial) দিতে হবে, ১৫০৲ দেড় শত টাকা আমার হাতে আছে, আপনারা সবে বেঁটে সেঁটে নিন, যার যা মান, আপনারা তা বুঝুন।

শিরো। দ্যাও সমগ্র টাকা, আমার হস্তে দ্যাও।

তর্ক। কি, আমি বিদ্যমানে তুমি টাকা হস্তগত করবার কে হে?

বিদ্যা। মুদ্রা আমার হস্তে দাও, তোমাদের কর্ত্তাদিগের প্রত্যয় কি?

তিলক। আরে বাবু, যে হউক, একজন নাও না।

তর্ক। তাই ত বল্‌ছি, দাও, আমার হাতে দাও।

স্মৃতি। কিহে, অর্থের লোভে সকলে শাস্ত্রত্যাগ করছ না কি?

তর্ক। আর তোমার শাস্ত্র হিন্দুর ঘরে ত মুষ্টিমেয় পাওয়া যায় না, কি বল বাচস্পতি?

বাচ। হাঁ, ও পক্ষে একটা বচন আছে, যেন স্মরণ হচ্ছে।

তর্ক। আরে একটা—আমি তোমাকে দুশ বচন দিতে পারি, দাও তিলক বাবু, টাকা দাও।

তিলক। আচ্ছা, টাকা কারো হাতে ক'রে কাজ নাই, আমার সঙ্গে আসুন, প্রোফেসর (professor) বাবু যেমন ভাগ ক'রে দেবেন, তেমনি পাবেন।

বিদ্যা। আচ্ছা চল, কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রাপ্যে যগুপি আমার সম্মান না রাখ, তা আমারও বারী বিক্রমপুর, অধ্যাপনা করলে সময়ে সময়ে আমাগোর যষ্টি ধরতে হয়, চল।

তর্ক। চল চল, আর গোল করো না—চল চূড়ামণি, আগচ্ছ, আগচ্ছ।

[স্মৃতিরত্ন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

স্মৃতি। নারায়ণ, নারায়ণ! তবে আর বিজাতীয় রাজার অপরাধ কি যে, এরূপ আইন করতে যাচ্ছেন যে, সকল হিন্দুসন্তান স্বধর্ম্ম শিক্ষা পায় নাই। ইংরাজী কথায় ইংরাজ-সহবাসে যাহাদের মতি-গতি বিক্রীত হয়েছে, তাহাদেরই বা অপরাধ কি? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষার ভার যাঁহাদের সঙ্গে, তাঁহারাই যখন তুচ্ছ রজত-খণ্ডলোভে জাতিধর্ম্ম নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন আর হিন্দুত্বের লোপ হবার বিলম্ব কি? জগদম্বে, তোমার মনে যা আছে, তাই হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাণিকের অন্তঃপুর।

(তারামণি, নিমন্ত্রিতা রমণীগণ, হিজড়াগণ ও ঝি।)

হিজড়াগণ—

পাহাড়ী-পিলু—খেম্‌টা।

মায়ের কোলে দোলে সোনামণি।
যেন যশোদার ঘরে নীলমণি॥
মায়ের কোল ঘেঁষে, সোনার চাঁদ হাসে,
ছুনো ফাঁস প্রেম-ফাঁসে, তাই হাসে ধনী।
ফুল ধরেছে গাছে, ফল হবে পাছে,
সেই আঁচে আজ সবাই আছে,
চেয়ে চাঁদবদনখানি।

১ম, হি। বেনারসী শাড়ী বের কর, সোনার ঘড়া বের কর, খোড়া বেটা হবে, হিজড়ে বিদায় কর।

জ্ঞানদা। এর মধ্যে বিদায় কি রে, আর একটা গা।

১ম, হি। এখন কেন, আবার ছেলে হ'লে এসে গান শোনাব।

জ্ঞানদা। না না, আর একটা গা।

হিজড়াগণ—

পরজ-কাওেংড়া—খেম্‌টা।

পিরীতি কেউ জানে না সই।
পিরীতি জেনেছিল সেই গোয়ালী রাই॥
সে জান্‌তো না ঘর, জান্‌তো না কুল,
পিরীতির তার ছলনা তুল,
সয়ে বিরহ-জ্বালা বল্‌তো খালি কালা কই।
শুন লো কুলবালা, যোড়া প্রেম-জ্বালা,
বোলো যেন রাধার মত পিরীতি পাই॥

২য়, হি। এইবার বিদায় কর, বিদায় কর, কাপড়-চোপড় দাও, থালা-ঘটী দাও, থলে ভ'রে টাকা দাও, বড় লোকের বাড়ী, নইলে গাল দেব।

তারা। আয় বাছারা, এই দিকে আয়, আমার যথাসাধ্য তোদের দিচ্ছি, আশীর্ব্বাদ ক'রে যা।

১ম, হি। হ্যাঁ মা, দাও, আবার কাজ হ'লে আস্‌বো; আমরা শুভকর্ম্ম বই আর আসি না।

জ্ঞানদা। বেশ গেয়েছে, আমি হিজড়েদের গান শুন্‌তে বড় ভালবাসি।

[হিজড়ে ও তারামণির প্রস্থান।

বিরাজ। এই শুনে নে ভাই, শুনে নে, বাড়ীতে যা শুন্‌লেম, এ আমোদ দেখতে হবে না।

জ্ঞানদা। দেখতে হবে না কি লো?

বিরাজ। আমাদের বাবু বলেছিলেন, কোম্পানী আইন ক'রে পুনর্ব্বে উঠিয়ে দেবে।

জ্ঞানদা। দূর দূর, ও মিছে কথা, আজ বল্‌ছে পুনর্ব্বে উঠিয়ে দেবে, কা'ল বল্‌বে বে উঠিয়ে দেবে।

শরৎ। হ্যাঁ ভাই, হিজড়েরা গেছে?

জ্ঞানদা। ও মা, আমি ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি কর্‌ছি, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

শরৎ। না ভাই, এই সব হিজড়ে-টিজড়ের গান শোন্‌বার আমার মানা।

জ্ঞানদা। কার মানা?—ঠাকুরজামায়ের, তিনি কি বেহ্মদত্যি হ'য়েছেন না কি?

শরৎ। না ভাই, সে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে, পুনর্ব্বে বড় খারাপ।

জ্ঞানদা। ঠাট দেখ, তুই তাকে বুঝিয়ে দিস্, বিয়েই খারাপ, চিরকাল এক জনের কাছে থাক্‌তে নাই, মাগ ভাড়াটে বাড়ী, মেয়াদ ফুরুলে আর একজনের কাছে ভাড়া খাট্‌বে।

নি, রমণী। ভাই, এতক্ষণ কোন কথা বলিনে, কিন্তু বলি, আমাদের বাবু যা বলেন, তা ঠিক শরতের বাবুর কথার সঙ্গে মেলে, বারো বছরের আগে কি ঘরে যাওয়া উচিত?

জ্ঞানদা। ধনি! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার যখন খোকাটি হয়েছিল, ঠিক ক'রে বল দেখি, তোমার তখন কত বয়েস? তোমার আইতের দিব্যি, আর তোমার বেহ্মদত্যি ভাতারের দিব্বি।

নি, রমণী। তা মিছে কথা কব না, আমার তখন চৌদ্দবচ্ছর বয়েস বোধ হয়।

বিরাজ। বোধ হয় কেন?

নি, রমণী। তিনি ব'লে দিয়েছেন যে, সকল কথাতেই বোধ হয় বলা উচিত, তা হ'লে সত্যি মিথ্যা কেটে গেল, সব কথা বলতে পারব।

জ্ঞানদা। কোন্ হতচ্ছাড়া বেটারা এই আইন কর্‌ছে, বল্‌তে পারিস্? রাগ

করিসনে ভাই, তোমদের ভাতারদের বলিনে।

বিরাজ। শুনবি জ্ঞানদা, আমাদের ও লেখাপড়া কেমন শিখেছে, জানিস্ তো, অত বড় একটা উকীল; সে বলে, যাদের হিন্দুরা জাতে ঠেলেছে, তারাই কোম্পানীকে ব'লে এই আইন করবার চেষ্টা করছে।

জ্ঞানদা। কেন তাদের এত মাথা-ব্যথা?

বিরাজ। তাদের মাথাব্যথা এই যে, তাদের ধেড়ে ধেড়ে আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখে, না রাখলে সাহেবেরা নিন্দা করে, কাজেই যাতে সবায়ের জাত যায়, তাই তাদের চেষ্টা।

জ্ঞানদা। মুখে আগুন, মুখে আগুন!

নি, রমণী। জ্ঞানদা, তোমার এ অন্যায় কথা ভাই, ইংরেজদের মত বিয়েই ভাল, ন বছরে শ্বশুর-ঘরে গেলুম, ঘোমটা দিয়েই রইলুম, কাকেও দেখতে পেলুম না, কি কষ্ট বল দেখি; আর আইবুড় হয়ে থাকলে কত জায়গায় বেড়াব, কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে, যাকে পছন্দ হবে, তাকেই বিবাহ করব।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

রঙ্গিণী। তোমরা সব ভাই কি বলছ, ছি! ছি! ছি! এগার বছরে বে, ঝি, আমার হৃদয়ে যে আগুন জলছে, হা হতোস্মি! হা দীর্ঘোস্মি।

১

বিরহ না হতে মোর হ'ল পরিণয়।
ছি ছি ছি এ যাতনা প্রাণে কি লো সয়॥
না ছাড়িনু দীর্ঘশ্বাস, না করিনু হা-হুতাশ,
না দিনু কাহারে আশ,
কারে না ক'রে নিরাশ;
পরিয়া পাটের বাস বাসরে উদয়।
একবারে একদিনে পতিপরিচয়॥

২

কেমন এ বিয়ে নাহি আঁখি ঠারাঠারি?
বিবাহ কি পূজা হলো বুঝিতে না পারি!
সবে এগারো আমার, নাহি যৌবন বাহার,
না কাড়িনু প্রাণ কার,
প্রেমের না পেনু তার,
ফোটো ফোটো কুঁড়ি নিয়ে কি দেখাব জারি।
আঁচল তোল লো ওলো বারি আঁখি বারি

৩

শ্বশুর শাশুড়ী আছে ভাসুর দেওর।
যাতনা কত লো হবে না রহিবে ওর॥
ঘোমটা টানিয়া রব, চুপি চুপি কথা কব—
রান্নাঘরে বদ্ধ রব, দিনে নাথে না দেখিব;
বৌ বৌ কড়াকথা সই করে সবে জোর।
প্রেমের বাজারে মোর অন্ধকার ঘোর॥

৪

আমার কতই সাধ আছিল লো মনে।
"বঙ্কিম নভেল" যবে পড়িনু যতনে॥
হবে ঢল্ ঢল্ ঢল্, যৌবন শ্রাবণ জল,
সতেরর ঝলমল, আঁখিতে নানান্ ছল,
বক্ষে জামা মনোরমা যাইবে কাননে।
গাইব বিরহ-গাথা আনত আননে॥

৫

তথায় পাইব পতি রতিপতি-রাজ।
অন্দরে নহে লো সখি মন্দিরে বিরাজ॥
এলোকেশে হেসে হেসে,
প্রণয়-সলিলে ভেসে,
ঘুরি ফিরি নানা দেশে,
পাব লো পতিরে শেষে,
সে সাধে সখি লো মোর পড়িল যে বাজ।
পেনু না আমার সেই স্বপ্ন-হৃদিরাজ॥

ভাল ভাল আমি ওলো দিব না সম্মতি।
কভু না লইব শেষে বে-আইনি পতি॥
বয়স বারোর নিচে, সম্মতি আইনে মিছে,
জলুক হৃদয়ে বিছে, ফিরুক সে-পিছে পিছে,
পাছু ফিরে আমি কভু চাব না চাব না।
এগারোর বরাবর নেব না নেব না॥

৭

সংস্কারক 'তারক-দা', বলেছে আমায়।
সম্পাদক 'মদক মেদো' দেছে তায় সায়॥
বারো না হইলে পার, যদি করে অধিকার,
হবে দেশ ছারখার, পতি গতি ব্যভিচার,
উকীল 'অখিল' এতে দিয়েছেন রায়।
ফুটিয়ে উঠিলে কলি তবে দিব কায়॥

৮

কাঙ্গালি বাঙ্গালি যদি না করে উপায়।
বোম্বা'য়ে যাইব আমি ভাসিয়ে ভেলায়॥
ইষ্ট-দেবী যার নারী,
আছেন সে 'মালাবারি',
আইন করেছে জারি, "সরকার" পদে ধরি,
পতির করিতে ক্ষতি সদা আগুয়ান।
অবলার বল দিতে "বীর জাম্বুবান॥"

৯

হর্ষ-বর্ষী পার্শী সেজে উদার-হৃদয়।
নারীতে তারিতে ভবে--খামাকা উদয়॥
লয়ে বাক্যের খেলাৎ,
সে যে গিয়েছে বিলাত,
কথায় করেছে মাৎ, আসল ইংরেজ জাত,
রাতারাতি করে দেবে আইন সে পাশ।
পতি-পত্নী-বন্ধনের খুলে যাবে ফাঁস॥

* * * *

গা'লো সই, গা'লো সই, গা'লো জয় জয়।
জয় সংস্কারের জয়, জয় দেশ উদ্ধারের জয়,
গা'লো লেক্‌চারের জয়,
গা'লো এডিটারের জয়,
কি ভয় কি ভয় হলো হিন্দুয়ানী ক্ষয়;
গা'লো গা মকর গঙ্গাজল!
'মালাবারির' পিরিতে সব হরি হরি বল॥

* * * *

ও লো দেব না সম্মতি, আমি দেব না সম্মতি।
দেখ্‌ব কেমন আসে পাশে এগারোর পতি॥

ঝি। বাছা, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছি, ঢের ত ছড়া সব বল্লেন, পাঁচালীওয়ালীরা পারবে না, বড়য় বড়য় কথা, আমার কাজ নাই। কিন্তু না বল্লেও থাক্‌তে পারিনে, পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠ্‌ছে, তাই বলি। আচ্ছা, মাগ-ভাতারে ঘর কর্‌বে, তার দশ বছরেই হ'ক, বাজার কি? আর যাদের গুষ্টীর শ্রাদ্ধই হচ্ছে, ঐ জাতে খেদান বেটারা, তাদের বা কি? হতভাগা বেটারা, তোদের যা ইচ্ছে, তাই কর্ না, তোদের বোনকে আঠার বছর পর্য্যন্ত ঘরে রেখে আপনারা সব শিকিয়ে টিকিয়ে ভাতার-ঘরে পাঠা না, আমাদের ঘরে আস্‌বে কেন?

জ্ঞানদা। ঝি বল্‌ছে মন্দ নয়।

ঝি। তোমাদের সব হুম্‌কো চুম্‌রো বাবু আছে, তোমরা সব বড়মানুষের মেয়ে, বিদ্যা শিখেছ, তোমরা সব আর এক রকম বোঝ, কিন্তু আমার হাতে যদি সেই পোড়ারমুখোরা পড়ে, যে হতচ্ছাড়ারা বেটার ঘরবসতের উপর আইনজারি কর্‌ছে, আঁস্তাকুঁড়ের আঁস্‌-টেরা আপনাদের জাত খুয়েছিস, মর্‌গে যা, তোদের যা ইচ্ছা কর্, আমাদের সঙ্গে লাগ্‌তে আসিস্ কেন? থ্যাংরা! থ্যাংরা!! থ্যাংরা!!!

(তারার প্রবেশ)

তারা। ওগো পাত হয়েছে, তোমরা একবার গা তুলে এস।

ঝি। চল গো চল, আমাদের হিন্দুর ঘরে চিরকাল যা চ'লে আসছে, তাই চল্‌বে,

পুনর্ব্বে হবে না, এমন আমোদ আহ্লাদে হবে না, পুনর্ব্বে না হ'লে বেই মঞ্জুর নয়।

তারা। এস মা এস সব।

জ্ঞান। চল যাই, আয় নিতু আয়, তোর ভাতারের পুনর্ব্বেই মানা, লুচিতে আর মানা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

(রাধাকিশোর ও পাহারাওয়ালা)

রাধা। বাবা! রাত্রির ত দুটো বেজে গেল, পায়ে বাত ধর্‌লো, ঘুমে চ'ক্‌ জড়িয়ে আস্‌চে, কল্‌কেতা সহরে এসে বড়ই মুস্কিলে পড়্‌লেম; ভেবে আস্‌ছি শ্বশুরবাড়ী যাব, চব চোষ্য, খাব, তা এ আইন কিয়ে বাবা? পরিবারকে ত ঘরে আস্‌তে দিচ্ছি না, শাশুড়ীঠাকুরুণের কাছে শোবে, কিন্তু আমি যে একলা শুয়েছিলাম, তার সাক্ষী কে বাবা? কি করি, এ যে মহা মুস্কিল, কোথায় কে শত্রু আছে, কার মনে কি আছে, কোন্‌ বেটা কি লাগাবে, এখন ত থানা-পুলিস কর, তার পর পুলিপোলাওই হোক, আর অ.ক্কে-কালিয়াই হোক। ঐ না একজন পাহারাওয়ালা আস্‌চে, দেখি, ঐ বেটাকে দলিয়ে কলিয়ে দেখি।

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

জমাদার চাচা, সেলাম!

পাহা। চাচা মেই বাবা, হাম ব্রাহ্মণ হ্যায়, অযোধ্যাবাসী পণ্ডিত, পূজা পাঠ কর্‌তা হ্যায়।

রাধা। ঠাকুর, আমার একটা উপকার কর্‌তে পার?

পাহা। অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ হ্যায়, হাম কেয়া উপকার করেগা, বহুত পাহারাওয়ালা হ্যায়, চোর পাকাড়নে হোয় তো আর কৈকো পাশ যাও, ব্রাহ্মণকো এ হাঙ্গামা কাম্‌ বোল্‌না আচ্ছা নেহি। হাত দেখাও ত কুচ ফল বল্‌নে শেক্‌তা।

রাধা। ঠাকুর, তুমি গুণ্‌তে জান? তা হ'লে বাবা তোমার দ্বারা আমার আর একটি উপকার হয়, আমি বাবা বড় দুঃখে প'ড়ে এই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি তুমি আমায় রক্ষা কর।

পাহা। হাম কেয়া করে বাবা, অযোধ্যাবাসী গরিব ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ কর্‌তা হ্যায়, ভাই মেরা পুলিসকো নৌকরি ছোড়কে কাপড়াকো কারবার কিয়া হ্যায়, হাম বেচারাকো পাহারাওয়ালা কর্‌কে খাড়া কর্‌ দিয়া।

রাধা। সে যা হোক্‌ তা হোক্‌ বাবা, আমার এই পরিবারের কোষ্ঠী খানা দে'খে দিতে পার, এগার বছর ন মাস হয়েছে, তিনটে মাস যদি কোন রকমে বাড়িয়ে দাও, তা হ'লে ঘুমিয়ে বাঁচ, দুদিন এখানে থেকে যাই। কোথায় বাবা রাস্তায় রাস্তায় বেড়াব, তোমাদের কোম্পানীর আইনে তো পরিবারের ঘরে যাবার যো নাই।

পাহা। ও ঠিক কর্‌ দেনে শেক্‌তা, ঠিক কর্‌ দেনে শেক্‌তা, কোষ্ঠী কর্‌না তো হামারা কাম হ্যায়, পরন্তু কুচ খরচা পড়েগা।

রাধা। কি খরচ বাবা?

পাহা। থোড়াই, থোড়াই, এক জোড়া

নাগরা জুতা লাগেগা; আধা সের সুপারী, নগদ দশ আনা পয়সা আর পোয়া ভর ইস্পাত।

রাধা। এ সব কি হবে বাবা?

পাহা। আরে, জাগ করেগা, জাগ করেগা। ব্রাহ্মণকো এ সব দেনা চাইহে, (স্বগত) পুলিসকা দরিদ্রা জুতা পইনকে পইনকে পাঁওমে দরদ হো গিয়া; নাগরা এক জোড়ি মিলে তো বড়া সুবিস্তা হোয়। আওর চাকুকা ওয়াস্তে বড় হায়রাণ হোতা হ্যায়; জেরা ইস্পাত মিল যায় তো বানায় লে।

রাধা। আচ্ছা বাবা, কোষ্ঠী ত পরে ক'রে দেবে। এখন আজকের রাত্রের উপায়—তুমি যদি আর আমার একটি উপকার কর, আমার শ্বশুর-বাড়ীতে পুরুষ-মানুষ নাই, এক বুড়ো শাশুড়ীঠাক্‌রুণ আছেন; তোমায় নগদ চার আনা পয়সা দিচ্ছি বাবা, আমি একটু শয়ন করব, তুমি যদি গিয়ে আমার ঘরের ভেতর চৌকি দাও।

পাহা। বাবা, ব্রাহ্মণ পূজা-পাঠ করতা হ্যায়, এক ত পাহারাওয়ালা কর্‌কে খাড়া কর দিয়া, আর চার আনা পয়সা দেও, হাম্ এসাই তোম্‌কে। আশীষ্ করতা হ্যায়।

রাধা। ও পাহারাওয়ালা ঠাকুর, খালি আশীর্ব্বাদ করলে কি হবে, একটু যে দাঁড়াতে হবে, নইলে তোমার আইনে আমার সর্ব্বনাশ করবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাচ্ছ, আমি মেজেয় শোব এখন, তুমি আমার বিছানায় শুইও; সে ঘরে আর কেউ থাকবে না, কেবল একটু নজর রেখ।

পাহা। যদ্যপি সুপ্রণ্টন্ সাহেব আওয়ে?

রাধা। এমন ত বাবা ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়—ঐ পানওয়ালাকে ব'লে যাও, তোমার হ'য়ে হাঁক দেবে এখন।

পাহা। তা চার নেই—আট আনা দাও—ভোর ছ-বাজেতক হামারা পাহারা, হাম তামাম রাত তোম্‌কো চৌকি দেগা।

রাধা। বাবা, অত পয়সা আমার নেই; সোজাসুজি বলি, আর দু আনা দিচ্ছি, ছ আনা পাবে, আমার সঙ্গে এস, খুব নজর রেখ, আমি মেজেয় প'ড়ে থাকব, গোল উঠে ত তোমায় সাক্ষি দিতে হবে, কোন্ বেটা কি লাগাবে, কি জানি বাবা!

পাহা। চল। হেই—কোন্ খাড়া হ্যায়, আস্তে আস্তে চল, বাবু চল, হাম ঠিক গাওয়া দেগা যে, তোমরা জরু তোমরা পাশ নেই শুয়া।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সার্ব্বভৌমের বাটী।

সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বভৌমের পত্নী।

ব্রাহ্মণী। হ্যাগা, তিন দিন গেল, একটু মুখে জল দিলে না, কেন এ আত্মহত্যা করতে বসেছ বল দেখি?

সার্ব্ব। ব্রাহ্মণি, বল কি! ধর্ম্মনাশ হয়, আর আমি আহার করবো? তোমার ইচ্ছা হয়, ভোজন কর গে, আমি অনুমতি দিচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। তুমি অনুমতি দিলে আমি সব করতে পারি সত্য, কিন্তু মুখে ভাত কি দেওয়া যায়? তুমি উপবাসী।

সার্ব্ব। ব্রাহ্মণি, আমি বড় লোক নই, আমায় কেউ চিনে না, একবেলা একমুটো হবিষ্যি, আর ছাত্র অধ্যাপন, এই আমার কাজ, কিন্তু আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, এ শাস্ত্রের নিয়ম পালন, হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য্য। সেই ধর্ম্মে যখন আঘাত পড়েছে, তুমি আমায়

গৃহকার্য্য কর্‌তে বল ? রাজা যদি তদ্রূপ বিধি রাখেন, তা হ'লে এই প্রায়োপবেশনেই আমি জীবনত্যাগ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণী। কি এত ধর্ম্মনাশ, তাও তো আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সার্ব্ব। তুমি বুঝবে কি, কে বুঝবে ? গর্ভাধান হিন্দুর অতি প্রধান সংস্কার, শুভ তিথিতে, শুভদিনে গর্ভাধান কর্‌লে যে সুসন্তান হয়, এ কথা আমি কারে বোঝাব ? একটা সোজা কথা বলি, বোঝ, হিন্দুর ঘরে যত কেন অপকৃষ্ট সন্তান হউক্ না,সে পিতামাতাকে ভক্তি করে, চুরি ক'রেও পিতামাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে, অন্য কোন জাতিতে এমন নাই ; সাহেবদের ছেলে বড় হ'লেই সে আপনাকে নিয়ে বিব্রত হয়। পিতামাতার দায় আর তার স্মরণ থাকে না, এমন অনেক শোনা গেছে যে, সাহেবপিতা পুত্রের বাড়ীতে ভোজন কর্‌লে পুত্র পিতার নিকট হ'তে ভোজনের মূল্য লয়, কিন্তু হিন্দুসন্তানের এই যে চিরস্থায়ী পিতৃমাতৃভক্তি, ইহার মূল কারণ, শাস্ত্রমতে শুভদিনে, শুভতিথিতে, নিরূপিত সময়ে সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে।

ব্রাহ্মণী। যা ভাল বোঝ কর, ধর্ম্মের জন্যে প্রাণটা খোয়াবে ?

সার্ব্ব। ব্রাহ্মণি, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ খোয়াব না তো কি অন্নের জন্য প্রাণ খোয়াব ? তুমি আমার গৃহিণী হয়ে কি তুচ্ছ কথা বল্‌ছ, এ পৃথিবীতে কদিন থাক্‌ব, এ মাংসমেদভরা শরীর ত কালই বিনষ্ট হবে, আজ আমার যদি মৃত্যু হয়, সহধর্ম্মিণী পত্নী তুমিও আমার শবদেহ স্পর্শ করেছ ব'লে আপনাকে অশুচি ভেবে স্নান কর্‌বে, দেহ যাবে, কিন্তু আত্মা ত যাবে না, যেমন দেহের পোষক অন্ন,তেম্নি আত্মার পোষক ধর্ম্ম, সেই যে অনন্তকালস্থায়ী আত্মা, তাঁর খাদ্যের কি আয়োজন কর্‌ব ; দুদিনের দেহ পোষণের জন্য ধর্ম্মত্যাগ ক'রে আত্মাকে অনন্তকাল নিরাহারী রাখব ? ব্রাহ্মণি, ও কথা বল না।

ব্রাহ্মণী। তা বেশ, তুমি যখন উপবাসী থাক্‌বে, আমারও উপবাস, যাই ছাত্রদের অন্ন দিয়ে তোমার পাশে এসে ব'সে থাকি।

[প্রস্থান।

সার্ব্ব। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম, জগৎপালন হরি —আশুতোষ মহাদেব ! ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী জগন্মাতা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম জানি না, স্তুতি জানি না, ভক্তি কর্‌বার ক্ষমতা মনে নাই, তবে নিজগুণে, অপার করুণাবলে যদি আমার কথা শুন—সর্ব্বনাশ হয় মা ব্রহ্মময়ি ! হিন্দুর ধর্ম্ম যায়, রক্ষা কর মা রক্ষাকালী ! আজ হিন্দুকুলবতীগণ কুললজ্জাভয়ে তোমার চরণপ্রান্তে সকলেই ক্রন্দন কর্‌ছে, দয়াময়ী মা, এদের উপর মুখ তুলে চাও। ব্রহ্মা ! তোমার নাম নিয়ে কতকগুলো পাষণ্ড তোমার প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টির স্থাপন সুসন্তান সৃজন, তাতে বাধা দিচ্ছে, এদের সুমতি দাও, আর না হয়, ত্রিপুরনিসূদন ! তোমার সংহারকারী ত্রিশূল তুলে মানবরূপী দৈত্য দলন কর। ভগবান্ হরি, নারায়ণ। হিন্দুসন্তানগণের হৃদয়ে তোমার সেই অপূর্ব্ব প্রেম—যে প্রেম, নাথ, ব্রজে দেখিয়েছিলে, রাধাকে গুরু ব'লে তুমি যে প্রেম শিক্ষা ক'রে জগতে প্রেমময়ের আদর্শ হয়েছিলে, সেই প্রেম আজ হিন্দুসন্তান-হৃদয়ে দাও, তারা জাতি-বিভিন্নতা, দ্বেষ বিস্মৃত হয়ে, প্রাদেশিক ঈর্ষা হৃদয় হতে দূর ক'রে, আজ তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের কুলবতীদিগের লজ্জানিবারণের জন্য, তাদের সন্তানগণের মঙ্গল কামনার জন্য জগদম্বা তোমার চরণে একত্র

হয়ে একমনে প্রণিপাত কচ্ছে ; নারায়ণ! তুমি ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতার হয়েছ, এই ঘোর কলিতে এই ম্লেচ্ছাচার-প্লাবিত দেশে তোমায় আস্‌তে বল্‌তে আমার কষ্ট হয়, প্রভু, কি করি, বড় দুর্দ্দশায় প'ড়ে কাতরে ড'াক্‌চি—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(তিলকের প্রবেশ)

তিলক। সার্ব্বভৌম মহাশয়, প্রণাম হই।

সার্ব্ব। কে ও ?

তিলক। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না, আমি মাণিকবাবুর পুত্র তিলক।

সার্ব্ব। এস, এস, কি মনে ক'রে বাবা ?

তিলক। মহাশয়, আপনি আমাদের দেশের একজন প্রধান পণ্ডিত, তাই আপনার কাছে এলেম, বলুন দেখি, আপনার মত কি ? এই যে গর্ভাধান সম্বন্ধে গোল উঠেছে, এতে আমরা বল্‌ছি যে, বারো বৎসরের আগে না হয়, এখন এতে আপনার মত কি ?

সার্ব্ব। বাবা, আমার মত শাস্ত্রে যা লেখা আছে, তাই পালন করা, শাস্ত্রকারদের চেয়ে কিছু আর আমি পণ্ডিত নই, কৈ, আমার ইংরাজী জানা কোন ডাক্তার ব'লে দিতে পারেন যে, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হবার কোন একটি নির্দ্ধারিত বয়েস আছে ? ভগবান্‌দত্ত কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাই দে'খে সেই কাল নির্দ্ধারণ কত্তে হয়। মনে কর, এমন কি একটা নিয়ম হতে পারে যে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আঁব পাকবে, সেই দিন সুবাই পাকা আঁব খেতে আরম্ভ করবে, কিন্তু পাঁজি দে'খে তা ব'লে কি আঁব খেতে হবে? আঁবের পাকা হবার কতকগুলি লক্ষণ দেখ্‌তে হবে। বর্ণ হরিদ্রাভ হবে, সদগন্ধ বেরুবে,তবে সুমিষ্ট হয়েছে জ্ঞান ক'রে ভক্ষণ কর্‌তে হবে, এর কার্ত্তিকও নেই, আষাঢ়ও নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনেক বিধান ক'রে এই নিয়ম ধার্য্য ক'রে গেছেন যে, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হয়ে নারীর যৌবনকালের কতকগুলি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণ প্রকাশ হ'লেই তাকে যুবতী ব'লে যেন পতিপাশে গমনোপযোগী ব'লে নির্দ্ধারিত করা হয়। আর সেই ইন্দ্রিয়লালসাবিবর্জ্জিত পরিষ্কৃত মনে পতি গুরু, এই জ্ঞানে তাঁর সেবা কর্‌লে সুসন্তান উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রকারদের এই নিয়ম।

তিলক। আমি মহাশয় গ্রাজুয়েট (Graduate), মিল (Mill),স্পেন্‌সার (Spencer) পড়েছি ; আপনাদের শাস্ত্র ভূতের মন্ত্র, কিছু জানিনে, কিন্তু একটা সোজা কথা বলি, আমাদের প্রোফেসার (Professor) মশাই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, অন্য অন্য লোককে পাঁচ পাঁচ টাকা দিয়েছি, আপনাকে ছয় টাকা, আপনি এ আইনের সাপক্ষে মত দিয়ে একটা বচন ক'রে দিন।

সার্ব্ব। হরি, হরি, এ কি কথা বল তিলক ? আমি আজ প্রায়োপবেশন ক'রে ব'সে আছি, যদি এ আইন জারী হয়, তা হ'লে এই অবস্থাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়, তুমি আমায় অর্থের প্রলোভন দেখাতে এসেছ ?

তিলক। আচ্ছা,সাত টাকা, কি বলেন, চুপ ক'রে রইলেন যে ? ভাল, আট টাকা—নয় টাকা—আচ্ছা দশ টাকা, এই শেষ—হাজার কেঁড়েলি করুন, এর চেয়ে বেশী পাচ্চেন না।

সার্ব্ব। বাপু, তুমি বিদেয় হও।

তিলক। না, আমি আপনাকে ছাড়্‌ছি না।

সার্ব্ব। আচ্ছা, আমিই যাই, তুমি থাক, এখানে আমাকে প্রলোভন দেখাতে এসেছ, এই সর্ব্বনাশের সময় তুমি সার্ব্বভৌমকে টাকা দেখাও, তোমায় শাপ দিলে আমার ব্রাহ্মণত্ব যাবে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুমতি হোক; বুঝ্‌তে পাচ্চ না, এ আইন জারী হ'লে কি সর্ব্বনাশ হবে, যে সতীত্বের গর্ব্ব ক'রে হিন্দুরমণীগণ আজও জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়ে আছেন, যে সতীত্বের সন্দেহ উৎপাদনের ক্ষমতা কারু নাই—সেই সতীত্ব-রত্ন কলুষিত হবে। লজ্জাবতীর লজ্জার হানি হবে! আমি কি পাপ করেছিলেম যে, তুমি আজ পাপের নিমিত্তস্বরূপ হয়ে আমায় এই জঘন্য প্রস্তাব কত্তে এসেছিলে। হে হরি! পাপচারী পাষণ্ডের পরামর্শে রাজা অন্যায় আইন ক'রে হিন্দুকুলবতীদের প্রধান ধর্ম্ম-বন্ধন বিবাহ-বন্ধন-গ্রন্থিতে হস্ত-ক্ষেপ কর্‌ছেন, লজ্জানিবারণ হরি! দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করেছিলে, আজ তুমিই কুলবতীদের লজ্জা রাখ। আশুতোষ, সদয় হও। জগন্মাতা সতি! সতীর সতী-ধর্ম্ম-রক্ষণে সহায় হও।

তিলক। মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ, শ্লোক মুখস্থ করা পণ্ডিত নয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, নারীজাতির অল্পবয়সে সন্তান হ'লে সে সন্তান কি কোন মঙ্গলকর কার্য্য কর্‌তে পারে, সে পুত্র কি বলীয়ান্ বুদ্ধিমান্ হয়?

সার্ব্ব। কেন হ'তে পার্‌বে না বাবা, তোমরা পুরাণের কথা মান্‌বে না; ইতিহাস ত মান? চিতোরের রাণা প্রতাপ যে জন্মেছিলেন, তিনি কি এই বিবাহের ফলে নয়? পৃথ্বীরাজ, মানসিংহ, টোডরমল্ল, এ সব কি বালিকা বিবাহের ফল নয়? রাজপুতজাতি অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দেয় না ব'লে জাতিচ্যুত হয়; সেই জন্য রাজপুতজাতির কন্যা-হন্তা ব'লে একটা কলঙ্ক আছে। আচ্ছা, তার পর, বিদ্যায় কালিদাস, ভবভূতির ন্যায় কবি, বরাহ-মিহিরের ন্যায় জ্যোতিষী, কোন্ কালে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন? এঁদের মাতা যুবতী অবস্থায় বিবাহিতা হন নাই। আচ্ছা, ও সব ছেড়ে দাও, তোমাদের এখনকার কথা বলি—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস, হরিশ্চন্দ্র, শম্ভুনাথ, রামগোপাল, দ্বারকানাথ রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র, গুরুদাস, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, আর কত বল্‌ব, আর কত বল্‌ব, চাক্ষুষ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাচ্ছ না, এঁদের জন্মতত্ত্ব লও, জান্‌তে পার্‌বে যে, কেহই যুবতী-মাতার গর্ভজাত নহে। আমি একটি কথা বলি, হিন্দুসন্তান, সাবধান হও! বাঁধ ভেঙ্গে ঘরের দ্বারে বাণ এনো না, এই যে গর্ভা-ধানের বিধি হচ্ছে, বড় সর্ব্বনাশ হবে, বালি-কার বিবাহ বন্ধ হবে, হিন্দুকুলকামিনীর যে পবিত্র বন্ধন রয়েছে, তা ছিন্ন হবে, সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! সর্ব্বনাশ হবে! সর্ব্ব-নাশ হবে!! সর্ব্বনাশ হবে!!! রাজপদে, জগন্মাতা জগদম্বার পদে রোদন ক'রে ধর্ম্ম-ভিক্ষা, জাতিভিক্ষা, কুলবতীর সতীত্ব ভিক্ষা লও, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান আজ এই ভিক্ষা প্রার্থনার জন্য জগদম্বার আরাধনায় যাত্রা করেছে, তুমি তাদের সঙ্গী হও, ব্রাহ্মণের পরামর্শ শুন।

তিলক। (স্বগত) ব্যাটা বামুন কথা-গুলো যা বল্লে, তা ঠিক, কিন্তু এ গোড়ে গোড় দিলে ত আমাদের নাম বেরুবে না, ও মেলাই দল জুটেছে, ওর সঙ্গে গেলে আমি পালে মিশিয়ে যাব, আমি ছোট দলেই থাকব, (Professor) প্রোফেসর বলেছেন,

তা হ'লে রোজ রোজ মিটিঙের কাগজে আমার নাম বেরুবে, আচ্ছা, থাক্ শালারা! (প্রকাশ্যে) প্রোফেসার (Professor) বাবু পঞ্চাশ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা আমার হাতে দিয়েছেন, একবার হাতিবাগান পানে যাই, সেখানকার ভট্টাচার্য্যিগুলোকে কি দিলে পাব না?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীঘাট—কালীমন্দির।

নরনারীগণ।

১ লোক। মা গো জগদম্বে! মোহবশতঃ অজ্ঞান অন্ধকারে নিপতিত হয়ে তোমায় মা ভুলে ছিলাম, আজ হৃদয়ে দারুণ যাতনা পেয়ে তোমার চরণপ্রান্তে উপনীত হয়েছি; করুণাময়ি! করুণা-নয়নে চেয়ে দেখ, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবাসী আজ ধর্ম্মনাশ-ভয়ে আপনাদিগের কন্যাকলত্র-লজ্জানাশ-ভয়ে, সাশ্রুনয়নে, গললগ্নীকৃতবাসে, অনন্যোপায় হয়ে মা তোমার মন্দিরে উপস্থিত হয়েছে। মা গো, আমরা আজ ধর্ম্মত্যাগী, স্বদেশের ভয়ে সশঙ্কিত, রাজবিধি-ভয়ে কম্পমান, রক্ষাকালী মা, রক্ষা কর, অভাগা পাতকী সন্তানগণের সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে মা তে মার অভয় হস্তখানি এই দীনদিগের প্রতি প্রসারণ কর। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর; ধর্ম্মশাস্ত্র যায়, কুলবতীর লজ্জা যায়। দয়াময়ি মা গো! তোকে বই আর এ বিপদে কাকে জানাব বল্? দেখ্ মা, আজ কোটি কোটি ভারতসন্তান তোকে মা মা ব'লে ডাকছে, দেখ্ মা দেখ্।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পুরুষগণ—

দুস্তর বিপদে নিস্তার মা নিস্তারিণি।
নিরানন্দ কর দূর আনন্দ-দায়িনি॥
দেখ মা দেখ মা দেখ মা চেয়ে,
এসেছি মা দ্বারে তোর বড় ব্যথা পেয়ে,
সতীর সতীত্ব রাখ ও মা গিরিশরাণি॥

স্ত্রীগণ—

ও মা লজ্জা যায় রাখ পায়।
রাজায় সুমতি দাও মতি-প্রদায়িনি॥

পুরুষগণ—

প্রাণে ব্যথা পেয়ে তোমার মন্দিরে,
এসেছি সকলে মা কাতরে কাতরে;
অকূল পাথারে রাখ মা দাক্ষায়ণি।

স্ত্রীগণ—

আত্মসতী, কুলবতী ভিক্ষা মাগে পায়,
যেন লজ্জা নাহি যায়, যেন লজ্জা নাহি যায়।
লজ্জাবতীর লজ্জা রাখ লজ্জা-নিবারিণি॥

সকলে—

করযোড়ে হের ভবপুত্র সারি সারি,
কাঁদে দেখ মা তোর যত কুলনারী,
কর দয়া অভয়া ও মা বিপদবারিণি॥

কীর্ত্তন।

বড়ই কাতরে তোমার দুয়ারে,
এসেছি মা ঈশানি।
ভয়েতে বিভোল তাই উতরোল,
কাঁদি গো মা ভবরাণি॥
মরি মরি মা গো কি বলিব হায়,
(যত) জাতিভ্রষ্ট দুষ্ট নষ্টেরি কথায়,
দয়া মনে ক'রে, রাজধর্ম্ম নাশ করে,
(মা গো রক্ষাকালি রক্ষা কর)
ডরে হৃদয় শিহরে মা।
তার এ বিপদে, পড়েছি শ্রীপদে,
ও মা উমা হর-ঘরণি।

(ও মা) হিন্দুর ঘরের ছেলে,
ছিলাম তোরে ভুলে,
কাঁদি এখন ও মা নে না কোলে;
কুলবতীর কুললজ্জা রাখ, লজ্জানিবারিণি।
রাজবিধি করে রাজা,
সুখে যাতে রহে প্রজা,
এ আইন যে দীনের সাজা,
রাজায় সবাব বুঝাই না;—
যেন এ আইন থাকে না
থাকে না থাকে না তারা।
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি!
বুঝাও রাজায় জননি?
পাষণ্ডের পণ্ড কাণ্ড লণ্ড-ভণ্ড
কর মা দানব-দলনি॥

যবনিকা-পতন।

নিমাইচাঁদ

বিবাহ

আজ আমাদের নিমাইয়ের বিয়ে! নিমাইকে চিন্‌তে পেরেছ? সেই যে তোমাদের সঙ্গে প'ড়্‌ত, আমাদের বাড়ী হামেসা আস্‌ত, নিমাই দত্ত হে, পঞ্চানন দত্তর ছেলে, শুকেস ষ্ট্রীটের,মনে পড়্‌চে না; সেই বেশ মেটে মেটে রং, মাঝখানে সিঁতে, নাকটা চেপ্‌টা, পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় কেলাসে থাক্‌ত না, এইবার বুঝেচ? সেই নিমাইয়ের বিয়ে। নিমাইয়ের বাপ এবার খুব একটা দাঁও মার্‌লে, বুড়ো পঞ্চানন ২৫৲ টাকা পেন্সন পায়, বাড়ীখানা বাঁধা, দেনায় মাথা ডোবা, এইবার দাঁও করেছে; তাল-তলার অমর মিত্রের মেয়ে, অমর মিত্রের নাম শুন নি? সাহেব অমর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; গয়না-পত্র বাদ নগদ আড়াই হাজার টাকা মেরেছে; মিত্তির বুড়ো পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল, থার্ড গ্রেডে এন্‌ট্রেন্স পাস করেছে ব'লে হ'ল না। আইবুড়-ভাতে কাকেও বলেনি, বুড় এক পয়সা খরচ করনে-ওয়ালা নয়, অমনি "নমঃ নমঃ" ক'রে বিয়ে দিয়ে টাকাগুলো হাত করা নিয়ে বিষয়। বোসেদের চাওয়া ফেটীং, রাজাদের মামুলী আশাসোটা, জরিফ-মিঞার ছয় লণ্ঠন, (ভাড়া ধারে, ছেলের ভাতের সময় পাবে) রামজয় পুরুত, পেল্লাদ পরামাণিক, মামা, পিসে, আর ছয়জন বরযাত্র। কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দ্দশী, চিক্কুর হান্‌চে, বৃষ্টি আসে আসে, ফেটীংএ ব'সে, জন্মদাতা পিতার পাশে, 'বস্ত্র কন্যা বিবাহিতা' পিতার বাসে, নিমাই আমাদের বিয়ে ক'র্‌তে চলেছে। অমর-বাবুর বাড়ী ভারি সরগরম, অন্দরে মেয়েরা গরম, বাইরে বাবুরা গরম, দরজায় ছেলেরা গরম, কখন বর আসে; বাড়ীর মেয়েদের কারুর শাঁক হাতে, কারুর প্রদীপ হাতে, নিমন্ত্রিত মেয়েদের কোঁচড়ে লুচী, আঁচলে সরা, কেউ বা ছেলে নিয়ে দিশেহারা, কেউ বা বর দেখতে পাগল পারা। বাড়ীর বাবুদের হাতে এক-চেটে হুঁকো, কনের মামীর পেট ভুকো, চাকর ব্যাটারা কালা,ফপর-দালালেরা চেঁচা-চ্ছেন, "কোথা গেলি হারামজাদা শালা", ছেলেদের হাতে চাল-গুড়; ফেটীং এসে থাম্‌লো, বর নাম্‌লো; উলু উলু শাঁক বাজ্‌লো, ভারি গোল প'ড়ে গেল; বর এল, মজ্‌লিসে এসে বস্‌লো। সে সময় যদি নিমা-ইকে দেখ্‌তে, তবে কি আর বল্‌তে, কপালে চন্দনের অলকা-তিলকা, গলায় বেলের গোড়ে, পীতাম্বরী বেণারসী-জোড়, আদ্‌-মোদা আদ্‌-ফুটন্ত মুখখানি, আবহকাল পর্য্যন্ত বরের যা চোলে আ'স্‌চে, নিমাইয়ের সব বিরাজমান। "নীৎ-কীৎ" সব হয়ে গেল, ছেলেরা এসে ঘিরে বস্‌লো, বাছারা আজ সবাই জেঠ্যামহাশয়ের ধাত পেয়ে-ছেন, বরের সঙ্গে বিষম জেঠ্যামী রসিকতা

আরম্ভ করলে, মুরুব্বীরা চেঁচাতে ব্যস্ত, কে বা তাদের কান ম'লে দেয়, নিমাইয়ের মুখ হাসির ছটায় গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম হ'ল ; লগ্ন বয়ে যায়, দেরি করা নয়, কন্যা সম্প্রদান করতে বর নিয়ে যাওয়া হ'ল ; অমর-বাবুর টাইম-বাঁধা খাওয়া, নান্দীমুখ ক'রে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ; একজন দরিদ্র জ্ঞাতি দুখানা লুচীর প্রত্যাশায় এসেছিলেন, তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে বাধ্য হলেন। বর বাড়ীর ভিতর স্ত্রী-আচারে গেল। অন্দরের উঠানে রূপের বাজার, শালী শাশুড়ী চেনা ভার, একে ত আজ বেহায়ামোর মহামারী, তাতে সাহেব বাবুর বাড়ী কিছু বাড়াবাড়ী। কারু চুল এলো থেলো, কারু কারল খোলো খোলো, কারু বা আলবার্ট, কারু সিঁতে চোস্তো ছুটি পার্ট, কারু আদ ঢাকা বডী পরণে, ছ-গাছি মল কারু চরণে কারু বুকে চুমকি ঝল ঝল, কেউ মালা ক'রে পরেছে রফল ; আসমানী, ফিরোজা, সোনালী শাড়ী শোভে কারু কারু, কারু কারু চারু চিক্কণ, নীলাম্বরে ঢেকেছে কেউ শ্যামল বরণ, অবাক্ আমার নিমাই দে'খে এ সব ধরণ। কামিনী শাঁক বাজাচ্ছে, ভূষণ, ভাবী, বসন, সেজ বৌ, মেজ বৌ, ঠাকুর-ঝি, ছোট খুড়ী ঘুরছেন, অনঙ্গ আমাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ হাসচে ; বরের মাথা ঘুরে গেল, উঠানটা যেন বিল হ'ল ; তাতে কত পদ্ম ফুটেছে, না, সুধু পদ্ম নয়, যুঁই, বেল, গোলাপ, ডেজি, জেস্‌মিন্, ম্যাগনোলিয়া, কতই ফুল ফুটেছে, বিলে কি এ সব ফুল ফোটে? বিলে ফুটুক আর নাই ফুটুক, নভেলে ত ফোটে ; ফুলেরা সব প্রাণ পেয়ে কতই প্রাণের খেলা খেলচে! মল্, মল্, কান মল্, কান মল্, আমি না মলতে পারি, তোরাই মল্,—নিমাই ফুল-চেন—রাগেতে কি অনুরাগেতে জানিনে। ফুলের চরকি খেলুক, কত ফুলই দেখেছি, তুলেছি, মালা গেঁথেছি, পোরেছি, তোড়া বেঁধেছি, শুঁকেছি, এমন প্রাণ-পোরা ফুল ত কখন দেখিনি! বিলাও, বিলাও শোভা ছড়িয়ে রূপ বিলিয়ে দাও, আর যে পারিনি, জ্ঞান যে পালিয়ে গেল, মাথা যে ঘুরে গেল! স্থির হও, স্থির হও মন, আর ভয় নাই ; এই যে স্ত্রী-আচার ফুরিয়ে গেল! বাহিরে গিয়ে মন্ত্র পড়া, লুচি-সন্দেসের ছড়াছড়ি, ভদ্র কাঙ্গালীর কাড়াকাড়ি, এখন আর ও সব ভাল লাগে না, চল বাসর-ঘরে যাই ; কি রোসনাই, কি রোসনাই! দেলগিরিতে বাতি জ্বালা, ডালে ফুলের মালা, এরা সব ব'সে কে? আ মরি, কি রূপের মেলা, এরাই যে ঘর করেছে আলা! বাতি, তুই নিবে যা, তোর লজ্জা করে না? পদ্মিনীদের পদ্ম-অঙ্গে কি সৌরভ ছুটেছে, বেল-যুঁয়ের মালা তোদের গৌরব টুটেছে, তোরা এখনও বনে গেলিনি, তেদের বেহায়ামোকে ধন্যি মানি। অনিল-কুমারী কনে আমার, চেলি-মোড়া কাঁপে থর থর, নিমাই বর আমার, প্রেমে জর-জর! কনে দেখেনি, শুভ-দৃষ্টির মুহূর্ত্ত—সে চকিত মাত্র, তবু এই সব সঙ্গ, কতমত রঙ্গ, রূপের তরঙ্গ, প্রাণ কি আর ঠিক থাকে! বল দেখি বাপু, তোমার বাসরে মন কি হয়েছিল? হয়নি কি এমনি, যেন আজ আমি কি! আজ আমি নাগর, আর ঘর শুদ্ধ নাগরী, সবাই যেন আমার প্রেমের ভিখারী! আজ বাঙ্গালীর স্ত্রী স্বাধীন, শালা শালী সবার আজ আমারে আদর, কোন ষোড়শী শাশুড়ী বা করছেন ছদ্মবেশে রূপের গদর ; আমার প্রাণে যে আর রূপ ধরে না, ঐ দেখ দেখি—শুন, শালী ব'লে পরিচয় দিলেন; নাম বল্লেন হেমলতা, আমায় গাইতে

বোল্লেন, এখন আমি কি ক'রে গাই? স্কুলে টেবিল বাজিয়ে গান গেয়েছি, সে গান কি এখানে চলে? (দেখছি নিমায়ের ভাবনা দেখছ, এখন আর সে নিমাই নেই।) বোল্লে, "ভাই, কামিনী-কণ্ঠেই সঙ্গীত শোভা পায়", এই মেয়েদের ঠেলাঠেলি, "তুই গা ভাই", "তুই গা ভাই", "ছিছি তোর লজ্জা করে!" —"আমি কি ভাই গাইতে জানি", "ছেলে-পুলে ত মানুষ কোল্লুম, গান শিখলুম কবে ভাই";—"তুই ভাই থিয়েটার দেখতে যাস, তোর চেয়ে কি আমি গান শিখিচি," "তবে তুই গা না ভাই" "পোড়ার দশা, যতক্ষণ এক সঙ্গে থাকি, ঝগড়াই করি, গানের কি ধার ধারি," খালি মিছে গোল, গান হলো না, "তুই গা ত ভাই, এ আবার কিসের লজ্জা কাল ত আর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না";— একটু দাঁত উঁচু না হ'লে সুন্দর হ'ত, এমন সুন্দরী! আর একটী রমণীকে বোল্লে, (পরে জানা গেল, তিনি মামাশ্বাশুড়ী), গোলাপ মুখ, গোলাপী বরণ, একটু হাড়ে মাসে জড়ান বেশ সুন্দর, কিন্তু মুখটি যেন বামুন ঠাকরু বামুন ঠাকরুণ রকম, অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর গান ধর্লেন;—

গীত।

(সজনী) নয়নে নয়নে সে কি বলিল বল।
বুঝিতে না পারি আমি আঁখি সচঞ্চল॥
আঁখিতে কয় লো কথা, খালি দেয় প্রাণে ব্যথা,
আঁখি তাঁর দে'খে আমার
আঁখিতে বয় লো জল;—
বলে না কভু কথায়, তবু যেন আমায় চায়,
আমার যে প্রাণ যায়,
দে'খে আঁখি দুটি হই পাগল॥

"এইবার বর, তুমি গাও ভাই, নইলে ছাড়বো না।" (মামীশাশুড়ী নিজেই এই কথা বোল্লেন) বোঝা গেল, এ সমাজে গান সুরে তালে না হলেও চলে, তবে আর বেরসিক হই কেন, গান ত অনেক মুখস্থ আছে, যা থাকে কপালে, একটা গেয়ে ফেলা যাক; (আমি জানি নিমাই ছাড়বে না, ও আমাদের স্কুলের একজন গাইয়ে) "তবে নিন্দে কর্বে না, গাই একটা, আর কেউ যেন না শোনে";—

গীত।

আমার প্রেম-ব্রত হোল উদ্যাপন।
আশ্বাসে উপবাসে গেল এ জীবন॥
আমি করি যতন, পেতে রতন,
ততই সে দূরে থাকে আমায় দেয় না দরশন
সে বোঝে না ভাবে না, মনে ভেবে দেখে না
[illegible]॥

"বেশ ভাই! বেশ ভাই! আর একটা, আর একটা", বিংশ রমণী-কণ্ঠ কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এমন সময় বাহির হইতে জানালার কাছে আসল শাশুড়ী খোদ, ফিস্ ফিস্ কুহু কুহু কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, "তিনটে বেজে গেছে লো, শো না তোরা, জামাইকে একটু ঘুমুতে দে"; তাই শশব্যস্তা ব্যাধতাড়িতা হরিণীর ন্যায় হরিণ-নয়নাগণ "তবে আজ চল্লুম ভাই, তোমার জিনিস, তুমি নিয়ে আমোদ-প্রমোদ কর, আমরা চল্লুম, আজ ঘুমিও না" বলিয়া প্রস্থান করিল। কিশোর আর কিশোরী ভিন্ন বাসরে আর কেহই নাই, নিমাইয়ের হৃদয় এতক্ষণ প্রেমের বাতাসে, রূপের তরঙ্গে তোলপাড় হচ্ছিল, নাচতেছিল, দুলতেছিল, তরঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হতেছিল, সে বিপুল সাগরে, সে তরঙ্গে সাঁতার দেখিয়া কাহারও সাধ্য নয়। এখন নিমাই দেখিল, বীচি-মালা-শূন্য ক্ষুদ্র তটিনী তাহার সম্মুখে; বুঝিল, এতক্ষণ ছায়া-বাজী

দেখিলাম, এ সব কিছুই নয়, এই পুতুলটি ঘোমটা টেনে,চেলী পোরে, এইটিই আমার। সাদরে পৃষ্ঠে করার্পণ করিল, বালা ঈষৎ কাঁপিল, কেন, অনিল কাঁপিলে?—যাহাকে কথায় কথায় কাঁপাইবে, যে তোমার আঁখির চাপে সকল দাপ বিসর্জ্জন দিবে, তা'র কোমল করস্পর্শে কাঁপিলে কেন? তা কাঁপে,—সূতো দিয়ে ফুলের মালা গাঁথ, তা'কে গুছিয়ে সুছিয়ে তোড়া বাঁধ, সে কিছু বলিবে না; তাকে পূজায় দাও, তাতেও রাজী; গলায় পর, আপত্তি নেই; খোল, ফেল, ছেঁড়, সে তোমার অধীন; কিন্তু যখন সে বৃক্ষের বৃন্তে ফুটে আছে, যখন তুমি প্রথম তারে স্পর্শ করিবে, বৃন্ত হইতে তাহাকে খসাইতে চেষ্টা করিবে, তখন সে কাঁপিবে, কুণ্ঠিত হইবে—কখন কি ফুল তুলেছ? তোল যদি, দেখতে পাবে, সে কেমন কাঁপে, কেমন তোমার মুখপানে বিষাদে চায়, যেন বৃন্ত ছেড়ে যেতে চায় না, বলে, আমি এমনি আছি, আমি এমনি থাকি, গন্ধ তো বিলুচ্ছি, তবে আমায় ছেঁড় কেন? সেই কেমন কেমন ম্লান মুখ দেখেছ? যেন বলছে, তুল না,তুল না,তুল না,আমায়! কিন্তু আমি কি তা পারি? ফুল ছিঁড়ে হৃদয়ে পরি, তার সৌরভেই আত্মহারা হই। যূঁই রে! বেল রে! গোলাপ রে! আমি কি তোদের ছাড়তে পারি, হ'লই বা তোলবার সময় ভাই একটু কষ্ট, তার পর তো বরাবর আমার হবে, তার পর তো ভাই খালি সোহাগ, খালি আদর; আমার হাতে, গলায়, বুকে, যখন যেখানে থাকবি, তখনই তো হাসবি। অনিলও কাঁপিল, নিমাই ধীরে ধীরে ঘোমটাটি খুলিল, দেখিল, মুখখানি আনত, নয়ন নিমীলিত, অধরে ঈষৎ হাসি লুকাইতে ব্যস্ত, আ মরি মরি! কি মুখখানি, কি সুন্দর রঙ; গোলাপ দেখেছি, চন্দ্র দেখেছি, পদ্ম দেখেছি, চম্পক দেখেছি, কিন্তু এ যে তা নয়! এ পূর্ণিমার নিশি, অল্প মেঘে ঢাকা, জোছনা যেন কিছু পোরেছে, না আঁধার, না ফুট্ত, একটু মাঝামাঝি; প্রাণে যেন কি ছায়া-মাখা কিরণ ঢেলে দেয়, বিষাদের সনে যেন কি হর্ষ উদয় হয়! আহা! এমন মুখ তো কখন দেখিনি, চোখ দুটি ফুট্-ফুট্, মুখখানি টুক্-টুক্, আঁখি যেন ভাসছে, মুখ যেন হাসছে, ভুরু মদনের ফাঁদ, কপাল পঞ্চমীর চাঁদ, কপোলে গোলাপ-ফুল, সে হাসির নাহি তুল! নিমাই দেখিল, ভুলিল, গ'লে গেল; ভাবিল, জীবন বিকাইল! বলিল, "দেখ, দাস আমি, একটি কথা কও।" অনিল! "তুমি আমার," এই কথাটি বল, বল, লজ্জা কি? বল, না বল্লে আমি আর প্রাণ রাখতে পারি নে; বল অনিল, বল, একটি কথা আমার সঙ্গে কও; ঘুম পাচ্ছে? ঘুমোও, শুধু এই কথাটি বল—"তুমি আমার," বল ভাই অনিল—ব'ল্লে না, আমার কাছে লজ্জা কি? লজ্জা যে ভাঙতে হবে। অনিল এইবার কথা কহিল, বলিল, "আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমুই, তুমিও ঘুমাও।" নিমাই নভেল পড়েছে, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, বলিল, "প্রিয়তমে! ঘুমাইবে, আমার হৃদয়ে এস, বল 'তুমি আমার'।" সলজ্জ অস্ফুট সঙ্গীতস্বরূপ স্বরে অনিল বলিল—"আমি আর কার?"

সংসার মহামায়া।

ও হে, মজার কথা শুনে—,নিমাই আমাকে সে দিন চিন্তে পারলে না, ভাল করে কথা কইলেনা, আমি হাত বাড়িয়ে সেকহ্যাণ্ড করে আলাপ করতে গেলুম. জিজ্ঞেস ক'র

লেম, "কেমন আছ, কি কচ্ছ?" তা আমায় বোল্লে, "মহাশয়, আর এক সময় বল্‌ব, এখন মাপ কর্‌বেন ;—কাস্পীয়ান হ্রদের উপর রেল না চালালে লোকের ভারি কষ্ট হচ্ছে, আমি এখন তা'রি আলোড়নে বিব্রত, দাঁড়াবার সময় নেই," বোলে চ'লে গেল। থানের ধুতি, বল্‌মলে চায়নাকোট, উড়ুনি নেই, চখে চসমা, হাতে এক তাড়া কাগজ, আমি তো অবাক্! ব্যাপারখানা হয়েছে কি জান? শুনলুম, সেই বিয়ের ছমাস বাদেই বুড় পঞ্চানন দেখলে, আর তো ছেলে নেই যে, বিয়ে দিয়ে টাকা পাবে, তবে আর ২৫৲ টাকা পেন্সনের ভরসায় ইহ-জীবনের প্রয়োজন কি? সুতরাং এক দিবস সকাল বেলা ওলাউঠার ছুত ক'রে পরলোকে পালিয়ে গেল, কেঁদেলেরা বোল্লে, মোড় অবধি তো সোজা-সুজি গেল, ডাইনে বেঁক্‌বে কি বাঁয়ে বেঁক্‌বে, বোল্‌তে পারিনি। পুণ্য বলে, নিমাই মা বল্‌বার আগেই, তাঁর জননী গঙ্গালাভ করেছিলেন, কাজেই নিমাই এখন অনাথ হলো। সখের রাঁধুনী বাপের এক বুড়ী খুড়ী, আর শ্বশুর নন্দিনী ছাড়া নিমাইয়ের এখন আর অভিভাবক নেই। নিমাইয়ের হৃদয়ে এখন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল, শাস্ত্রে যাহাকে "অন্নচিন্তা চমৎকারা" বলে। প্রত্যহ প্রাতে এক্সচেঞ্জ গেজেট পাঠ, টৌ, টৌ, টৌ, ছোট আদালত, বড় আদালত, মেকেঞ্জিলায়েল্; রোদে হাঁটা, ধূলো মাখা, জুতো ফাটা—এ বাজারে চাক্‌রী মেলা বড় শক্ত; শেষে অনেক ক্লেশে ডেপুটী-সাহেব—শ্বশুরের সুপারিসে বাড়ীর পাটাখানি জামীন রেখে এক সরকারী আফিসে ২০৲ টাকা মাইনের এক ডিস্প্যাচ ক্লার্কের চাক্‌রী জুটিল। তিন মাস ভালয় ভালয় গেল, তার পর খাম দশ বারে। ডাকের টিকিটের গরমিল হওয়াতে সাহেবরা নিমাইকে পরিশ্রম কোর্‌তে নিষেধ কর্‌লে। অনন্যোপায় হয়ে ধার-ধোর কোরে দশ টাকায় একটি ওষুধের বাক্স কিনে, নিমাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ কর্‌লে। রাজেন্দ্র দত্তের আদর্শে এক ডজন পকেটওয়ালা জামা হ'ল; মহেন্দ্র সরকারের নজীরের তালতলার চটী, রেলীর উনপঞ্চাশ তো ডাক্তারদের আছেই, রোগীদের কোঁকাবার জন্য হাতে একটি শিঙে নিলেন; ঝাঁ ঝাঁ পসার জ'মে গেল, দু-মাসের মধ্যে ওষুধের বাক্স খালি, কিন্তু সমস্তই "বিনা মূল্যে ব্যবস্থা প্রদানে।" পাজী লোকেরা বলে যে, "নিমাই ডাক্তারকে কেউ ভিজিট্ দিয়ে চিকিৎসা করতে নিয়ে যায় নাই, কিন্তু আমি জানি, নিমাই বোলেছে যে, "রাজেন্দ্র বাবুর মত আমি দাতব্য চিকিৎসা করি।" কি করবে বল, পাঁচু দত্ত আর অক্রূর দত্ত ছিল না, ধারও কিছু রোজ মিলে না, সংসারও শুধু হাতে চলে না, কাজেই নিমাইকে "দাতব্য ব্যবস" ছাড়তে হলো। বড়ই হাঙ্গাম, বড়ই হতাশ, প্রত্যহ একাদশীর দ্বারা নিমাইয়ের মহা পুণ্য-সঞ্চারের আসন্নকাল স্বাগত-প্রায়। এক রাত্রি সমস্ত দিন উপবাসের পর নিমাই নিদ্রাগত, স্বপ্নে মা সরস্বতী তাহাকে দেখা দিলেন, নিমাই স্বপ্নাবস্থাতেই সারদার পদাম্বুজ বর্ণনা করিলেন, বল্লেন, "মা গো!—'গলায় গজমতি মুক্তার হার, দিয়েছ মা এন্ট্রেন্স অবধি বিদ্যার ভার,' এখন মা তোমায় দেখ্‌লে প্রাণ চোম্‌কে উঠে! যদি মা কৃপা ক'রে তোমার দিদিকে বা তাঁর পেঁচাটিকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও —চলে না মা, আর চলে না।" তখন বীণাপাণি বীণা-বিনিন্দিত পিড়াং পিড়াং স্বরে পিপিড়ী ছন্দে বলিলেন;—

"কি ভয় বাছনী যে তোর—
প্রাতঃকালে উঠে তুমি মুখ প্রক্ষালিয়া,
ধর হে লেখনী বাছা লিখিতে "কাগজ ;"
মম বরে পাবে তুমি বোকা "ছাপাকর,"
ধারে যে ছাপিবে নিমু তোমার "কাগজ"।
ধন্বন্তরি সনে আমি করিয়াছি সলা,
প্রস্তুত করিবে তুমি সর্ব্ব মহৌষধি,
হলওয়ের নাম স্মরি দিও বিজ্ঞাপন,
মম বরে বাছা তব যাবে অনাটন—
"বেকার নিশিতে"—তুমি প্রাতে 'সম্পাদক।"

বায়ু ঝির্ ঝির্, কোকিল কুহু কুহু, ফুল হাসি, শশী বাসি, গগনে তপন, নিমাইয়ের জাগরণ মুখ গম্ভীর, সম্পাদকের ভাবনা, ভারতের ভাবনা, রাস্তার ভাবনা, নর্দ্দামার ভাবনা, পচা পুকুরের ভাবনা, ট্যাক্সের ভাবনা, রেলওয়ের ভাবনা রঙ্গালয়ের ভাবনা, জর্ম্মণি, প্রুসিয়া, নিউইয়র্কের ভাবনা, নিমাই আজ ভাবনা-সাগরে ভাসমান। কাজের তাড়াতেই হউক বা হাঁড়িতে বালাম না থাকাতেই হউক, নিমাই না খেয়েই বেরুলেন; দেবী-বরে কিছু আটকালো না। "খোঁড়া-ব্রহ্ম প্রেসের" ম্যানেজার ঘর থেকে কাগজ দিয়া "কাগজ" চালাবেন। সপ্তাহান্তে নিমাই-বাবুর সম্পাদকতায় পৃথিবীর দুঃখ দূরকরণার্থ "জগৎ-কান্তি" কাগজ বেরুল। সহরে মহা হুলস্থূল, লেংটী পরা কাল কাল ছেলের দল "জগৎ-কান্তি এক পয়সা, বেশ্যাকে পত্র লিখিবার ধারা, মূল্য ১৲ টাকা—উপহার" বোলে চেঁচাতে লাগল; প্রায় দু-কুড়ি স্কুলের ছেলেদের আর সে দিন টিফিনের জল খাওয়া হ'ল না।" "জগৎ-কান্তি"ও "বেশ্যাকে পত্র লিখিবার ধারা" কচুরি চিনিপির কাজ কোরলে। কাগজ খানির নানা জাতি গ্রাহক হলো, আমি বিশেষ জানি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে চীনেম্যানেরাও এ কাগজ নিয়ে দিয়ে কিনেছিল।

প্রথম সংখ্যায় বড়ই আবশ্যকীয় সব বিষয় লেখা ছিল, তোমার কপাল মন্দ, দেখ নাই; আমার কতক কতক মনে আছে, বলি, একটু শোন,—আট পৃষ্ঠা কাগজ, ছয় পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন, তিন পৃষ্ঠা ওষুধের, তিন পৃষ্ঠা কেতাবের;—সমস্ত ওষুধগুলির আবিষ্কারক শ্রীমান্ নিমাইচরণ; তবে ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় ভারত-সন্তানগণের অধীনতা ও পৌরুষ-হানি-দর্শনে বিবিধ উপাধিতে সকল ওষুধগুলিই "পুরুষত্ব-হানির"—অতি নীতিপূর্ণ, অশ্লীলতার নাম নেই; ১৮ আঠারখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন, সব নাম মনে নেই, নাম-কতক এই রকম "বেশ্যাকে পত্র লিখিবার ধারা," "রমণীরঞ্জন" "ইন্দ্রিয়বিলাস-পয়োধি", 'পরকীয়া পরিতৃপ্তি" ইত্যাদি ইত্যাদি; প্রতি পুস্তকের দাম ৬৲ টাকা, তবে মানব-জাতির হিতার্থে অর্দ্ধ মূল্য, অর্থাৎ॥০ আনায় বিক্রেয়; আর যে একখানি পুস্তক লইলে বাকী সতেরখানি 'উপহার"। কাগজের আর দুই পৃষ্ঠায় কয়েকটি আর্টিকেল, কয়েকটি নোট, কয়েকটি সংবাদ; আর্টিকেলটি বঙ্কিম-বাবুর চন্দ্রশেখর হইতে, কতকটা আনন্দমঠ হইতে "অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ধৃত"; শেষ লাইন "তথাপি লর্ড ল্যাণ্ডসডাউনের কি চৈতন্য হইল না?" একটা নোট মনে আছে, "এতদিনের পরে দুর্ম্মতি বিস্মার্ক আমাদের কথা শুনিয়াছেন, আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছিলাম যে, সুইজারল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই, এক্ষণে তিনি বুলগেরিয়ার মহারাণীর বাবা ডেনমার্ক-যুবরাজের সহিত এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন।" সংবাদগুলি সব মনে নাই, তবে একটি সংবাদ রাখি; আমাদের বিশেষ আবশ্যকীয়, তাই

মনে আছে, শোন, "আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ মাত্রেই শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, নভাজেমলার একজন গ্যাস-জ্বালক তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়ায় দেখা গেল, তাহার বাম হস্তখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার এখনকার স্বাস্থ্যের অবস্থা উৎসুক উৎসুকা পাঠক-পাঠিকা-বর্গ-বর্গীকে আগামী বারে জানাইব।"

বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়, সহচর, সোম-প্রকাশ, পেট্রিয়ট্, অমৃতবাজার, নেসন্, হোপ, প্রভাকর প্রভৃতি খ্যাত-নামা পত্র-সম্পাদকদিগের নিকট সমালোচনার কাগজ সমস্ত প্রেরিত হইল; অতঃ বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে এক দিনের জন্য ঐক্যতা স্থাপিত হইল, স্বার্থ-বিবাদ মিটিল, সকলে একবাক্যে বলিলেন যে, যখন নিমা ইয়ের "জগৎ-কান্তি" বাহির হইয়াছে, দড় কলসী ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপ নাই! নিমাই আজ সম্পাদক, নিমাইয়ে আর পায় কে! আর ত নিমাই বেকার নয়, আর ত নিমাই ডিস্‌মিস্ কেরাণী নয়, আর হাতুড়ে হোমিওপ্যাথিকও নয়, নিমাই আমার সম্পাদক! টাইম্‌স্, ডেলিনিউস্, ইংলিস্‌ম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, মিরার, বেঙ্গলী, আর যত সব কাগজ আছে, পূর্ব্বে যে যে নাম করিয়াছি, তাহাদের সম্পাদকগণ যে পদে প্রতিষ্ঠিত, নিমাই মনে মনে আজ সে আসনে অধিষ্ঠিত; মনে মনে আজ নিমাই ভাবিল, আমি হরিশ কি কৃষ্ণদাস, লাট সাহেব আমায় ভয় করে, পার্লামেণ্ট আমার দাপে কাঁপে, মনে করিলে আমি সালিসবরিকে চ্যালেঞ্জ কর্‌তে পারি। বেলভেডিয়ারে আমার নিমন্ত্রণ না হইলে আমি ছোট লাটের নামে ডিফামেসন সুট আনিতে পারি। একটা ভাই গল্প মনে পোড়ে গেল, "এক-দিন এক জায়গা দিয়া একটা হাতী চ'লে যাচ্ছে, গজেন্দ্র-গমনে হেল্‌তে দুল্‌তে চলেছে, যেতে যেতে একটা অশ্বত্থ-গাছের ডাল মড়্‌মড়িয়ে ভেঙ্গে নিলে, কেমন আস্তে আস্তে পা ফেলে সাবধানে একটি সাঁকোর উপর দিয়ে চ'লে গেল, কাছে একটা গাছে একটি পাখী ব'সে ছিল, বোল্লে, "বাঃ বাঃ, জানোয়ার বটে! কি চলন, কি শক্তি, কি বুদ্ধি!" সেই গাছটার তলায় একটা ব্যাং ছিল, পাখীর কথা শুনে তাকে হেঁকে বল্লে, "কট্ কট্ কোঁ, ভায়া হে, আশ্চর্য্য হোচ্ছ কি? আমাদের চারপেয়ে-দের দস্তরই এই।" নিমাই ভায়া আমার তাই! কাগজখানি বের করেছেন, আর চারপেয়ে হয়ে পড়েছেন। নিমাই যে আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না, তাতে তা'র তত দোষ নাই; কি বল ভাই! যাহা হউক, একটা সম্পাদক ত বটে, বল্‌বে, সম্পাদক কি হলেই হ'ল, তা কি জান ভাই, আমাদের দেশে সম্পাদক কেন, হিসেবের মুহুরী ছাড়া বাঙ্গালী ভায়াকে কোন বিদ্যে শিখে কাজ কর্ত্তে হয় না; একটি মজ্‌লিসে কোন এক ব্যায়রামের কথা হ'ক, সকলেই একটা না একটা ওষুধ বল্‌বে; আইন, তা সকলকারই কণ্ঠস্থ; কবিতা বল, নাটক বল, শিল্প বল, আপামরের মত দিবার অবারিত ক্ষমতা, আর রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কথা, এতে বাঙ্গালীর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বিদ্যা, মুহুরী-গিরিটা বাদ দিলুম কেন জান? ওটি "তিন, আর দুইয়ে পাঁচ" ওতে আন্দাজ চল্‌বে না, ওতে একটু দায়িত্ব আছে, দেখ দেখিন্ সিধে ব্যবস্থা, এতেও যদি না নিমাই সম্পাদক হয়, তবে আর চারা কি! নিমাই যে আমাকে চিনতে পারেনি, তাতে আমি রাগ করিনি

নিমাইয়ের জন্ত তোমার বড় মাথাব্যাথা যে দেখ্তে পাই, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, খালি তারি খবর জিজ্ঞাসা কর, আর বক্তে পারি নে, নেহাৎ না ছাড়, দু'কথায় বলছি শোন, টপ্পা গাইত, চাটি খেতে, পণ্ডিত মহাশয়ের সময় স্কুল পালাতো, ফুলদার কামিজ গায়ে, সিঁতে কাটা ফুট্‌ফুটে গুট্‌গুটে নিমাই আর নেই! নিমাই এখন এডিটার, নিমাই এখন সংসারী, প্রিয়তমার প্রেমের ভিকারী, নিমাইয়ের আজ তিন বৎসর বিয়ে হয়েছে, অমরবাবু তাঁর কন্তাকে ১৩ বৎসরে "গৌরী দান" করেন, সুতরাং অনিলবালার বয়স এখন ১৬, ষোল সকল বিষয়েই সেরা, ১৬ আনায় টাকা, ১৬ কলায় শশী পূর্ণ, সাহেবরা বলে, "Sweet Siseteen" নারীজীবনের ষোল বড় ভাল, অঙ্গে যৌবন-জল ঢল ঢল, প্রেমে ভাসা আঁখি দুটি সচঞ্চল, বুকের ভেতর প্রেমের ভরা কোটাল, হৃদয়ে ধরে না উথলে উঠেছে, তায় অনিলবালা ডেপুটী সাহেবের মেয়ে, সুশিক্ষা পেয়েছে, বাঙ্গালায় এমন নভেলখানি নাই যে, পড়েন নি, জগৎ-সিংহ, হেমচন্দ্র, নগেন্দ্র, গুপ্ত কথার হরিদাস এদের সকলকেই গুপ্ত ভাবে পতিত্বে বরণ করেছে, Mather of fact ম্যাটার অফ্ ফ্যাক্ট, "Practical" প্র্যাক্-টিকেল পতি অর্থাৎ জড়-জগতের পিতৃ প্রদত্ত মন্ত্র-পূত নিমাই-স্বামী তাঁহার এই ষোড়শে কলুষপ্রায়, তবে অতি পতিব্রতা বলেই সতত প্রয়াস, কিসে সেই স্বামীকে একটু নভেলি ধরণের ক'রে লন, ঘরে অন্ন না থাকা একটি নভেলের নায়কের লক্ষণ, অনিলের সৌভাগ্য ব'লে বিধাতার কৃপায় তাই ঘটেছে, কিন্তু অন্ন-বস্ত্রে ভস্ম পড়ুক, সংসার উচ্ছন্ন যাক, নায়িকার তো সাজ-সোহাগ চাই, নইলে মানায় কৈ? প্রথম কাগজ বেরুতে বাজারে পসার হ'তে ভড় কোম্পানীর দোকানে সই ক'রে জ্যাকেট, বডিস্, বনেট, নিমাই অনিলকে অনেক দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সই চলে না, ১৪ চৌদ্দর বডিস আর ষোলর বুকে গলে না, টেবেটুনে পিন এঁটে আর কত চলে বল, এতেও কি অনিলের বুক ফাটে না, হা রে নিমাই প্রাণেশ্বর! তুই যদি জগৎসিংহ হতিস্, তা হ'লে আজ অসি-হস্তে আজমীর জয় ক'রে অনিলকে জ্যাকেট কিনে দিতিস, সে ঢলঢলে মুখখানি, সেই মেঘে ঢাকা জ্যোছনার বরণ কি একটু পাউডার না হ'লে মানায়? সেই ষোলর ফোলা ফোলা ঠোঁট দুখানি ব্লুম অফ্ রোজ বিনে মাটী হয়, সেই কোঁকড়া কোঁকড়া কাল কেশ, এলিয়ে দিলে পেছনে কাপড় দিতে হয় না, তাতে একটু ম্যাকেসার নেই, হাজার গায়ে পদ্ম-গন্ধই হউক, তাতে একটু ল্যাভে-ণ্ডার না হ'লে চলে? বিলাতী কাপড়ে কটি কেটে গেল। অনিল রে! তোর মত দুঃখিনী কি এ জগতে আছে! আহা ভাই, রক্ত মাংসে কেন তুই জন্মেছিলি, তুই কল্পনার প্রতিমা কল্পনায় থাকৃতিস্, গ্রন্থকারের লেখনীতে, সীসের হরপে, কেতাবের কাগজে তোর স্থান, তুই কি না এই জড়জগতে জন্মে জড়-ভরত নিমাইয়ের হাতে পড়লি? তুই একজন "হা হতোহস্মি" "হা দীর্ঘোহস্মি," তুই একজন "সুকু-মার-সুষমা," তুই একজন "জোছনা বরণা", তুই "এলোকেশী ষোড়শী", তুই—"আহা সেই মুখখানি", তুমি মনে করেছ বুঝি, আমি ব'সে উপমা দিয়ে একটা ভারি বর্ণিয়ে কচ্ছি, তা মনেও কর না, অনিল সেদিন সন্ধ্যাবেলা আপনার ঘরে ব'সে মনে মনে আপনি এইগুলো ভাবছিল; ভাবনা ছাড়া অনিলের ইহ-সংসারে আর কি উপায় আছে বল, অনিল রাঁধতে পারে না, বাটনা

বাট্‌তে পারেনা, দুধ জাল দিতে পারেনা, পান সাজতে পারে না; তিলোত্তমা রাঁধেনি, কুটনা বাট্‌না বাটেনি, শৈল পান সাজেনি, তবে অনিল এ সব কাজ কি ক'রে করে বল? শ্বশুরের বুড়ী খুড়ী রাঁধে, সংসারের কাজ করে, তা'র উপর অনিল আর কত বীরত্ব দেখাবে? গৃহ ত্যাগ ক'রে উদাসিনী হয় মনে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু এখন তা পারেনি, বিধবাবিবাহ সাধ হয়, কিন্তু জীবন্ত স্বামী বিষম কণ্টক, সে স্বামীও আজকাল খালি আন্‌চান্ তিরিক্ষি তিরিক্ষি, প্রেমের কথা আর বলে না, আর তোলে না, তবে আর অনিল ভাববে না ত কি করবে বল? একখানি পুরাণ Easy চেয়ারে ব'সে বঙ্কিম-গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়ে সেই ছোট ছোট ফর্‌সা পা-দুখানি আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে, আঁচ-লের কোণ পাকাতে পাকাতে, কত ভাব-নাই ভাবচে; কখন নিশ্বাস ছাড়ে, কখন ঠোঁট দুখানি ফুলায়, কখন ভ্রূ তোলে, কখন কাঁপে, মুখের উপর চুল পড়েছে, হাত দিয়ে সরাচ্চে, চক্ষের তারা কখন স্থির, কখন ঘোরে, বড়ই বিরাগে নীচের অধর একটু চাপ্‌চে, মুক্তার হারের মতন দশন পাতি একটু একটু দেখা যাচ্ছে, রাত্রি দশটা বেজে গেছে, নিমাই এল, সেই ঢলঢলে চায়না-কোট, সেই এলোমেলো চুল, সেই হাতে কাগজের তাড়া, মুখ তেম্নি অন্যমনস্ক; অনিল বলিল, "প্রাণেশ্বর! তোমার আজ এক ঘণ্টা সাত মিনিট দেরি হয়েছে

নিমাই। হুঁ।

অনিল। নি—নি—নিম—প্রিয়তম! এই তোমার ভালবাসা?

নিমাই। আরে থাম, আর ভালবাসায় কাজ নেই, কবে জেলে যাই।

অনিলের বিষাদ-মাখা বদনে সরল হাসির উদয় হইল, তরুণ তপন দে'খে যেন অমল-ধবল-শতদল হেসে হেসে সব দল খুলে দিলে, শারদ-শশী যেন ষোলকলায় ফুটে উঠ্‌ল, লাল ঠোঁট দুখানি আরও লাল হ'ল, গাল দুটিতে গোলাপ ফুট্‌লো, চোখের কাল তারা দুটিতে কে যেন একটু হীরের জল ঢেলে দিলে, অনিল উঠে দাঁড়াল, বুকে ধীরে ধীরে ঢেউ ব'চ্ছে, উরুর কম্পনে নিতম্ব দুল্‌চে, হা হা! সেই সোনার মৃণাল দুটি দিয়ে নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে বল্লে, "প্রাণেশ্বর! এত দিনে আমি অকূলে কূল পেলুম। প্রিয়তম! হৃদয়বল্লভ! আজ আর লজ্জা নেই, প্রাণ খুলে তোমায় বলি, স্বামী! প্রাণেশ্বর! নিমু! তুমি জেলে যাবে, আহা! কবে সেই শুভদিন উদয় হবে, আমি এই দুঃখের জীবন বহন করেছি, কখন তোমার জন্যে কাঁদতে পারিনে, বীরত্ব দেখাতে পারিনে; প্রাণের নিমু! আজ তুমি জেলে যাবে বল্‌ছ, আমার সকল সাধ পূর্‌ল; স্বহস্তে রচেছি বেণী, কবি বলে কাল-ভুজঙ্গিনী, সেই বেণী আজ এলিয়ে দেব, কেশ-জালে ধূলা মাখাব, বঙ্কিম গ্রীবা হেলিয়ে দেব, কখন বা ধরাশায়িনী, কখন বা উন্নত-ফণিনী; বল প্রাণেশ! কবে তুমি জেলে যাবে, কবে আমি বিরহ-বিধুরা হয়ে অধীরা হব, নাথের প্রতীক্ষায় আকাশ-পানে চেয়ে রব; শীত যাবে, বসন্ত আস্‌বে, প্রাণ আমার অশান্ত হবে, বসন্ত যাবে, গ্রীষ্ম আস্‌বে, তাও গেল, বর্ষা এলো, বর্ষা না ফুরুতে ফুরুতে শরৎ, শরৎ যায়, হিম আসে, আবার শীত, ... ত আমার নাথ জেল থেকে এল না, আহা! এই ত জীবন, এই ত নারীর প্রাণের সাধ, এ চিন্তার কি মোহিনী মায়া! প্রাণনাথ, কথা ক'চ্ছ না যে?"

নিমাই। আর কথা কব কি, দুঃখের

কথা বল্‌তে এলুম, তুমি যাচ্ছে তাই সাধু ভাষা ঝাড়তে আরম্ভ কর্‌লে, আমি জেগে পচি, আর তুমি খুসী হও, তোমার সকল সাধ মেটে, না?

অনিল। নাথ! বিরহ না হ'লে কি প্রণয় হয়? তুমি ত অনেক পড়াশুনা করেছ, বল দেখি, একটানা প্রণয় কখন দেখেছ? প্রণয়ীদের মিলন হলেই ত গল্প ফুরিয়ে গেল; বল দেখি, যদি কুন্দ না আস্‌ত, নগেন্দ্রের তা'র প্রতি ভালবাসা না হ'ত, তবে সূর্য্যমুখীর পতি প্রেমে কার কি এসে যেত? নগেন্দ্রের সোনার সংসার না ছারখার ক'রে দিতে পাল্লে বঙ্কিম বাবুর কি উপায় হ'ত, আর পাঠক-পাঠিকারাই বা কি সুখ-ভোগ কর্‌ত? প্রতাপের প্রতি শৈলের আসক্তি না হ'লে সে ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণীর জন্য কার প্রাণ কাঁদ্‌ত? তুমি কি জান না, নাথ! একটানা প্রণয় প্রণয়ই নয়, বারো মাস মিলন প্রণয়ে বিষম কণ্টক, প্রণয়ে জোয়ার আস্‌বে, ভাঁটা পড়্‌বে, বাণ ডাক্‌বে, তরঙ্গ হবে; প্রণয়ে ঝঞ্ঝাবাত, উল্কাপাত, বজ্রাঘাত হবে; প্রেমিক-প্রেমিকার সর্ব্বনাশ হবে, তবে ত যথার্থ প্রণয়; আমি ভিখারিণীর ন্যায়, চাতকিনীর ন্যায়, কমলিনীর ন্যায়, কুমুদিনীর ন্যায়, এতদিন সেই প্রণয়ের প্রতীক্ষায় ছিলাম, এতদিনে তুমি আমার সেই আশালতায় পুষ্পবৃষ্টি কর্‌লে, এই বার ফলবতী হবে। প্রিয়তম! জেগে যাও! জেগে যাও! আমার হৃদয়ের প্রেম একবার দেখাই, ছি! ছি! ছি! এ জীবনে একদিন হিষ্টিরিয়া হ'ল না, আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে? অনিল আজ এলো-খোঁপা বেঁধেছিল, আবেগে তা খুলে গেল; সেই কুঞ্চিত কাকপক্ষ-বিনিন্দিত কেশের রাশি পিছনে কাঁপিয়ে পড়েছে, টুকটুকে ঠোঁট দুখানি কাঁপছে, ভাসা ভাসা চোখ দুটিতে জলের টোসা, গালের গোলাপ ফিকে থেকে মণ্টো ক্রেঙ্কে দাঁড়িয়েছে, সেই ভুজলতা দুটি কাঁধে বেড়া—নিমায়ের প্রাণ গলে গেল; কাগজ, দেনা, জেল, সব ভুলে গিয়ে নিমাই বল্লে, "প্রিয়তমে! অনিল! তুমি যা'র আছ, এ সংসারে তা'র সবই আছে, দেশের লোক আমার গুণ বুঝ্‌লে না, এত সংস্কারের কথা কইলুম, কাস্পীয়ন হ্রদের উপর রেল চালাবার প্রস্তাব কর্‌লুম, পুরুষত্ব-হানির ঔষধের বিজ্ঞাপন দিলুম, বেশ্যায় প্রতি পত্র লিখিবার পুস্তক লিখলুম, কত "বিনা মূল্যে' কত "উপহার" ছাপালেম, কিছুতেই কিছু হ'ল না, আর সংসার চিন্তা কর্‌ব না, আর বিষয়-চিন্তা কর্‌ব না, এস, আমরা দু'জনে মিলে প্রেম-সাগরে ভাসি, প্রেম মাখি, প্রেম খাই, প্রেম পান করি!" মেঘোন্মুক্ত তৃতীয়ার চাঁদের ন্যায় অনিলের অধর প্রান্তে আবার একটু হাসি দেখা দিল, বলিল "প্রাণেশ্বর! এ সংসারে প্রণয় ভিন্ন আর কিছুর দিকে দৃষ্টি কর না, এস, আমরা প্রেমের যোগী হই, তোমার ষ্টকিং, কোট, ধুতি, গেরুয়ায় ছোবাও, আমার পাছাপেড়ে শাড়ী গেরুয়ায় ছুবিয়ে দাও, দাও আমার গেরুয়ার কাঁচুলি, গেরুয়ার বডিস্‌, গেরুয়ার জ্যাকেট, গালে পাউডার বিভূতির কাজ কাজ কর্‌বে, মাথা ঘসে চুল এলিয়ে দিব, হাত ধরাধরি করে দুইজনে "তট-শালিনী যমুনাতীরে" বেড়াব' প্রেম সুধায় ক্ষুধা মিটাব, এস, আমরা প্রেমে যোগী হই; কিছু না হ'ক প্রাণনাথ! তা হ'লে কখন না কখন কোন কবি আমাদের প্রেম-গাথা গান কর্‌বে, বঙ্কিম বাবু নিজে না হউক, তাঁর কোন আত্মীয়-কুটুম্ব আমাদের নামে নভেল লিখতে সুরু করেন। এমন সময় রাস্তায়

ডাকিল, "বেল-ফুল," অনিল উল্লাসে করতালি দিয়া বলিল, "ডাক না ভাই, ডাক না", নিমাই বাইরে গেল, একগাছা ঘুঁয়ের গড়ে, দু-ছড়া বেলের মালা এনে অনিলের গলায় পরিয়ে দিলে, অনিল বড় মিষ্টি মুখে হেসে একছড়া বেলের মালা দিয়ে কেশের রাশি বেঁধে ফেল্লে, আর একছড়া মুচ্‌কে হেঁসে কাছে ঘেঁসে নিমাইয়ের গলায় পরিয়ে দিলে, বল্লে, "পর না তুমি।" নিমাই আদর ক'রে অনিলের পিঠে হাত দিয়ে মাথাটি নিয়ে আপন কাঁধে রেখে সেই চুলের রাশির উপর একটি চুম খেলে, পতির জেলে যাবার আশা, যোগী হবার আশা, কুসুমবাসে আপাততঃ প্রাণ-মাতোয়ারা, সেই পবিত্র চুম্বনে অনিল যেন বত্তে গেল, ভাব্‌লে, নিমাই-পতি যেন জগৎসিং! এগার ঘণ্টা মজুরী করে নিশাদেবী ছুটি নিলেন। প্রভাতে কা, কা, কাক ডাক্‌ছে, ফুড় ফুড় ফুড় চড়াই উড়ছে, বুড়ী খুড়ী উঠন ঝাঁট দিচ্ছে, রাস্তায় কলরব, অনিল-দম্পতি শয্যা হইতে উঠিলেন, অনিলের চুলগুলি এলোথেলো, ঘুম-ভাঙ্গা চোক দুটি ঢুলু ঢুলু, রং-করা শাড়ীখানি একরকম গায়ে জড়ান, গলায় চিক নাই, পায়ে মল নাই, নিমাইয়ের মুখের দিকে একটু চাইলে, একটু মুচকে হাস্‌লে, নিমাই "কোথা যাও, ব'লে হাতখানি ধ'র্‌ল্লে, অনিল ব'ল্লে, "ছি ছি ছি, আবার ও কি, বেলা হয়েছে।" অনিল নেবে গেল, নিমাই উঠে মুখ ধুলে, সদর থেকে কে ডাক্‌লে, "নিমাই বাবু, একবার বাইরে আসুন," নিমাই বাইরে গেল, আর এলো না; ছোট আদালতের বেলিফ্‌ বড় অমায়িক, সাদরে নিমাইকে "কুইন্স-হোটেলে"নিয়ে গেল। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা ক্রমে বেলা দুপুর হ'ল, নিমাই আর আসে না; অনিলকুমারী নেয়েছেন, মাথা ঘসেছেন, তার উপর চুল আঁচড়েছেন। যেন ভারত-সাগরে এক জ্বাঁকাল ঢেউ উথলে উঠেছে, মুখখানি যেন শিশিরে ধোয়া পদ্ম-ফুল, কানে দুটি নীল দুল, চোক দুটি হাসচে, ঠোঁট দুখানি থেকে থেকে কাঁপচে, শাড়ীর ভিতর থেকে যৌবন-ঢেউ উথলে উঠচে, কে জানে, কেন কোমরের গোট একটু একটু নড়চে, এমন সময় একজন পাড়ার লোক খবর দিল যে, পেয়াদা নিমাইকে জেলে নিয়ে গেছে। "হা নাথ!" বোলে অনিল অমনি ধরণীতলে প'ড়ে গেল, সেই চারু চিকুর কেশ ধুলায় ধূসর, অস্ফুটন্ত অপরাজিতার মত আঁখি দুটি নিমীলিত, অধর ও ওষ্ঠের মাঝে দুপাটী মুক্তার মালা অতি কঠিনরূপে সংযোজিত, জ্ঞান নাই, লজ্জা নাই, সরম নাই, বুকের কাপড় উড়ে গেল, হাত দুখানি এলিয়ে পড়ল, পা ছুঁড়চে, উরু কাঁপচে, ব্যাপার অতি গুরুতর, অনিলের হিষ্টিরিয়া হয়েছে; বুড়ী খুড়ী মুখে হাতে পায়ে জল দেয়, অনিল একবার উঠে বস্‌ল, বল্লে, "নাথ! কই নাথ, কোথায় আমার প্রাণের নিমচাঁদ!" আবার মূর্চ্ছা, খুড়ী অবাক্‌, কি করে—জান্‌তো দত্তের বাড়ীর গুরুমহাশয় ভূত ঝাড়াতে জানে, গুটি গুটি গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌লে, গুরুমহাশয় এসে নানা ক্রিয়া করলে, নানা মন্ত্র ঝাড়লে, জল-পড়া, সরষে-পড়া, হলুদ-পড়া, ভূত আর ছাড়ে না, অনিল অচেতন ধরাশায়িনী। গুরুমহাশয় বল্লে যে, "এ কালি ভূত, পুরণো মন্ত্রে ছাড়বে না, নূতন মন্ত্র ঝাড়ি, ঝাঁটা আন।" তাড়াতাড়ি না পেলে কলতলা-ঝাঁটান ঝাঁটাগাছটা খুড়ী বুড়ী এনে দিলে।

গু। "শনিবারে সেঁজের বেলা,
নন্দে-ভেজে বিন্তী-খেলা;

এলি শালা খেয়ে,
ছাড় ছাড় ছাড় বেটা যা ঝাঁ্যাটা খেয়ে।
নভেলের ছোবলে, ধরেছিস্ কবলে,
আট্‌কে রেখেচিস্ নাটকের ফাটকে,
যা যা, যা, বেটা জল্‌দি যা ছুট্‌কে ;
এলো-থেলো চুল পেয়ে ধর্‌লি শালা খেয়ে,
নেকা-ভেকা কল্লি আমার মেয়ে ;
দূর দূর দূর বেটা দূর দূর দূর ;
নইলে ঝাঁ্যাটার চোটে করি আমি চুর।"

অ। আঁ্যা—আঁ্যা—অ্যা'—

গুরু। বল্ বেটা তুই কে ? নইলে মার্‌লুম্ ঝাঁ্যাটা।

অ। আমি—আমি বল্‌ব না।

গুরু। বল্‌বি নি ?—নইলে লাগাই ঝাঁ্যাটা।

অ। আমি—আমি—

গুরু। বল্ ?

অ। আমি—আয়েসা।

গুরু। মিছে কথা, তুই মেয়েমানুষ নয়, বল্ তুই কে,নইলে ফের মার্‌ব ঝ্যাটা।

অ। আমি—রবীন্দ্র।

গুরু। ফের মিছে কথা ? সে এতদূর করে না, আমি জানি নে ?

অ। তবে—তবে—আমি—অক্ষয় সরকার।

গুরু। ফের হারামজাদা ব্যাটা ? গোরু চরানোর মাঠ থেকে এত হয় ? বল্ ব্যাটা তবে তুই কে ?

অ। আমি—গিরিশ ঘোষ।

গুরু। থিয়েটারের নাটক লেখে, তার আস্‌বার সাবকাশ কই ? হ'ল না, আসল মন্তর ঝাড়ি, রস্।

"ভুবার কালী কলমের ঘা,
ছেড়ে যা বেটীকে ছেড়ে চলে যা ;
ছাপাখানার ভূত আবাগের পুত,
বেটীর ঘাড়ে চ'ড়ে করেছে যুত,
যে তোর বই লেখে, নেব তারে দে'খে।
আমার বেটীকে করেছিস্ খেপা,
সেওড়া বনে দেব তারে চাপা ;
ছাড়বি তো ছাড়,
নইলে ভাঙব তোর ঘাড়,
দেব জুত-পড়া, হবি দেশ-ছাড়া।
ঝাঁটা খেয়ে যা ছেড়ে,
নইলে কর্‌বো তোরে বেঁড়ে।
টাকা সিকি দু আনার দিব্যি,
বল্ শালা বল্ কি তুই কর্‌বি,
ছাড়বি তো ছাড়,
নইলে ভাঙব তোর হাড়।
বল্‌বি তো বল্ বেটা ঠিক ক'রে হক,
নাটক নভেল লিখিস্ না উড়-সম্পদক।"

অ। ঐ—ঐ—ঐ—আর জ্বালাবি কাঁহাতক ;

গুরু। তবে শালা শীগ্‌গির চল্, কি নিয়ে যাবি বল্ ?

অ। বল্ কাকেও বল্‌বিনি ?

গুরু। না না, তা কি জানিস্ নি ?

অ। একটুখানি প্রেম দে না।

গুরু। ন্যাকাপানা রেখে দে না। সত্যি কি বল্‌তে চাস ?

অ। বল্‌বো,—বল্‌বো,—একখানি থিয়েটারের পাস্।

গুরু। তবে তাদের কাছে যা না।

অ। মানে পড়বে হানা।
তারা সব বড়ই ভূত, আমার চেয়ে মজবুত ;
তুমি ত থাক কাছে, নিয়ে এস না যেচে।

গুরু। তারা ত সব সম্পাদককে দেয়।

অ। ভূতের বেলায় অন্যায়, জ্যান্তের বেলায় রাখে মান, ভূতে দেখায় মর্ত্তমান।

গুরু। তুই আর একটা কিছু চা,
ও আমি দিতে পার্‌ব না বা।

অ। তবে তোর বাঁ-পায়ের ছেঁড়া জুতটা দে।

গুরু। নে নে নে, হারামজাদা জলদি জলদি নে।

তখন অনিলবালা হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া গুরুমহাশয়ের বাঁপায়ের চটীটি দাঁতে করিল, কতক অগ্রসর হইল, পরে মূর্চ্ছা গেল। গুরুমহাশয় বুঝিলেন, এইবার ভূত ছাড়িয়াছে, একটু সাদাসিদে জলের ছিটা দিতেই অনিলের চৈতন্য হইল। তখন অনিল দেখিল, "এ কি হইল," স্বামী জেলে গিয়াছে, এখন আমার উপায়! সম্মুখে দেখিল, একজন বৃদ্ধ পুরুষ, বলিল, "আপনি কে?"

গুরু। বাছা, আমায় আর চিনে কাজ নেই, আমার কাজ যা আমি করেছি তোমার ভূত যে ছাড়িয়েছি, এই আমার লাভ, আমি সেকেলে ভূত অনেক জব্দ করেছি, কিন্তু নূতন মন্ত্র তোমায় দিয়েই পরক হ'ল।

অ। এঁ্যা! সে কি, আমায় ভূতে পেয়েছিল?

গুরু। মনে পড়ে? তোমার বিয়ের পরেই তখনও তুমি ঘর কর্‌তে এসনি, তোমার পিসি তোমায় একটু হলুদ বেটে দিতে বল্লে, তুমি পার্‌ব না ব'লে চ'লে এলে! সেই সময় নভেল-ভূতটা সম্পাদক-ভূতকে তোমায় দেখিয়ে দিয়ে গেল।

অ। এখন ত আমি ভাল হয়েছি।

গুরু। কি রকম বুঝছ?

অ। তিন বৎসর ত এমন বুঝি নি, এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার স্বামী কোথায় গেছে, তাঁকে কি ক'রে বাড়ী আন্‌ব, আমি রাঁধব, বাড়ব, মোটা ভাত খাব, মোটা কাপড় পর্‌ব, তিনি রোজগার কর্‌বেন, আমি সংসারের কাজ কর্‌ব, আমাদের ছেলেপুলে হবে, সোনার সংসার হ'য়ে চল্‌বে।

এমন সময় "গড় গড়" দরজায় গাড়ী দাঁড়াল; কোটে, হ্যাটে, পেণ্টলনে, অমরবাবু গাড়ী থেকে নাম্‌লেন, বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লেন, বল্লেন, "(come) কম্ অনিল! আমার সঙ্গে এস।" অনিল বল্লে, "বাবা, তুমি সব শুনেছ, আমার কি দুর্গতি হয়েছে জান, আমি আপনার দোষেই ঘর মজিয়েছি, কখন সংসার দেখিনি, স্বামীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিনি, আপনি বাবুগিরি করেছি; সংসারে যথার্থ যে কাজ, তা বুঝিনি, ভূতে পেয়েছিল, ভূতে যা করিয়েছিল, তাই করেছি এই রোজা আমায় ভাল কর্‌লে।" অমরবাবুর এখন শুভ্র-কেশ, শ্মশ্রুবেশে সাহেব, কিন্তু প্রাণে একটু একটু হিঁদুয়ানীর আভাষ দেয়। রোজাকে দশ টাকা পুরস্কার দিলেন, অনিলকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস, জামাই বাবুর যা হয়, আমি একটা কর্‌ছি।"

অনিল অমর বাবুর সঙ্গে গাড়ী চ'ড়ে বাপের বাড়ী চলে গেল। অমর বাবু টাকা দিয়ে নিমাইকে খালাস ক'রে আন্‌লেন, পোষ্ট আফিসে বলে ক'য়ে একটি চাকরী ক'রে দিলেন, তার পর দুজনে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না কর্‌তে লাগলেন। মিলনের সুখের কথায় আর গল্প নেই, তবে আমি আর কি বল্‌ব, আর তুমিই বা কি শুন্‌বে ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ বুড়ী খুড়ী—অমর বাবুর খরচে তার কাশীবাস হ'ল।

* * * *

তোমার ভালবাসার মাথা খাও ভাই, এই গল্পটি কাকেও শুনিও না, গরিবের চারিটি পয়সা মাটী হবে; যে শুন্‌তে চায়, আমার দক্ষিণা দিয়ে শুন্‌বে, সেকেও হ্যাণ্ডে শুন্‌লে, তার উপরি উপরি পাঁচ মেরে হবে।

সম্পূর্ণ।

বাহবা বাতিক

(প্রহসন)

পাত্র ও পাত্রিগণ।

পুরুষগণ।

নটবর, সীতাহরণ, বেচারাম, ভাবেন্দ্র, গোপাল, রমানাথ, মহেশ, প্রাণবন্ধু, মুক্তামাধব, যদু ও খগপতি।

স্ত্রীগণ।

ফেনিলা ও উর্ম্মিলা।

প্রস্তাবনা।

পুরুষগণ— গীত।

সই লো ঐ পালিয়ে গেল গোরা।
কাল সকালে রাজা হবে মোদের মনচোরা॥
ছেড়ে কাত্তর কান্না ভাতের পাথর
আর ছাপর খাট,
কার্য্যসূত্রে আর্য্যপুত্র কর্‌বে রাজ্য পাট,
সেথা সাত পাগলের হাট,
ভানুমতীর ভেল্কি কিংবা নটনটের নাট,
তার কাঠ খড় কে কর্‌বে জোগাড়
বল লো এসে তোরা॥
প্রাণকান্ত ভ্যাবাকান্ত শান্ত অতিশয়,
কেউ উকীল সেজে কোকিল কুহু
কেউ নকল-নবীশ,
কেউ বা ধর্ম্ম যেচে আছেন
বেঁচে নারীর পদাশ্রয়
কারুর কাগজ লিখে মগজখালি
গালাগালির জয়,
কারুর ঝাঁজে ঝাঁজে গলাবাজি
সব জানি ত মোরা,
মাগ যদি না দোছট থাকে পথে
হোঁছট খাবে ওরা॥

প্রথম অ

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দমদমা রাস্তার ধারে বাঁশবন।

(নটবর)

নটবর। আস্‌ছে, এই বাঁশবাগানেই শলা-পরামর্শ কত্তে আস্‌ছে। একবারে পাগল হয় তো হাতকড়ি-টড়ি দিয়ে এ্যাসাইলামে পাঠিয়ে তার একটা উপায় করা হয়। এ আধা-পাগল, আধা ভিরকুটি। এখন আবার আর একটা দল বেড়েছে, ও দলাদলি কি, ধর্ম্মে গেলে এক একজন নিজেই এক এক দল; 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ', তায় স্ত্রীও আছেন, আর কর্ত্তারাও একেবারে সাক্ষাৎ রাজকুল। দণ্ড-ধ'রে সিংহাসনে বস্‌বার জন্যে মালকোঁচা মেরে তৈয়ের হয়ে আছেন। বেশ বেশ, আমারও তো কোন কাজকর্ম্ম নেই, আর পেট্‌টা একটু বেড়েছে, ডাক্তারে বলেছে এক্‌সারসাইজ কর্ত্তে, তা এই চ্যাংড়াদের সঙদের নিয়ে একটু এক্‌সারসাইজ্‌ করা যাক্‌ আর কি! এই বড় দিনের ছুটীটায় একটু ফিঙের নাচন নাচিয়ে নেওয়া যাক্‌। হাঁ ঠিক্‌—তাই—ভাল—কিন্তু এ রকম খুচরো আটপৌরে পোষাকে হবে না, একটু গম্ভীর কিম্ভুৎ-কিমাকার ভাব ধারণ করে দৈব ক্ষমতা জাহির করা উচিত;—হুঁ হুঁ হুঁ—হয়েছে—Grand Geographical discovery অক্কা ফক্কা দ্বীপ—বঙ্গোপসাগর—(নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে এলো ব'লে—যাই যাই।

নটবরের বেগে প্রস্থান।

(সীতাহরণ, বেচারাম, ভবেন্দ্র, গোপাল, ও ফেনিলার প্রবেশ)

সীতারাম। দিয়ে দেখুক, পারি কি হারি, দিয়ে দেখুক না।

বেচারাম। তবে কেন বলেন যে, আপনি সংসার-খরচের হিসেবপত্র রাখতে পারেন না, বলেন, যে যা পারে চুরি করে, বাসন কোসন কাপড় চোপড় আজ কিন্‌লে কাল থাকে না।

সীতাহরণ। সে কি জানেন বেচারাম বাবু, ও সব Petty Catheration ছুট্‌লো কাজ আমার ভাল লাগে না। আমার মতন এত বড় একটা মস্ত মাথা ক্র্যাম্‌ড্‌ উইথ গ্রামার এ্যাণ্ড রেটরিক ফিলজফি এ্যাণ্ড লজিক, যে মাথার ভেতর সলি, বেন, হ্যামিল্‌টন্‌, হাক্‌সলে বাসা বেঁধে আছেন, সেই মাথা কি আমি তুচ্ছ আলু-পটল গাড়ু-গামছার খবরদারি কর্ত্তে ১২॥০ সাড়ে তিন পাইয়ের হিসেব রাখতে খরচ কর্ব্বো?

ভাবেন্দ্র। সাটেনলি সীতাহরণ বাবু, You are perfectly correct সম্পূর্ণতারূপে ভ্রমহীন। Lord কিচনার বুয়ার-যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছেন, রুসিয়া কান্দাহারে অগ্রসর হ'লে তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তা ব'লে কি তিনি ডাকাতি ক'র্ত্তে পারেন? বড় বড় Statesman Deplomacy দ্বারা পৃথিবীর চক্ষে ধুলো দিতে পারেন, কিন্তু তা ব'লে কি তাঁরা, বড়বাজারে ছুরি-কাঁচি বিক্রি ক'রে পেটি জুচ্চুরি কর্ত্তে পারেন?

সীতাহরণ। তেমনি গৃহকার্য্য চালাতে পারি আর না পারি, একটা রাজ্য যদি হাতে পাই, তা হ'লে চক্ষু বুজে মোটার-[illegible] পারি।

ফেনিলা। তা গাড়ী ফুটপাথেই উঠুক, আর দু-দশটা বুড়োবুড়ি চাপাই পড়ুক।

গোপাল। ফেনি! সিরিয়স্ কথা হচ্ছে।

ফেনিলা। তা আমিই বা কোন্ হাল্কা কথা কচ্ছি! মোটার গাড়ী চাপা পড়া কি একটা সিরিয়স্ ব্যাপার নয়?

বেচারাম। তা বটে, বাঙ্গালী কি না কচ্ছে! যে কাজে যাচ্ছে, তাতেই Success, প্রোফেসারি বল, ডাক্তারী বল, এডিটরী, সেক্রেটারী, অরেটারী—ইঞ্জিনীয়ার, সিভিল সার্ভিস এই তোমার গে—

রমানাথ। ক্রিমিন্যাল সার্ভিস—তা যা বল্লেন, আমরা বাঙ্গালী এক রকম বেগুণ বল্লেই হয়, যাতে দাও তাতেই আছি, ঝালে-ঝোলে চচ্চড়ি-অম্বলে—অম্বলে—

ফেনিলা। বাতে, পক্ষাঘাতে, ম্যালেরিয়ায়—

গোপাল। ফেনি—

বেচারাম। তা ছাড়া আমার নিজের প্রফেসন 'ল'তে, বাঙ্গালীরা কোন্ ব্রাঞ্চে না সাইন কচ্ছে! Judge, Magistrate, Collector, Civil Law, Criminal Law, Professor of Law, Barrister-at-Law, Attorney-at-Law—

ফেনিলা। Son-in-Law, Brother-in-Law, Sis—

গোপাল। (তীব্রভাবে) ফেনি—ফেনি—

ফেনিলা। Silence in the gallery! চুপ করেছি প্রাণনাথ। প্রাণবল্লভ! একটা কথা নিবেদন কত্তে পারি?

ভাবেন্দ্র। নিশ্চয়রূপে, পুরুষের ন্যায় আপনাদের সকল বিষয়েই কথা বলবার অধিকার আছে।

রমানাথ। আছেই ত, মেয়েমানুষের মুখ বন্ধ করে কার সাধ্য। বিধাতা আপনাদিগকে বক্তা আমাদিগকে শ্রোতা করেই নির্ম্মাণ করেছেন।

ফেনিলা। বলছি, কথাটায় আমাদের একটু যৎসামান্য আবশ্যক আছে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। জিজ্ঞাসি, আপনারা যদি রাজা হন তা হ'লে এই গেরস্ত অবস্থার স্ত্রীরাই সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনে উঠবে না Competitive Examination করে কিম্বা ভোটের বন্দোবস্তে নতুন নতুন রাণী বাছাই করে নেবেন?

সীতাহরণ। না আমার মতে এখনকার গৃহিণীদেরই রাণীর কার্য্যে trialএ নিযুক্ত করা হবে, তবে ছ' মাসের জন্য প্রত্যহ ছু' ঘণ্টা করে তাঁদের কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে গিয়ে training নিতে হবে।

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মি। (রুক্ষভাবে) ড্যাটা, ড্যাটা—

ভাবেন্দ্র। Sir—না না Darling!

উর্ম্মি। তুমি আমায় কার কাছে ফেলে চলে এলে?

ভাবেন্দ্র। তুমি চাঁদমারি দেখতে দাঁড়ালে, আমি দেখলুম যে রকম এদিক ওদিক গুলি ছুটকে যাচ্ছে—

উর্ম্মিলা। পাছে তোমার গায়ে লাগে তাই ভয়ে পালিয়ে এলে? তা সবাই এই বাঁশবনে ঢুকেছ কেন?

বেচারাম। গূঢ় অভিপ্রায়ে—গোপন পরামর্শ—নিভৃত নিকুঞ্জ—

ফেনি। (সোদ্বেগে বনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ দুটো গোরা টলতে টলতে রাস্তায় মাতাল হয়ে যাচ্ছে, ও মা— এদিকে আসবে নাকি!

গোপাল। ভয় নেই ভয় নেই, ওরা ঐ পাশ দিয়েই চলে গেল। আমি

দাঁড়িয়ে, সাধ্য কি যে ওরা এদিকে আসে!

ফেনি। প্রাণ-বিহঙ্গ। আর বীরত্বে কাজ নেই, নীড়ে চল সন্ধ্যা হয়।

গোপাল। কি, তুমি আমাকে বীরত্বে কাজ নেই বল? বীরত্বে যদি কারও কাজ থাকে ত সে আমার। আমি কে, তা জান?

রমানাথ। যেতে দিন, যেতে দিন, দমদমায় দাম্পত্য-কলহ নিষেধ। Conjugal Quarrel strictly prohibited in Dam-Dam.

ফেনিলা। কে তুমি আত্মাবল্লভ!

গোপাল। আমি কে? হাঃ! হাঃ!—আমি কে? রঘুপালের নাম শুনেছ?

উর্ম্মি। কোন্ রঘুপাল—কোন্ রঘুপাল? গোপাল বাবু! সে কি আপনি? দামোদর নদীর গভীর গহ্বর খুঁড়ে যাঁর দন্তাশাসন সম্প্রতি নোয়া এব্রাহাম শাস্ত্রী—সাহেব আবিষ্কার করেছেন, সে রঘুপালের সঙ্গে আপনার ধনগোপাপাল নামের কি কোন সম্বন্ধ আছে?

গোপাল। আছে, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। যে রঘুপালের কেল্লার এখন চিহ্নমাত্র নাই, যাঁর রাজপ্রাসাদ কোথায় ছিল, এখন কেউ বলতে পারে না, যে রঘুপাল নিজ ভুজবলে কোন কোন রাজ্য জয় করেছিলেন, তার সাক্ষ্য ইতিহাসে পর্য্যন্ত নাই, যিনি পরম হিন্দু ছিলেন ব'লে কোন নির্দ্দিষ্ট খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই, যে রঘুপালের রাজপতাকায় দাম্পত্য-প্রেমের পবিত্র চিহ্ন ঘুঘু পক্ষী অঙ্কিত থাকতো, আমি সেই জগদ্বিখ্যাত রঘুপালের অকিঞ্চিৎকর বংশধর।

উর্ম্মি। জিনিয়লজি, জনিয়লজি, প্রমাণ প্রমাণ?

সকলে। বংশপত্র, বংশপত্র?

রমা। ইয়েস্ জিনিকালজী, জিনিকালজী?

উর্ম্মি। নইলে আমরা কিছুতেই এ প্রত্ন কথা বিশ্বাস করতে পারিনি।

গোপাল। বেশ বেশ, তাই বলছি—রঘুপাল, শিশুপাল, দেপাল, নেপাল, ভুটান, সিকিম—

সকলে। ও কি—

গোপাল। ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে, নেপাল--নেপাল—দূর ছাই মনে আস্‌ছে না।

রমানাথ। নেপাল—কাটামুণ্ড—

উর্ম্মি। হয় ত হরিপাল।

গোপাল। ঠিক ঠিক, হরিপাল, দেপাল নেপাল, হরিপাল—হরিপাল—হরিপাল—

রমানাথ। তেরপাল—

সকলে। মোমঢাল—মোমঢাল—

ফেনি। পোড়াকপাল—ছারকপাল, ব'লে যাও না, পালের ভাবনা কি?

গোপাল। আহা থাম না গা। যদুপাল, রাধুপাল—না—না—না--

রমা। পি, সি, পাল হয় না? দেখ দেখি জোঁকা দিয়ে। না না, পুরোন চাই—পুরোন—হাঁ হাঁ, চাঁদপাল।

উর্ম্মি। ঠিক ঠিক, প্রমাণং তস্য ঘাটং, চাঁদপাল ঘাট।

সকলে। চাঁদপালের ঘাট ঠিক হয়েছে

গোপাল। এই—এই—চাঁদপাল—তস্য পুত্র গোবিন্দপাল—তস্য প্র-পরা-অপ-সং পৌত্র অহং ধনগোপাল—চুম্বকে ডাক গোপাল। আমিই বঙ্গের রাজবংশের বকেয়া বাকি।

সকলে। জয় গোপালের জয়, ধন-গোপালের জয়!

গোপাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

গোপাল। জগদ্বিখ্যাতা সকল সংবাদ-পত্রে সুখ্যাতিপ্রাপ্তা, বন্দে মাতরং বঙ্গমাতার কপালপ্রদীপ পালবংশের বহুবিধ জলা-জাল শুষ্ক হওয়ার পর আমি মাত্র শেষ মাল বর্ত্তমান কালে বিদ্যমান!

ফেনি। হা হতোস্মি! তুমি রাজ-পুত্তুর? হে রাজবংশ-অবতংস অস্থি-মাংস-দগ্ধকারী কাংস্যবণিক! না জেনে না শুনে না চিনে তোমার হৃদয়সরসিবাসী ফেনিলা কলহংসী না জানি কতই উপহংস—দূর ছাই উপহাস করেছে। মহারাজ! এক্ষণে কোটালকে ডেকে হুকুম দিন, অভাগিনী, অপরাধিনী, চিরবিরহিণী বিনোদিনীকে দক্ষিণ-মশানে নিয়ে গিয়ে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুতে ফেলুক।

গোপাল। ছি প্রেয়সী, তুমি মহিষী হবার উপযুক্তা নও।

ফেনিলা। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, যদি একান্তই দাসীর প্রতি উদাসী হয়ে থাকেন, তবে এই চখের বিষকে ডিশ্-মিশ্ করুন। শুনেছি শোণপুরের মেলা থেকে সম্প্রতি চিৎপুরে পালে পালে মহিষী আমদানী হয়েছে, হে পাল-বংশধর! তাদের মধ্যে গোটাকতক বাছাই করে আনিয়ে আপনার বামে বসান! কেউ ছত্র ধরবে, কেউ পত্র চিবোবে, কেউ চামর করবে, কেউ জাবর কাট্‌বে, সেই পঙ্কবাসিনীরা আপনার অঙ্কশোভিনী হলে মহারাজ গোপাল বাহাদুরকে আর গয়লার দেনার দায়ে ক্ষুদ্র-বিচারালয়ে হাজির হ'তে হবে না; তাঁরা যেমন রসবতী, তেমনি দুগ্ধবতী।

রমানাথ। বলি আপনারা স্ত্রী-পুরুষে ত কালী হালদারের যাত্রা যুড়ে দিলেন, এখন আসল কাজের কি হলো?

গোপাল। কাজ! কাজ আবার কি? কাজ তো ইতর ছোটলোকে করে, সামান্য মজুরে করে। কাজ কত্তে হয়, স্কুল-মাষ্টারেরা করুক, কেরাণীরা করুক, সরকারেরা করুক; দোকানী, মহাজন, ছুতোর, কামার, মিস্ত্রী এরা সব কাজ করুক! আমরা রাজা হব, আমরা আবার কাজ করবো কি?

ঊর্ম্মিলা। না না, একটু কাজ কত্তে হবে, একটু কাজ কত্তে হবে।

গোপাল। তা হবে বৈ কি; আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই হবে; আজ্ঞে করুন কি করবো।

ঊর্ম্মি। সকলে গম্ভীর হয়ে বসুন, গোঁফ-গুলো মুচ্‌ড়ে নিন, আর আমিও—আমিও—

ফেনি। তুমিও কাণ দু'টো মুচ্‌ড়ে নাও।

ঊর্ম্মি। ছি ফেনি, স্বামী কি বেহালা! আসুন, সকলে সিরিয়স্ হয়ে গোটাকতক রেজোলিউসন পাস্ করে ফেলা যাক। কাজ চাই, কাজ চাই, কাজ চাই।

ফেনি। ভ্যালা মেরি বহিন্! এই তো চাই, এই তো চাই, রেজোলিউসন পাস্! আমি একটু একটু গুঁড়ি মেরে দেখছি বটে, কিন্তু ঊর্ম্মিলাদিদি, তুমি একবারে মগ্‌ডালে!

ভাবে। রেজোলিউসন পাস্ তো কত্তেই হবে, কিন্তু লোকগুলো ত্যক্ত করে তুলেছে, বলে খালি রেজোলিউসন্ রেজোলিউসন,—কাজ তো কেউ করছে না।

ঊর্ম্মি। বেশ তো, কাজ করতে বল। ডাক পাড়, হাঁক পাড়, গলা ছেড়ে প্যাঁচ ঝাড়, বধিরকারী তারস্বরে সমবেত সভ্যগণকে সমস্ত দেশকে কাজ কত্তে বল; সমস্ত দেশের

লোকে কাজ করুক, আর আমরা বলতে থাকি—কাজ কর, কাজ কর,—কথা নয় কাজ। তাদের সঙ্গে যদি আমরা কাজ কত্তে যাই, তা হ'লে কাজ কত্তে বলবে কে? বলবারও তো লোক চাই। আমরা হচ্ছি চালক-চালিকা, জনসাধারণ হোক পালক-পালিকা।

সকলে। চালক চালিকা! পালক-পালিকা!

ফেনি। ওলো থাম, মারা যায় গরীব বালিকা।

সকলে। হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!

রমা। মা না—ন্যাসন্যাল চিয়ার দাও, ন্যাসন্যাল চিয়ার।

নেপ। (বানরগণ হুক্কু হুক্কু)

রমা। ঐ শোন, ডারউইনের আদি পুরুষগণ সুর ধরিয়ে দিচ্ছে, ধর হুক্কু হুক্কু।

সকলে। হুক্কু হুক্কু।

(নটবরের প্রবেশ)

নটবর। মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! আমি এসেছি—এসেছি!

ফেনি। বড় বা-আধিত হলেম!

নটবর। বলি, এসেছি।

ঊর্মি। এসেছেন এসেছেন, তা হয়েছে কি?

নট। থাকবার যো কি, আসতে হলো, ম্যাগ্‌নেটিক্‌ মাধ্যাকর্ষণ—এসোটরিক টান—বলি আমি কে চিনেছ কি? বুঝেছেন? জেনেছেন?

ফেনি। হুঁ ক্রমে বুঝছি বটে, বোধ হয় মন্দবংশের কোন অবতংস হবেন; অথবা মাদ্রিগ্যার লাইন থেকে নেবে নেবে ... রামজীবন সা গোছ।

নটবর। কেন, আমি চিঠি পাঠিয়েছিলুম, মহাত্মাদের কেউ এসে তোমাদের ডিলিভারি করে জান নি? ইস্‌! দেখছি এসোটেরিক পোষ্ট্যাল ডিপার্টমেণ্ট ক্রমে ইরেগুলার হ'য়ে উঠছে। আমি পূর্ব্বজন্মে জ্যাঞ্জিবারের জার ছিলুম।

ফেনি। (গোপালের প্রতি) মাই-ডিয়ার, তোমার চেয়ে বড় রাজবংশ বা'র করেছে।

নট। তার পূর্ব্বজন্মে যমুনায় কচ্ছপ. তার পূর্ব্বজন্মে সাউথ আমেরিকায় বোয়া কনষ্ট্রীক্‌টার, তার পূর্ব্বজন্মে বার্নমের সার্কসে বাইসন্‌।

ফেনি। সর্ব্বনাশ!

নট। তার পূর্ব্বে কামিথ্যের বনে মহর্ষি ষট্‌পদ, তার পূর্ব্বে চীনের রাজমহিষী চুঁ চুঁ ফুঁ সুন্দরী।

ফেনি। আর হাল জন্মে দেখছি বাঁটুল অবতার হয়ে এসেছেন! 'সম্ভবামি যুগে যুগে' আর কি! ডিয়ার গোপাল, এ্যাবডিকেট কর, এ্যাবডিকেট কর, রাজ্য ত্যাগ কর, তুমি এক জন্মে ঠেলে ঠুলে বাঙ্গালার রঘুপাল অবধি টেনে বা'র করেছ, কিন্তু ইনি জন্ম-জন্মান্তরের বংশপত্র গুছিয়ে এনেছেন।

নট। আমরা সব জানতে পারি, জন্ম-জন্মান্তরের কথা এসোটেরিক টানে আমাদের মনের ভেতর ঢুকতে থাকে। এই সুন্দরী (ফেনিকার প্রতি দেখাইয়া) পূর্ব্বজন্মে মিউনিসিপ্যাল চাপরাসী ছিলেন।

ফেনি। ও মা!

নটবর। তার পূর্ব্বে গঙ্গায় এ্যাওাওয়ালা তপ্সে মাছ।

ফেনি। তবে ঊর্ম্মিলা দিদি নিশ্চয়ই সে জন্মে চেম্বার-অফ-কমার্সের চেয়ারম্যান ছিলেন, আর আমার ক্রস দিয়ে

কড়া কড়া করে ভেজে ভোজন কত্তেন; কেমন না?

নটবর। আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করতে এসেছি। নিজের কোন বাসনা নেই, আমি—নিষ্কাম, —নিশ্চল—নিস্পন্দ-নিষ্কল—

ফেনি। ন্যাস্‌পাতি।

নট। এখন তোমরা বর গ্রহণ কর।

সীতা। আমরা! আমরা বর নেব কি? আমরা সকলেই বড় বড় বর, কেউ কবিবর, কেউ বীরবর, কেউ বাগ্মিবর, কেউ দ্বিজবর, কেউ মুনিবর, কেউ কেউ

ফেনি। থরবর গজবর, পেগম্বর।

রমা। আর সকলেই সুধীবর।

ফেনি। তার মধ্যে দু-একজন খালি ধীবর, আর আমার একজন আছেন, তিনি নটবর।

উর্ম্মি। অশ্লীল, অশ্লীল!

নটবর। ঐটি হলো না, এখন আমার নামই নটবর।

উর্ম্মি। পুলিস—পুলিস—এই লোকটার নাম নটবর—অশ্লীল নাম—কগ্‌নিজেব্‌ল্‌ কেস।

নটবর। নটবর নাম কেন জানেন? আমি এই সংসার কি না পৃথিবীরূপ—

রমা। পৃথিবী! কোন্ পৃথিবী? যাহা কমলালেবুর ন্যায় গোল?

ফেনি। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা?

রমা। হাঁ, ভূগোল-সূত্রে আছে সুস্পষ্ট ছাপা।

নট। সেই পৃথিবীরূপ নাট্যশালায় আমি অভিনয় করি।

উর্ম্মি। আপনি তা হ'লে নারী হত্যা, স্বাধীনভর্ত্তা, পুরুষকর্ত্তা—

ফেনি। সখি! ঘোর উন্মত্তা।

উর্ম্মি। অপেক্ষাও বিভীষণ পাপকার্য্য করে থাকেন। নাট্যশালা—শালা তো ইতর কথাই, নাট্য আবার ততোধিক!

সকলে। সুতরাং নাট্যশালায় শতাধিক!

নট। উপায় নেই, নামটা বাপ-মা রেখে ফেলেছিলেন। যদি একান্ত অশ্লীল হয়ে থাকে, দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে দেব। এক্ষণে তোমরা সকলে এক একটি বর নাও।

ফেনি। (গোপালকে দেখাইয়া) আমার স্বয়ম্বরের রঘুবর কলেবর না ত্যাগ করলে আমি আর কেমন ক'রে অন্য বর গ্রহণ করি? তবে উর্ম্মিলা দিদির বিদ্যা-বুদ্ধি, বীরত্ব, তপস্যার সব জোর বেশী, সুতরাং উনি অনায়াসে বরের উপর বর নিতে পারেন।

উর্ম্মিলা। ফেনিলা, তুমি বড় অশ্লীলা! তোমার পক্ষে আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রান্না বান্না করাই ভাল।

ফেনি। আঃ! আমিও তো তা হ'লে নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু আমার প্রাণের গোপাল যে ছুটে ছুটে গোঠে আসেন, কাজেই—
"যুবতীজীবন পতি তাঁর হাত ধরি দেশান্তরে যেতে পারি, বন্ধু-দরশন নিতান্ত সহজ কথা।"

নটবর। তোমরা বিদ্রূপ আরম্ভ করলে, তবে আমি অন্তর্ধান হ'তে পারি?

ফেনি। অন্তর্জ্জলি? বাপ্ রে! ব্রাহ্মণের ছেলে! আমি থাকতে এমন কার্য্য হ'তে পারে না, যা থাকে কপালে দিয়ে ফেলুন আপনি আর এক বর। (গোপালকে) কি বল প্রিয়দর্শন? ফেনিলার হৃদয় সরোবরে তুমি তো একমাত্র ইন্দীবর আছই—

নটবর। সে বর নয়, তোমাদের মনের কামনা কি এক একে বল, আমি সব পূরণ করবো।

ফেনি। (উর্ম্মিলার প্রতি) সখি, কামনা বলছে, টুথার্ড অশ্লীল।

নট। সুন্দরি! তুমি থাকতে এঁদের চিকিৎসা করান হয়নি!

গোপা। চিকিৎসা! কিসের চিকিৎসা?

ফেনি। না না, ও একটা এসোটরিক কথা, নটবর বাবু বুঝেছেন আর আমি বুঝেছি।

রমানাথ। আমাদের কামনা কি তা জানেন? এই এই বাসনা, কি না ইচ্ছা, কি না যাক আশা বলে।

ফেনি। তা ওঁরা আপনা-আপনি এখনো ঠিক করে উঠতে পারেন নি; আর করতে পারলেও কেউ কারুর কাছে খুলে বলবেন না। এঁরা অদ্বৈতবাদী; নিজেকে ছাড়া আর দ্বিতীয় লোককে বিশ্বাস করেন না।

নটবর। ওঃ! বুঝেছি—বুঝেছি—আমি যোগে যাগে ধ্যানে তোমাদের মনের কথা জানি।

গীত।

ধর ধর ধর বর খুলেছি নয়ন হের
তুলেছি অভয় কর।
পরস্পরে অবিশ্বাস ভয়ে ফেল না নিশ্বাস
যদুদাসে মধুআস ভাবেন গোপন চর॥
কে চাও তেতলা বাড়ী,
দুয়ারে দাঁড়াবে গাড়ী,
কে বল না চিনে নাড়ী
বাড়াবে বড়ীর দর॥
কে বল গলার জোরে যাবে হে ভারতে তরে,
কলমে জুলুম করে কেবা হবে এডিটার॥
লাটের কৌন্সিলে কেবা,
সাহেবে করিবে সেবা,
মুন্সিপালে লম্বা চালে কে বল করিবে ভর॥
বল বল বল দাদা, নগদ উঠিলে চাঁদা,
লুটিতে চাঁদির গাদা কেবা চাহ অবসর॥
নামেতে বসালে ভাগ, কার বল হয় রাগ,
কে চাহ মিত্রের মৃত্যু
নিজে হ'তে রাজ্যেশ্বর।
সমাজ মজাতে বল ইচ্ছা কার নিরন্তর;—
সবারে দিব হে বর জেন আমি নটবর॥

রমা। মিছে কথা। আমরা চাই একতা, সমস্ত ভারতের মঙ্গল।

উর্ম্মি। না, আগে অবলা সরলা বঙ্গবালার প্রবল প্রতাপ!

সীতা। না, বাঙ্গালীর চাকরিতে একচেটে অধিকার।

ফেনি। তথাস্তু, তথাস্তু।

ভাবে। না, আমরা ভলেন্টিয়ার হব।

সকলে। হাঁ হাঁ, ভলেন্টিয়ার ভলেন্টিয়ার।

নট। তা হ'লে যুদ্ধে যেতে হবে।

গোপাল। মাইনের চাকর মজুত থাকতে কখনই নয়—কখনই নয়! অ কম্লা সখের দল—সখের দল।

ভাবে। ইয়েস্ সখের দল, সমস্ত রাত্রি খোসামোদের পর সকালে আসরে নাবলেও নাবতে পারি।

ফেনি। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার পর বেড়াতে গেলেও যেতে পারেন।

নটবর। বলি আসল কথাটা কি? আসল কথা?

সকলে। বুঝে নাও—বুঝে নাও, খড়ি পাত, গুণে দেখ।

নট। বলি চাষবাস শিক্ষা চাও?

সকলে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গ্যারাণ্টি থাকলে।

নটবর। ব্যবসা-বাণিজ্য কত্তে চাও?

সকলে। মাইনে কত? মাইনে কত?

নট। আচ্ছা, শিল্প শিখবে?

সকলে। চাঁদা উঠলে—চাঁদা উঠলে—

নটবর। বলি, কৌন্সিলের মেম্বার হবে?

সকলে। সব্বাই সব্বাই—

নট। আচ্ছা মনের কথাটা বলই না ভেঙে, বলি, রাজ্যশাসন করবে—রাজা হবে?

সকলে। (সুরে) ও তোম্ তেরেনা, তেরেনা, সারেগা, সারেগা, পাধা গামা পানি।

নট। বুঝেছি, তা কি করে হবে?

সকলে। এ্যাজিটেসন, এ্যাজিটেসন, এ্যাজিটেসন!

ফেনি। আর তাতে যদি হেজিটেসন, তবে এ্যাপ্লিকেসন, পিটিসন, এগ্জিবিসন।

নট। দেবী ফেনিলা! দেখছি ভবলীলা তুমিই বোঝ! এস তোমাদের দরখাস্ত দেবীর মন্দিরে উপনীত করি, তাঁর বরে তোমরা অক্কা ফক্কা দ্বীপের রাজা হবে।

সকলে। জয় দরখাস্ত দেবীর জয়, জয় নটবরের জয়, জয় অক্কা-ফক্কা দ্বীপের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গীত।

হঠো হঠো কালা বাঙ্গালী ডার্টি নিগার।
মেক্ ওয়ে, মেক্ ওয়ে, ইউ ফিল্দি ফিগার
খা'কে ডিশ ভর্ শুট্কি ফিস্,
হাম্‌রা সব চল্‌তা আপিস্,
দেখো মুমে জল্‌তা আগ্, বর্ম্মা সিগার॥
হোয়াট্ বিজ্‌নেস্ হ্যাব্ ইউ ব্ল্যাক্,
শ্লো শ্লভেন্ শ্লাইমি শ্ল্যাক্,
ব্লক্ আওয়ার পাথ বুরা বাত,
ভাত মাংতা ব্ল্যাক বেগার॥

কালা বাঙালী নেহি ভালা,
নোক্‌রি মাংটা শূয়োর শালা,
গ্রাণ্ড আদ্‌মী হামার ড্যাড
ব্যাণ্ডওয়ালা গ্রেভ্ ডিগার।
ছোড় টেবিল্ ইউ ডেভিল
রষ্টি বিষ্ট মস্টী নিগার॥

তৃতীয় দৃশ্য।

মহেশ ও মুক্তারাম।

মহেশ। (সহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন বাবাজী কেমন, হাঃ হাঃ হাঃ! বল নতুন মতলব হয়েছে তো?

মুক্তা। হাঁ, মতলব মন্দ হয়নি, তবে আমার কাছে ঠিক নতুন নয়; যখন সংসারী দের মতন ভাব আমারও প্রাণে ছিল, তখন এক একবার মনে হতো যে এই ভারতবর্ষের সকল লোক যদি প্রত্যেকে আমায় এক একটি করে পয়সা দেয়, তা হ'লে আমার বিনা পরিশ্রমে রাতারাতি ৪৬৮৮৫০০৲ টাকা সঞ্চয় হয়ে যায়; আর সেই অর্থ দ্বারা জমীদারী ক্রয় করে প্রজা-পালন, বাগান কিনে মালীকুল প্রতিপালন, দীর্ঘিকা খনন করে মৎস্যমণ্ডলীর জীবন রক্ষা করি। তার পর হাতী, ঘোড়া, গো বলদা-দিকে শীতবৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ করে পিলখানা, আস্তাবল গোশালাদি স্থাপন প্রভৃতি নানা ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা জগতের কত উপকারই করতে পারতেম, তা প্রভুর ইচ্ছা অনুরূপ। যা হোক, গোবর্দ্ধন-ধারণ-চরণ-যুগলের মানময়ী মহিমায় একরকম চলে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে।

মহে। হাঃ হাঃ হাঃ! তা বেশ চল-ছেই তো বটে, বেশ চলছে। জমীদারীও ত কিনেছেন শুনেছি।

মুক্তা। হরি হরি, ও কথা মুখে আনবেন না; আমার জমীদারী কি? প্রভুর—প্রভুর! অহো, ভবৃতঙ্গা পরগণাখানি স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়াবিনোদের; সলতাবাড়ীখানি শ্রীনিত্যানন্দের; বাগতাড়ার আবাদখানি শ্রীসনাতনের; বাদার ভেড়ীটি শ্রীঅদ্বৈত-ঠাকুরের। এইরূপ এইরূপ সবই তাঁদের; শ্রীবৈষ্ণবী আর আমি যথাসাধ্য সেবা করি ও যথাশক্তি প্রসাদ পাই; বৈষ্ণবানুরাও টুকিটা টাকিটে খুঁটে খায়, তার পর সব শ্রীপ্রভুদের নামেই জমা হ'তে থাকে, একটি কাণাকড়ি কখন যদি কাকেও হাতে তুলে দিয়ে থাকি ত আমার যেন ম্লেচ্ছদেশে জন্ম হয়, যেন জীবহত্যা করে উদর পূর্ণ করি, যেন সুধা মনে করে মদ্য পান করি, যেন প্রভুর পবিত্র নাম ভুলে এই পাপ-রসনা অনর্গল ম্লেচ্ছ-ভাষায় কথা কয়, যেন স্বধর্ম্মীর কাছে অবমানিত হয়ে বিধর্ম্মীর কাছে সম্মানিত হই। আর অধিক শপথ কি করবো!

মহে। হাঃ হাঃ হাঃ! আপনার এর্নানি মনের জোরই বটে। তা—তা—তা আপনি আমার কাজে যোগ দেবেন তো?

মুক্তা। আহা! বয়সটা ক্রমে হয়ে আসছে, তাই হঠযোগ সাঙ্গ করে রাজ-যোগ-সাধনের উদ্‌যোগে আছি। তবে আপনার এ কাজে যখন ধনযোগ তখন শুধু যোগ কেন, মনোযোগও দিতে হবে। আর এই-রূপ কার্য্যে জল যোগের বিশেষ সম্ভাবনা, সেটা সম্বন্ধে যাতে গোলযোগ না হয় তার উপায়ও করতে হবে। আহা! ব্রজগোপী-গণ! কোথায় গেলে? আর তোমাদের দেখ্‌লেম না, আহা!

(প্রাণবন্ধুর প্রবেশ)

প্রাণ। আমি শুনেই আস্‌লাম, মহেশ-বাবু বড়ই উত্তম কার্য্য করছেন, এরেই কয় মানুষের মতন কার্য্য। ছ্যাশিলোকের অন্ন-পন্তা ক্রমে বোন্ধ হইয়ে আসতিছে, আপনকার কল্‌কাত্তাই বড় ব্যক্তি আজ পৈর্য্যন্ত ইসে বিবাহাদি কাইর্য্যে ডাহাই কাপরের সোন্মানটা রৈক্ষা করছেন, আর ছাখ্‌ছি হক্কলই ব্যালাতি বেবাক্ ব্যালাতি, গোঞ্জি-গ্যারাক্ লন,—ছাখবেন মার্কামারা ম্যাড্‌ ইন্ জারমোনি,—চাকু খরিদ করেন, ম্যাড্‌ ইন্ জারমোনি, ছুইসূতা, সাবুন, মোজা, গোলাবজল, হক্কলই ম্যাড্‌ ইন্ জারমোনি,—ম্যাড্‌ ইন্ ওষ্ট্রীয়া, ম্যাড ইন্ সুইজার-লণ্ডন;—ছ্যাশের হক্কলটা টাহা হনুমানের মত সাগর লঙ্ঘন কইরে ব্যালাতি-লঙ্কায় পারি মারছে।

মহে। হাঃ হাঃ হাঃ! প্রাণবন্ধু কেমন—কেমন? ফরেণ মার্‌চেণ্টদের কেমন জব্দ করছি? হাঃ হাঃ! তোমরা মনে করতে, ভিত্‌ভিতে মানুষটা মিট্‌মিটে, একরকম আহ্লাদে পুতুলগোচের লোক; সভায় যায় না, মিটিঙে যায় না, লেক্‌চার দেয় না; কিন্তু কেমন—কেমন একেবারে—

প্রাণ। বোম্‌ বাজীর মত—মজ্‌লিসের মাঝে দমাস কইরে ফাট্টে গেয়ামন্য অগ্নি ছরায়ে দিছেন! ব্যাশ করছেন, ব্যাশ করছেন; এই তো ব্যাটামানুসির কাম; দ্যাশের বস্ত্র দ্যাশে বুনমু, দ্যাশে চাকু বনাইমু, দ্যাশি মনুষ্য কলের চোঙ্গায় ষ্টিম্ ভইরে চাকা ঘুরাইব, আর দ্যাশি লোকের হুক্কা খাইবার গ্যালাস ছ্যাশেই অইব, "সর্ব্বজর গজসিংহের" বোতল দ্যাশেই হইব; নোবাব-বারীর ঝার লণ্ঠন ফান্থস দ্যাশি কলের মধ্যিথে ঝন্ ঝন্ কইরে বাহির অইব। ঢাহাই লাকে নারাণগঞ্জে কল বনাইয়া বান্ধব ছাপার উৎকৃষ্ট কাগজ দ্যাশেই প্রস্তুত করব।

(যদুর প্রবেশ।)

মহে। হেঃ! হেঃ! হেঃ! এই যে যদু, কি খবর হে?—অ্যাঁ?

যদু। আজ্ঞে আমাদের ওদিককার সবারই ঐ মত। কাপড়-টাপড়ের কল তো বোম্বেতে-টোম্বেতে হয়েছে, কানপুরে চামড়ার কাজও আছে, ছাতার কল একটা শালখেয় হয়েছিল রইলো না; সুতরাং ও সব মৎলব ছেড়ে দিয়ে যে সব জিনিস লেডিস্ এণ্ড জেণ্টল্ম্যানদের হামেসা দরকার সেই সব-তৈয়ারী করতে শেখানই উচিত।

মহে। কেমন? হেঃ! হেঃ! বলেছিলেম তো, কেমন?—হেঃ হেঃ হেঃ! সাবান, পমেটম্, ম্যাকেসার অয়েল, শিল্কের মোজা, সিগারেট-কেস, ফেশ্ঃ পাউডার, কলার, নেক্‌টাই, এই সবের কারখানা করা চাই। হেঃ! হেঃ! হেঃ! আর আমার একটি আত্মীয় এখন বিলেতে ব্যারিষ্টারি শিখছে তাকে চিঠি লিখেছি, এইবার টারম্ বন্ধ হলেই প্যারিসে গিয়ে চুল কাবুল করা আর ফ্রেঞ্চ-ফ্যাসানে নতুন ধরণের টাউয়ার খোঁপা বেঁধে দেওয়া শিখে নেবে।

মুক্তা। প্রভুর ইচ্ছা—প্রভুর ইচ্ছা!—মহেশ বাবু তোমার কি সুন্দর দূরদর্শন! আহাহা! সেই শ্রীমতীর সময় হতেই অবলাদের সেই একঘেয়ে বিনোদবেণীবন্ধন চলে আসছে, তার পরিবর্ত্তে চন্দ্রমুখীদের চাচর চিকুর লয়ে চারু-শিরে যদি কমনীয় কেল্লা-কল্প কবরী-রচন করা যায়, তা হলে—

(সুরে)

মরি মরি মরি রূপের নিছনি মরি মরি রে।
কবরী আবরি কুসুম পরায়ে,
ভবলীলা তরি—তরিরে॥

কলি-কলুষ-কলস কলিকাতা,
পথে পথে পতিত-পাতক পাতা,
হেথা গোপবধূ, কানু বিধু চন্দ্রমুখী
হরি শরি নরী রে॥

অহঃ! অহঃ! গোপী ভজ গোপী ভজ।

প্রাণ। অহ, বাবাজীর বোরই চমৎকার ভাব ছাখছি!—খোঁপার কথা উঠ্‌ছে আর অমনি ভাব ফুট্‌ছে!

যদু। আর মিষ্টার ডি, পি, বসু বলেন যে, যারা ম্যান-অফ-ওয়ার ম্যাক্‌সিম-গন্ আর ভাল স্যাম্পেন্ তৈরী করা শিখে আসতে পারবে, তারা দেশে ফিরলে অন্ত এগ্‌জামিন না দিয়ে একেবারে যাতে সংস্কৃত কলেজের প্রোফেসর কি মিউনিসিপালিটির ড্রেনেজ-ইন্‌স্পেক্টর হতে পারে তার জন্যে গভর্ণমেণ্টের কাছে জরুরি মেমোরিয়েল পাঠান হবে।

প্রাণ। যদুবাবু ইসে—কেমনই আমার জানি গোলমাল ঠ্যাক্‌ছে; এ সব যাইব কথায়? বস্ব বুঝুন শিখ্‌বো না, ছাতা বনাইবার শিখবো না, আপনকাদের প্রবন্ধটা আমাকে একবার পরিষ্কার খোলসা কইরে দিতি পারেন?

যদু। পারবো না! কেন পারবো না? দেখতে পাচ্ছেন না দেশে আর অন্ন নেই।

প্রাণ। আপনগরে হাবিতে তো নাই দেখছি, ছাশের কথা দ্যাশই জানেন।

যদু। আর চাকরী পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর—

প্রাণ। সত্যই কইলেন; অই "দুষ্কর" লইয়েই পড়ছি মুস্কিলে!—এই বোদ্রলোকের চাকরী লাভও দুষ্কর আবার চাকর পাওয়াও দুষ্কর; চাকরী চাইলেই বলে—পাশ

কর্, ক্রমে সে পথও কর্‌তিছে দুষ্কর। তার পর ইসে—রাজকর, পথকর, জলকর, আয়কর—এ সব তো আছেই; তা বাদে যাঁর কাছে যাই, তিনিই বলেন কর-কর-কর;—বাসায় জোগবন্ধুর মা বলেন রোজ-কার কর্,—চাঁদ খুরা বলে চাকরী কর্,—রাজা বলেন চাষ কর্—বোঙ্গবাসী বলেন দস্য কর্,—বসুমতী বলেন ব্যবসা কর্,—উকীল বলেন মামলা কর,—ডাক্তার বলেন ডায়েবিটিজ কর্, বৈদ্য বলেন ধাতুদৌর্ব্বল্য-কর্, কিন্তু গরীবের পইক্ষে সকলি দুষ্কর! এ দ্যাশে দ্যাখ্‌ছি আমাগোর পইক্ষে সুলভের মধ্যি মাথার উপর ভাস্কর, আশে পাশে তস্কর। আর ধনী মানীর কাছে বেলাইতি বুটের টক্কর!

মুক্তা। গোপীভক্ত! গোপীভক্ত! আহা—ওরে বঙ্গসন্তান, তোর প্রাণে ভাব আছে! ওরে প্রাণবন্ধু রে, আমার উপদেশ শোন্, আর কিছু কর্ না কর্—আমার চাঁদার খাতায় সই কর্।

যদু। সেই চাঁদায় যে টাকা উঠবে, তাই দিয়ে এখান থেকে সব ভাল ভাল ছেলে ফ্রান্স জারমেনি চিলি পেরু নব-জিল্লা কামস্কাটকা পলিনেসিয়া স্যানফ্রিন ক্যান্টন প্রভৃতি নানা দেশদেশান্তরে পাঠিয়ে দেব, সেখান থেকে তারা খোঁপার চিরুণী, বিলাতী মুক্তা, চুলের ফিতা, বাইসিকেল, বাইপ্লেন, রেলওয়ে ছুরী, পানসাজা কল, লুচিবেলা কল, মশারি ফেলা কল, প্রদীপ নিবোন কল—

প্রাণ। শয্যার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের কল, উঠন-বৈঠনের কল,—বুঝছি বুঝছি, কলে সবই অইব, কলে ধান্য অইব, কলাই অইব, কলে পোলা মানুষ অইব; কলের মধ্যি কাগজ দিমু, একেবারে সাক্ষীর জোবানবন্দী লেখা তৈয়ারি নথী বার অইব।

যদু। তার পর তারা দেশে ফিরে এলে তাদের বড় বড় কারখানা খুলে দেব।

প্রাণ। খরচা তো বিস্তর--লৈক্ষ লৈক্ষ টাকা—একটা রাজার রাজত্ব।

মহে। হেঃ! হেঃ! হেঃ! হেঃ! ভয় কি? টাকা তুলবো, চাঁদা তুলবো; দেশের সমস্ত লোক দেবে; লাখ লাখ, ক্রোর ক্রোর টাকা উঠে যাবে।

প্রাণ। (সবিস্ময়ে) ক'ন্ কি! তবে যে কয় বারতবর্ষ গরিব, বঙ্গদেশ দংস অইল এ যে নিত্য কাগজে ছাপা দেখি যে দ্যাশে আর পুইসা নাই, জমীদার জলাগুলি যাইছে, মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সব মারা যাইছে, মজুরদার লোগ খাতি পায় না।

মহে। ওহে প্রাণবন্ধু, ও সব পলিটী-ক্যাল—পলিটীক্যাল, তু বুঝবে না; এ তোমার মোকদ্দমার নথীতে নেই; হোলেই বা গরিব, মুষ্টি ভিক্ষাও কি দেয় না? তেমনি চাঁদাও দেবে।

যদু। তা ছাড়া আদায়ের কমিশন আধা-আধি; মনে কর লাখ টাকা যদি ওঠে অনায়াসে কি পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় খরচা দেওয়া যায় না?

প্রাণ। সচ্চন্দ! টাহা তো আপনকার নিজের তহবিলের নয়, কেন না দিবন?

মহে। হেঃ! হেঃ! তার পর ধর এষ্টাব্লিস্‌মেণ্টের মাহিনে, ষ্ট্যাম্প, গাড়ী-ভাড়া, রেলভাড়া, পাল্কীভাড়া, মুটে ভাড়া, বাড়ী ভাড়া, ফার্নিচার, এ সবেও তো প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা পড়বে।

প্রাণ। সচ্চন্দ।

মুক্তা। গৌর বল, গৌর বল!

প্রাণ। গৌর সেনও বলেন; তার তা'পর বাকিটা যদুবাবু—

যদু। মীটিঙের খরচা আছে, চা, টিফিন, এ্যানিভারসিরির ফ্ল্যাগ, কন্‌টিন্‌-জেন্‌সি।

প্রাণ। অইচে, অইচে, বুঝ্‌চি—আমি ভাবলাম মজুতটা বুঝি হিসাবেই গোল অইল। খাতায় গর্‌বর্‌ অইলে আমারে কইবন; খাতাঞ্চি ফেরার হয়, খাজনা-খানায় আগুন লাগে,—ও সব দস্তুর আমার বেবাক জানা আছে।

যদু। কি প্রাণবন্ধু, তুমি কি মনে কর্‌ছো? আমরা কি কোন নোংরা কাজে হাত দিই?

প্রাণ। সর্ব্বনাশ! এমন কথা কেডা কয়! আপনারা হাতে মাটী দেন না, সাবুন মাখেন, ল্যাবেণ্ডার মাখেন, আমি জানি না? তবে একটা কথা অনুমতি দ্যান তো নিবেদন করি;—ভাবাছ দ্যাশের মধ্যি স্যাখবার মোত কোন কামই কি নাই?—ইসে পুরাতন দ্যাশী শিল্প কারখানা তো আছেই, তা সওয়ায় বাংনাতি কলও তো অনেক অইছে; পশ্চিমে অইছে, পাঞ্জাবে অইছে, বোম্বায়ে অইছে—মালিক দ্যাশীলোক আছে, সায়েব লোকও আছে; আবার ধরেন, রেল কোম্পানীর কারখানা, জ্যালের মধ্যি কারখানা, সরকারি তোপখানা তারখানা, কত কি না জানি আছে, আপনারা বোর লোক, টাহা তো যথেষ্ট উঠবে; চেষ্টা করলেই আপাতক এহানেই পোলা-গুলোকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হয় না?

যদু। বাঙালের বুদ্ধি কি না; কত ভাল হবে! আরে এখানে শিখলে কি মান থাকবে? ছোটলোক মিস্ত্রী হয়ে যাবে। পোজিসন রাখতে পারবে না; তুমি কি মনে করছো যে তোমার মত লোক কি এণ্ট্রেন্স, এল-এ, অবধি পড়েছে এই সব লোককে শিখতে দেব?

প্রাণ। দিবেন না! কি কথা কন? তারাই তো মুস্কিলে পর্‌ছে; আহা গৃহস্থ-গরের সব চ্যাংরা পাঁচ টাহা বেতনের চাকুরী আপিসে পাইছে না, তাদেরই ত শিখাইবন; তারা যদি ছুতারের কামারের কাম, বাইশ-ম্যানের কাম, জাইনের কাম, ল্যাদের কাম শিক্ষা কইরে দুপয়সা উপার্জ্জন করে তবে এই বঙ্গদ্যাশে লৈক্ষ লৈক্ষ বদ্রগরে আহার জুটব এবং সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলব।

মুক্তা। (সুরে) জলে জলে আঁধারে জলে। জলে কুঞ্জ উজলে গোপীর নয়ন জলে॥
আমি যাব না যাব না যাব না যমুনা জলে॥

প্রাণ। দ্যাহেন বাঙালের কথা সইত্য কি না; মুক্তামাধব বাবাজীর ভাব লাগ্‌ছে; আমার কথা শোনেন, আমরা পূর্ব্বদ্যাশী লোক, আপনাগোর মত বক্তৃমা কর্‌তি পারি না পারি, ইংরাজী অধিক পরি না পরি, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য আপন হাতে করি, কিছু কিছু বুঝি। এই দ্যাশে এ্যাহনও এমন মনিষ্য আছে, যারা বুদ্ধি করলি অনেক কারিগিরি করতি পারে। মিস্ত্রী লোকের মধ্যিও আছে, বদ্রগরের মধ্যিও আছে। ধান্যের কল বনাইছে, সোডার কল বনাইছে, আকের কল বনাইছে, তালা-চাবি বনাইছে, নালার পাইপ বনাইছে, নূতন ধরণের ঠক্‌-ঠকে তাঁত বনাইছে, আরও ইসে কত কি করছে। বসুমতীতে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা সবারে আনান, কার্য্য দ্যাহে কিছু কিছু দ্যান, দ্যাখবন এই বঙ্গ-দ্যাশই প্রথমে পুরাপুরি না হউক, দুই আনা আড়াই আনা বেলাত অইবই অইব!

মহে। Foh! Fool Fool, Illiterate backward fool!

প্রাণ। ফুলই অই আর ফলই অই বুঝ্‌ঝি মশাই বুঝ্‌ছি, ঐ রামমাণিক্য খুরা যা কইছিল।

মহে। হেঃ! হেঃ! হেঃ! কি বলেছিল কি বলেছিল? হাঁ হে প্রাণবন্ধু, তোমার খুড়ো কি বলেছিল? হেঃ! হেঃ!

প্রাণ। খুরা কল্‌কাত্তায় আইসে হক্কল এংরাজী মেংরাজী বোর বোর বাবুর সাথে মিল করুছিলেন, বাবুরা খুরারে যত্ন কর্‌তেন, কিন্তু বাঙ্গাল কইতেন; খুরা একদিন মশার ঝোঁকে কইছিলেন,—'হালারা বাঙ্গাল কোস্ ক্যান্? কলকাত্তায় আলাম, বাগুন খাইলাম, মাগী-বারী যাইলাম, গোরার বারীর বিষকাট ভৈক্ষণ করুলাম, মাগুরি চিরণ ধুতী পরাইলাম, তবু হালারা বাঙ্গাল কইতি ছারিস্ না?' আমাগোরও থ্যাহি তাই অইছে; এংরাজী-পরুলাম, কাগজ লেখ্‌লাম, লেকচোর ঝারুলাম, হ্যাট্‌কোর্ট নেক্‌টাই পরুলাম, অখাদ্য ভৈক্ষণ করুলাম, হিসে তবু কি না নেটিভ্ বল্‌বার ছারে না! সাহেব অইবই অইব, তা ব্যারিষ্টরই অই কি কারপেণ্টরই অই।

মুক্তা। (জনান্তিকে) মহেশবাবু, প্রভুর ইচ্ছা, এই বাঙালটাকে ছাড়বেন না, দলে নিন্ কাজে লাগবে নইলে গোলমাল বাধাতে পারে; কথায় বলে হুচুরেচীন আর হুজ্জুতে বাঙাল; চাঁদা আদায়ের কমিশন পেলেই—

মহে। (জনান্তিকে) বুঝেছি, হেঃ! হেঃ! হেঃ! (প্রকাশ্যে) ওহে প্রাণবন্ধু, হেঃ! হেঃ! হেঃ! তোমায় কি আর আমি চিনিনি? দেশের জন্য তুমি প্রাণ দিতে পার তা আমি জানি।

প্রাণ। পারি না! বাদর মাসে ইল্‌সে-ডিঙ্গায় পদ্মা পারাপার অই,—আমি প্রাণবন্ধু, প্রাণের ডর রাখি! গোপালবাবু, ভাবেনবাবু বালই জানেন; গত সব মিটীঙের জন্য ক্যাণ্ডাল স্বহস্তে ছাইছি, তামুক খাবার একটা আধলাও লইনি। আবার হিসে ধনগোপালবাবু কয় পাঠাইছেন বুঝি তো দরখাস্তদেবীর মন্দিরে হত্যা দিবার জইন্য যাইতে অইব। রাজ্যলাভ অইব, চাঁদা আদায় অইব, মেহন্নত কত।

মহে। তা সে দলে এ দলেত কতক যোগাযোগ আছে, আপাততঃ আমাদের এ চাঁদাও আদায় কর না, এতেও কমিশন আছে, চাপ্ এও চাপ্।

প্রাণ। কথাটা বাঙ্গলায় বলেন, পরিস্কার হোক, অদ্ধা-অদ্ধি পাইমু ত?

মুক্তা। প্রভুর ইচ্ছা! নিশ্চয় তাই পাবে, এস এস আরও গোপন পরামর্শ আছে, তুমি না এলে কি চাঁদা আদায় হয়, জয় গোপীগঞ্জন!

(সুরে)

দুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিলুম চাঁদ,
অঞ্চলে মুছালেম গোপীর বদন-চাঁদ,
পুনঃ কাঁদে চাঁদ চাঁদা চাঁদা বোলে।
ভাবি চাঁদের নিছনি কোটি কোটি চাঁদ,
সেই গোপী কাঁদে বলে চাঁদ চাঁদ,
গাদা গাদা চাঁদা আদায় হবে চাঁদ,
চাঁদের মেলা তোরা জুটলে এসে দলে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(উত্তেজিত ভাবে ভাবেন, গোপাল ও দুঃখীরাম প্রভৃতির প্রবেশ এবং তৎপশ্চাতে নটবর)

ভাবে। এইবার দেখে নেব, দেখে নেব, দেখে নেব।

গোপা। সাম্বারে, সাম্বারে, প্যারিসে প্যারিসে, প্রতি Constituency তে মিটী করবো।

দুঃখী। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না? কিন্তু আমি এখান থেকে টেলিগ্রাফ পাঠাব ব'লে রাখছি, তা ছাড়বো না।

বেচা। What What What?

সীতা। What's up? আবা নতুন কি বাবু।

দুঃখী। আর কি? India is doomed.

ভাবে। আরে দূর মূর্খ চুপ কর। বেচারাম বাবু দেখছেন কি? ভারতের ভা ফিরেছে! সীতাহরণ-বাবু আমাদের জয়কারের দিন হাতে-হাতে।

গোপা। General Election, General Election, Conservativeরা এইবার পরাস্ত হবে Liberalরা পার্লামেন্টে বস্‌বে, তারাই সর্ব্বশক্তিমা হবে।

দুঃখী। বিলাত উল্টেপাল্টে যাবে।

নট। বলি হ্যাগা বাবুরা, দরখা দেবীর মন্দিরে হত্যা দেবার কথা হলো স্বাধীন করে দেব, একটা রাজত্ব দিই দেব বল্লুম, তবু তোমাদের পেট ভরলো ..., কন্‌সারভেটিভ, নেগেটিভ, ইলেক্‌টার্‌ এ সব হাঙ্গামায় আর তোমাদের দরকার কি?

ভাবে। আপনি বলেন কি নটবর-বাবু? রাজ্য পাই পাব, সে তো রাজা হবই, তা ব'লে কি এজিটেশন ছাড়বো? কথনই নয়। Agitation, Agitation, Agitation। আমার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, রক্তে রক্তে এজিটেসন্! আমি রাত্রে নিদ্রা যাই, Nightmare and Agitation আমার বুকের ভেতর Cogitation করতে থাকে। রাজমুকুটের লোভে যে বাঙালী সভা করে, মিটিং করে, Article লিখে, লেক্‌চার দিয়ে এজিটেসন্ কর্ত্তে বিমুখতা করে,—সে বাঙালী অবাঙালী! Coward ভীরু, সে পামর;—বাঙালী-কুল-কালী-কলঙ্কাধমাধম!

দুঃখী। তা এই কি, এজিটেসনে হেজিটেসন্!

নট। বলি আমার কথাটা হচ্ছে এই, রাজ্য পাবে স্বাধীন হবে, যা ইচ্ছে তখন সেখানে গিয়ে করো;—আবার এজিটেসন্ কিসের জন্য? কি চাও, কি নেবে?

গোপা। কি চাই? কি নেব বুঝতে পাচ্ছেন না? তবে আর আপনার আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোথায়?

ভাবে। কন্‌সারভেটিভ্‌দের প্রাণ কতটুক যে তারা আমাদের লিগ্যাল্ মরাল্ ফণ্ডামেন্টাল্ ফাইন্যান্সিয়াল্ কোল্যাটারাল্ কন্‌জুগ্যাল্ রাইট বুঝবে আমাদের অসীম অনন্ত ক্ষুর। আশা চৌহদ্দী নির্ণয় করবে?

গোপা। আমরা চাই—আমরা চা ভারতব

দুঃ। আর পরেশপাথ

ভা। কন্‌সারভেটিভ্‌দের আম একটা যা হোক ছোট-খাট রাজত্ব পেলে একরকম সুস্থির হব মনে করেছিলুম, কিন্তু যখন লিবার্যালরা আবার ক্ষমতা পাচ্ছে, তখন কি কেবল আপনার ঐ দ্বীপ-

টুকু পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি? আমি নিজে বিলেতে থেকে দেখেছি যে লিবারেলরা ভারতবাসীকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে; তাঁরা ভারতবাসীর বিরহে কাঁদেন ভারতবাসীকে দেখে হাসেন; আপনি দেখে নেবেন নটবর-বাবু, লিবার্যালের জয় হলেই তাঁরা—

নট। ভারত-পরগণাখানি তোমাদের নামে লেখা-পড়া করে রেজিষ্টারী করে দেবেন—কেমন?

গোপা। নিশ্চয় নিশ্চয়! তা হলে নটবর-বাবু আপনিও আমাদের কৃতজ্ঞতা বুঝতে পারবেন; যদি অক্ -ফক্কা দ্বীপে আপনার বুদ্ধিবলে সম্প্রতি আমরা নিজরাজ্য লাভ করি, ইণ্ডিয়া পেলে সেখানে আপনাকেই রাজা করে দেব। আপনি আমাদের ভারতবর্ষে যখনই যখনই আমাদের সঙ্গে দেখা কত্তে আসবেন, তখনই আপনার জন্য Fort Gopal থেকে সতেরটা তোপ হবে! আপনি বেচারাম-হাউসে Imperial Government-এর Guest হয়ে বাস করতে পাবেন, আর Sea-Frontier রক্ষা করবার জন্য আমরা আপনাকে বছরে বছরে মাসহারা দেব।

সীতা। মিষ্টার ড্যাটা, নটবর-বাবুকে বুঝিয়ে দিন যে লিবার্যালের জিত হ'লে পার্লামেণ্টে আর বিলেতের কথা উঠতেই পাবে না, খালি ইণ্ডিয়া নিয়ে ডিবেট হবে, এগার জন Irish Patriot মাইনে করা থাকবে, তারা খালি ইণ্ডিয়ার জন্য ব'সে ব'সে কাঁদবে।

গোপা। Bengal Partition হওয়া তো দূরে থাক, দে'খে নেবেন—

নট। বেঙ্গল থেকে বম্বে পর্য্যন্ত একটা লম্বা পুল হয়ে ছুটো ভগিনী-প্রেসিডেন্সিকে রাংঝাল দিয়ে জুড়ে দেবে।—কেমন?

বেচা। এই মিউনিসিপ্যালিটির যেমন ৪টা ডিষ্টিক্ট আপিস করেছে, তেমনি ওয়াডে ওয়ার্ডে এক একটি মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হবে, উকীলমহল ছড়িয়ে পড়বে।

সীতা। স্কুলে কলেজে খালি আমাদের লেখা নোট বুক্ চলবে, টেক্সট বুক্ উঠে যাবে, ইউনভিারসিটীর ফেলোদের মাইনে বাড়

[illegible]। হুইস্কির ডিউটী উঠে যাবে।

ভাবে। সুধু হুইস্কির কি? এক স্ত্রী-প্রতি স্বামীর ডিউটি ভিন্ন বঙ্গদেশে আর কোন ডিউটিই থাকবে না।

দুঃখী। আর বোধ হয় যে বাঙ্গালীর এখানে চাকরী জুটবে না তার বিলেতে চাকরী হবে।

গোপা। এই মহেশ-বাবুরা যে কলকারখানা করবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন, লিবার্যাল্‌দের ধমকে সেই কলকারখানা ইংরেজেরা আপনি এসে এখানে করে দেবে। মাঞ্চেষ্টার এঁড়েদায় উঠে আসবে, সেফিল্ড শাল্‌কেতে, ল্যাংকেসায়ার আখড়ায়—

নট। বারমিংহাম্ বর্দ্ধমানে, ডবলিন্ দম্‌দমায়, লণ্ডন নবদ্বীপে, এডিনবরা ডিঙেভাঙায়—

ভাবে। আমাদের নিজের কোন মেহন্নত করতে হবে না, ইংরেজেরাই তুলোর চাষ করবে, তারাই কল চালাবে, সুতা পাকাবে, কাপড় বুনবে, বড়বাজারে সিমলায়, শোভাবাজারে খালি ইংরেজেরই দোকান হবে; আমরা খালি পয়সা ফেলবো আর কিনবো।

দুঃখী। হাঙ্গাম নেই হুজ্জুত নেই নিষ্কণ্টকে রাজত্ব ভোগ করবো; পার্লিমেণ্ট করে লেকচার, কাউন্সিল করে আইন

পাশ, টেক্স আদায়, আর মাঝে-মাঝে কমিশন।

সীতা। Yes, Mairiage Commission, Hackney Carraige Commission, Vacation Commission, Gas-Light Commission, দেবত্বর Commission—

নট। ও গোপাল-বাবু, বলি কথাটা হচ্ছে ত একবার জন কতক বিলেত যাবে? তা আমি তো বলেছিলুম যে অক্কা-ফক্কা দ্বীপের সনন্দ আনতে জন দুই যেতে পার।

বেচা। তখন তাইতে রাজি হয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি ডেপুটেসন পাঠাতে হবে।

ভাবেন। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না নটবর-বাবু, আমরা সেখানে না গেলে কিছুই হবে না; লিবারেলরা আমাদের ডেকেছেন, আহ্বান করেছেন, নিমন্ত্রণ করেছেন।

দুঃখী। সেখানে বাসা ভাড়া করে রেখেছেন, জল খাবার সাজিয়ে রেখেছেন।

গোপা। লেকচারের [illegible] হল্ ঠিক করে জানবাজার থেকে চেয়ার ভাড়া পর্য্যন্ত করে রেখেছেন।

রমা। আর বোধ হয় এক—একটা চাকরীর যোগাড়ও ক'রে রেখেছেন; আমরা না গেলে সব মাটী হবে; ইলেক্সন বন্ধ হবে, ইণ্ডিয়ার কাঁদ-কাঁদ মুখ দেখলে তবে ইলেক্টররা ভোট দেবে, আমরা না গেলে তারা ফিতে বাঁধবে না, বিয়ার খাবে না, মারামারি করবে না।

গোপা। Deportation! Deportation! Deportation! The respectful Salvage of Bombastic Bengal deeply depends on our deportation to England.

দুঃখী। মশাই কমিশন ঠিক করুন, আমরা খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

ভাবে। Yes Yes, চাঁদা চাঁদা, Subscription! Let our motto be Sub-cription!

সীতা। তা তো বটেই, American মটো আছে United we stand, Divided we fall আমাদের মটো হবে—

ভাবে। Subscribed we sustain, Unsubscribed we Starve.

নট। বলি হারি ভাই, বলি হারি ভাই, বলি হারি ভাই! তবে কি দরখাস্ত দেবীর পূজো দিয়ে নব-রাজ্যে যাওয়া হবে না?

গোপা। সে কি! যাবই, গেছি,—পৌটলা-পুটলি বাধা, ফেনিলা রেডি। আপনি একবার বরটা দিয়ে দিতে পাল্লেই হয়।

নট। তবে এই ডেপুটীসেন, মুনসুপিসেন, সদরালাসেন যা করতে হয় তা সেই অক্কা-ফক্কায় গিয়ে করো, এখন এসো আর বিলম্ব করো না, পূজো দেব এস।

সকলে। রাজ্য আর ডেপুটেসন, রাজ্য আর ডেপুটীসেন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

হাবড়ার রাস্তা।

কলের মিস্ত্রিগণ।

(গীত)

হাম লোগ বাবু না আছে।
সাহেব আপ সে আসে হামার কাছে॥
ছুটীর রোজে কর্‌লে কাম,
মিলে মজুরি দুনা দাম,
সুধু নাম্ হাজির রামবাবু—
মার না খেলে বাঁচে॥

বনৃণী ভাই বাইশম্যান,
ছেনী চালাওয়ে লেদ,
ধর্ম্মাধাড়া ফর্ম্মা বানাওয়ে
ইঞ্জিনমে আমেদ;--
নম্বর নম্বর হাম্বর পাড়ে,
মোল্‌ডিংঢালে ছাঁচে ;—
ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং, বাড়ী চলে রং রং রং
হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি পিয়ে জরু লিয়ে নাচে ॥
পিয়ারাইয়ার, ডোন্ কেয়ার,
কাল ক্যা হোগা পাছে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য ।

দরখাস্ত-দেবীর মন্দির।

দুঃখী। বাহবা বাহবা, এ যে নূতন কাণ্ড! এ কোন্ দেবতা বাবা? এ অদ্ভুত মূর্ত্তি তো বেদে পুরাণে দেখিনি।

প্রাণ। আরে রা কারস্ না বেকুব; নটবর-বাবু অবতারবিশেষ, নূতন মূর্ত্তী উদ্ভব করেছেন, ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে গড় কর। মা দরখাস্ত ঠ্যাকুর‍্যাণ—রৈক্ষা কর।

(সকলের প্রণাম)

নট। নাও মনের বাসনা জানাও, সকলে দেবীকে স্তব কর।

সকলে।— (গীত)

দেখ মা দেখ মা মোরা অবশ্য-পোষ্য।
লিখিতং শ্রীসেবকচরণ দাস তস্য দাসস্য ॥
করিতে কিছু বা ব্যবসা-বাণিজ্য,
না আছে শিক্ষা না আছে ধৈর্য্য,
বাৎসর্য্যে ওগো মা বুঝি না মহিমা চাষস্য ॥
চাকুরী প্রসূতি করুণা-কারিণী,
বেকার জনের যাতনা হারিণী,
কেরাণী তারিণী, আর মা পারিনি
বসিয়ে কাটিতে ঘাসস্য ॥
শকতি অসীম আছে মা রসনে,
বক্তৃতা বাগাতে বিলাতি বসনে,
পড়িয়ে দড়িদে দুপাটি দশনে,
তরেছি পয়োধি পাশস্য ॥
দেবি দয়াময়ি ধর মা দরখাস্ত,
কাতর কিঙ্করে করো না বরখাস্ত,
ব্যস্ত হয়েছি মস্ত হইতে সস্তা না মেটে আশস্য।
শয্যাতে স্বপন দেখিবে আর্য্য,
ভার্য্যা চালাবে রাজ্যের কার্য্য,
কর মা গাহ্য অতুল ঐশ্বর্য্য,
পিটিতে পিটিতে তাসস্য;—
চির-সহচর আপন উদর
আর বার যেসে আলস্য ॥

দেবী। ধীরে ধীরে ধীরেপাটিপে পাটিপে।
যাও বাছা যাও অক্কা-ফক্কা দ্বীপে ॥
স্বপনে জানাব ইংরাজ-রাজনে।
যেতেছ তোমরা রাজ্যের গাজনে ॥
সদয় সাহেব সখেতে সহাস্যে।
সে রাজ্য সকলে সঁপিবে রহস্যে ॥
দরখাস্ত সবার করিনু সুগাহ্য।
সুখেতে সেখানে কর গে রাজ্য ॥

নট। কেমন এখন হলো তো? রাজ্য পেলে?

বেচা। পেলুম তো, কিন্তু ঐ অক্কা দ্বীপ, সে কোনখানে? ম্যাপে তো দেখিনে।

দুঃখী। সত্যি নটবর-বা, কথাটা খেয়াল হয়নি, তুমিও অক্কাফক্কা ব'লে আসছো, দেবীও তাই বললেন, দ্বীপটা কোথায়?

প্রাণ। নোঙ্গার সান্নিধ্য অইব।

নট। আরে না না নতুন দ্বীপ, ভূমিকম্পের পর বঙ্গোপসাগরের মাঝখান থেকে মাথা ঠেলে অক্কা-ফক্কা দ্বীপ উঠেছে।

রমানাথ। হাবড়ায় টিকিট কিন্‌লে কোন্ ষ্টেসনে নাবিয়ে দেয়?

ফেনি। বস্তিবাটিতে, যেখানে কাঁদি কাঁদি কলা মেলে।

গোপাল। ছি ফেনি! এ সব গম্ভীর বিষয়, এ নিয়ে তুমি উপহাস কর কেন?

ফেনি। হে রাজন! আপনি সিংহাসনে অধিরোহণ কল্লে এ দাসী রাণী-গিরি, বিদূষক-গিরি উভয় কার্য্যই করবে তাই একটু কস্ত করে নিচ্ছি। এক্ষণে অনুমতি হয় তো মহারাণী বাসায় যেতে পারে।

[ফেনিলার প্রস্থান।

নটবর। ওহে সেখানে জাহাজে ক'রে যেতে হবে, দেবীর আদেশে ইংরাজ বাহাদুর জাহাজও অমনি দেবেন। এ্যাণ্ডাম্যানে কয়েদী নিয়ে যাবার সময় সেই জাহাজ তোমাদের নবরাজ্যে নাবিয়ে দিয়ে যাবে।

গোপী। কিন্তু জাহাজ আট্‌কে নোঙর করিয়ে রাখা হবে। তাতেই আবার (ভাবেনকে ইঙ্গিত) পূর্ব্বেই সেই—সেই—ডেপুটেশনরাও যাবে।

রমা। জয় ইংরাজ বাহাদুরের জয়, জয় ইংরাজ-রাজের জয়।

ভাবেন। (সরোষে) কি নীচবৃত্তি নিকৃষ্ট নীলকর! আবার ইংরেজের জয়! স্বাধীন হয়ে রাজ্য লাভ করেও সেই ইংরেজ বাহাদুরের জয়!

রমা। (অপ্রস্তভাবে) কি জানেন, ভাবলুম কি না যে ইংরেজ বাহাদুরই এই রাজ্যটা দয়া করে আমাদের দিলেন তাই কৃতজ্ঞতা—

ভাবেন। ইস কৃতজ্ঞতা! দয়া ক'রে দিলেন! আমাদের এ্যাজিটেশনের জ্বালায় দিলে, পিটিসনের পোড়ানিতে দিলে, দরখাস্ত-দেবীর দাপটে দিলে।

নট। ভো অর্জ্জুন! যেতে দাও যেতে দাও, এ কলিতে অন্তঃশীলে লীলেকে আর বুঝবে! অতি গোপন! অতি গোপন! বাহে নটবর, অন্দরে হলধর—বুঝবো তুমি আর আমি, আর কিছু কিছু বুঝবে প্রিয়সখী পাঞ্চালী, অর্থাৎ সেই ফেনিলা দেবী। সঞ্জয়োবাচ "ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্" কতবার আসছি কতবার যাচ্ছি তার ঠিক কি!

সক। জয় অক্কা-ফক্কার জয়!

নট। খবরদার—খবরদার! কেউ নটবরের জয় বলো না; আমার নিষ্কাম ধর্ম্ম! চলে যাব, স্থান পরিত্যাগ কর্ব্বো, খবরদার কেউ নটবরের জয় বলো না।

সকলে। জয় নটবরের জয়!

নট। মানা কর্‌লুম, তবু বললে? এই চললেম।

[প্রস্থান।

সক। নটবরের জয়, নটবরের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

ফেনিলা ও রামী-ঘটক।

রামী। কি গো ইংরিজি-বৌ কেমন আছ, চিনতে পার?

ফেনি। আছি অমনি—হ্যাঁ তোমায় যেন চিন্‌ছি চিন্‌ছি—রসো রসো, তুমি সেই—

রামী। রামমণি—রামমণি বামনী আমরা কুলিনের মেয়ে গো—কুলিনের মেয়ে, পোড়াকপাল পুড়লো, মিন্সে একটা কম সাত গণ্ডা বিয়ে করে এ জন্মে মরুতে খবর নিলে না; একবার হাড় জ্বালাতে এসেছিল তা টাকা দিতে পারিনি ব'লে পাটা পর্য্যন্ত খুলে না, গস্ গস্ করে চলে গেল, সেই অবধি আসেনি, কোন্ চুলোয় আছে না আছে খবরও পাই না, তবে আমি না কি সতীর বেটী সতী তাই আজও সিঁথির সিঁদুর হাতের নো গাছটা বজায় রেখেছি, তাতে মাছেও খাচ্ছি। তার পর পোড়া বিধেতার মুখ পুড়লো, বাপ গেল, মা গেল ছ' ছ' ভাই জলজ্যান্ত যোয়ান সব গেল,শেষ নত্তেয়ের একটা মা-বাপ-খেকো ছেলেকে গলায় করে তার পেটের জন্যে ঘট্‌কালী ধরতে হলো।

ফেনি। বুঝেছি বুঝেছি, তুমি সেই রামী-ঘটকী—না?

রামী। হ্যাঁ, পোড়াকপালে পোড়া-কপালীরা এখন ঐ নামই দিয়েছে। মুখে আগুন—মুখে আগুন, রামী বল্‌তেও যতক্ষণ, রামমণি বল্‌তেও ততক্ষণ;—না হয় শুধু বামুনঠাকরুণই বল্।

ফেনি। বালাই বালাই,তা হলে যে লোকে তোমায় রাঁধুনী-বামনী মনে করবে

রামী। ও মা তাই তো! বেঁচে থাক বেঁচে থাক, নক্ষিপুষি হও। ভাগ্যিস্ ইংরিজি পড়া শিখেছিলে,তাই তো এমন বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। এমন পোড়াকপালও করে এসেছিলুম, না পড়লুম ইংরিজি, না পড়লুম ফারসী! মিন্‌সে যদি মানুষ হতো, নিয়ে ঘর কর্‌তো তা হ'লে তাকেও ইস্কুল-পাঠশালে দিতুম আপনিও লেখাপড়া শিখতুম; উল বুন্‌তুম, চুল ঝুলুতুম, ঘর কর্‌বার লোক থাক্‌লে কোন্ না এক আধবার মুচ্ছোই যেতুম। তা দ' পড়া বরাতে কিছু হলো না, কিছু হলো না। বলে—

মনের সাধ রইলো মনে।
ধান বুন্‌লুম বেণা-বনে॥

ফেনি। বলি তুমি সেই চুনির বে দিয়েছিলে না সেই আমার সেজভাই?

রামী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ,রামী-ঘটকী না হ'লে অমন বিয়ে কে দিতে পারে! এই কোল্‌কেতার যত বড় বড় লোক—তা রাজাই বল আর রায় বাহাদুরই বল, উকীলই বল আর মুচ্ছুদ্দিই বল, সবার বাড়ীর বিয়েই আমার হাত দিয়ে হয়েছে। তোমার ভা'য়ের বে'তে তোমার বাপের হাতে সাত-সাতটি হাজার টাকা গুণে তুলে দিয়েছিলুম। তখন ছেলে সবে মেটিকেল কালেজে ঢুকেছে, আর কত কত হবে! তা তোমার বাপ বাবু বড় কিপ্পিণ, তা যা বল আর যাই কও, দশটি গণ্ডা টাকা বই আমার ঘটক বিদেয় দিলেন না।

ফেনি। তা দাও না আমার ভাইঝির বিয়েটা দিয়ে দাও না; একবার কাজ ক'রেই তো পাওনা-থোওনা চুকে যায় নি।

রামী। তোমার ভাইঝির বাছা রংটা তেমন চট্‌কাল নয়,তোমার যা হোক নাক-চোকে মানিয়ে গেছে তার আবার সে দিকেও তেমন সুবিদে নয়। তা মরুক গে যা হোক গে, একটি পাত্র ঠিক করেছি, বি, এ পড়ছে, দেশে জমী ঘরও আছে, তা এক-জনারা সাড়ে আটহাজার অবধি বলে গেছে, তা তাতেও রাজি হয় নি; সে মেয়ের বাপেরানা কি এদের আগেকার জানা-শুনো লোক, তাই পষ্ট জবাব দিতে পারে নি, ছেলের মা কথাটা কাটিয়ে দিয়েছে; বলেছে যে আমার ছেলে এখন ছোট, আর দুটো পাশ হোক তখন যা হয় হবে।

ফেনি। কা'দের ছেলে? ছেলের বাপের নাম কি?

রামী। তেমন দিতে-থুতে রাজি হওত বল সম্বন্ধ দেখি। এখন বাপ মার নাম নিয়ে কি করবে? আগে টাকার কথা ঠিক হোক তখন বাপের নামও পাবে,পিতামোর নামও পাবে,মাতামোর নামও পাবে,সবই জানতে পারবে। ছেলে তিনটে পাসের পড়া পড়ে, দশটি হাজার টাকা দিতে তোমার বাপকে রাজি কর্‌তে পার তো হবে। তোমরা বাছা ইংরিজি পড়েছ, বিদ্যে হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, চাকন-চিকনও হয়েছে; কিন্তু শাস্তরে কথা বিয়ের কথা কেমন করে বুঝবে?

ফেনি। ও মা শাস্ত্রে এমন চমৎকার চমৎকার কথা আছে! তা ত জানি না; তা হ'লে দেখছি একজন মুন্সি রেখেই হোক, মাষ্টার রেখেই হোক, শাস্ত্র কিছু পড়তে হলো। তা তুমি এক কাজ কর, মার কাছে যাও এ সব কথা বল।

রামী। তা বোল্‌বো—বোল্‌বো—যাবো যাবো, অবসর পাই তো যাবো। এখন তোমার কাছে আমার একটি নালিস আছে ইংরিজি-বৌ, সেই জন্যই এসেছি।

ফেনি। আমার কাছে নালিস? আমি ডেপুটি-ম্যাজেস্‌টি হয়েছি, তুমি কোথায় শুনলে।

রামি। ও মা তুমি কেন ডিপুটী ম্যাজিসটর হ'তে গেলে? বালাই, তোমার শত্রুর হোক! কিন্তু শুনলুম বাবুর যে ভারি চাকরী হয়েছে।

ফেণি। চাকরী! আমাদের বাবুর? কই আমি ত শুনিনি।

রামী। ওগো সে যে বিদেশে, অনেক দূর যেতে হবে, তাই বুঝি তোমায় বলেন নি।

ফেনি। বিদেশ? কোথায়—সে কোন্ দেশ?

রামী। তবে বাছা বলি তোমায়, কিন্তু মাথা খাও বাবুর কাছে আমার নাম কোরো না। (গলা চাপিতে গিয়া অধিক চীৎকার) ওগো সে—বি—লে—ৎ। ছ'-মাসের পথ গো ছ'মাসের পথ, আগে যেমন কামরূপ-কামিক্ষেয় গেলে সেখানে ডাকিনীরা পুরুষকে ভেড়া করে রাখতো, এখানেও শুনি নাকি সেই রকম কি হয়। বিলেতটা পরীর রাজ্যি, সাহেবদের কামিক্ষে; সেখানে বাঙ্গালীর ছেলেপুলে গেলে আর ঘরে ফির্‌তে চায় না।

ফেনি। কেন, ভেড়া হয়ে যায় নাকি?

রামী। তা বাছা ভেড়া হয় কি ঘোড়া হয় সে জানিনি, মোদ্দাৎ শুনেছি দুএকজন যারা ফিরেছে তাদের গায়ে নাকি পরী-পরী গন্ধ হয়েছে; তবে ভেড়ার মতন সিং-টিং বেরিয়েছে কি না, দেখতে যাইনি, মিথ্যে কথা বল্‌বো কেমন করে। নিমি নাপ্তিনী বেটী সন্ধ করে বটে, তা ছোট-লোকের মেয়ে ঘটকালী ধরেছে, আমি তার কথায় পেত্যয় করিনি।

ফেনি। কেন নিমি কি বলে।

রামী। নিমি বলে সিং একটু আধটু আছে নৈলে ধুচুনী দিয়ে মাথা ঢেকে রাখে কেন? তা বাছা তুমি নিমির কথায় ঝেঁটা মার; বাবু বিলেতেই যান আর কামরূপ-কামিক্ষেই যান তোমার ভয় নেই, তুমি তাঁকে যা করে রেখেছ তার ওপর তিনি আর কি হবেন! তুমি যেতে মানা কোরো না চাকরীটে ভারি, হাতে পেলে দশজনের উপকার করতে পারবেন, আমার ভাইপোর ছেলেটি থাড্‌ কেলাস অবধি পড়েছিল, তাকে যদি বাবু সঙ্গে করে নে যান—

ফেনি। বলি কোথায় চাকরী, কি চাকরি তাই আগে শুনি।

রামী। ডিপুটী ম্যাজিষ্টার ফেজিষ্টার নয়, সে এক রকম নতুন ডিপুটী, মস্ত ডিপুটী একেবারে বোম্বেয়ে ডিপুটী—তাকে বলে ডিপুটী স্যান!

ফেনি। কি বল্লে—কি?

রামী। ডিপুটী স্যান গো ডিপুটী স্যান। নাট সাহেব নাকি ঠিক করেছেন, তোমাদের বাবু যাবেন, ঐ দত্ত-বিবির সাহেব যাবে, বেচোর মার বেচো যাবে, ও পোড়াকপাল কোথায় যাব! বেচোর-মার বেচো আবার বেঁচে রইলো, মানুষ হলো, পাশ করে উকীল হলো, মাথায় পাগ বাঁধলে, এখন আবার পোড়া লোকে শুন্‌ছি বেচোকে বেচারাম বাবু বলে! তা ইংরিজি-বৌ, তুমি জুতুই পায়ে দাও আর চুল খুলে রাস্তাতেই বেরোও, তোমার বাছা ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে, মানুষের মেজাজ আছে, তুমি বাছা বাবুকে বোলে কোয়ে আমার এই নাতিটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বল।

ফেনি। আমি বল্‌লে কি হবে?

রামী। খুব হবে খুব হবে! তুমি বল্‌বে কি! হুকুম করবে,—তা হ'লে বাবু তো বাবু, বাবুর বাবাও শুনবে।

ফেনি। (জিব কাটিয়া) ও কি কথা গো, ও কি কথা!

রামী। কিছু মনে করো না দিদি ব'লে ফেলেছি! "বাবুর বাব।" "বাবুর বাবা" কেমন মিলে গেল, তাই ফস্ কোরে মুখ দে বেরিয়ে গেল; বাবুর বাবার বাবা বল্লেই ঠিক হতো, সম্পর্ক বিরুদ্ধ হতো না। তা দেখ ইংরিজি-বৌ এতে বাবুরও লোকসান নেই, সেই বিলেতে গিয়ে তো বাসা করতে হবে, সেখানে গোবর আমার বাসার কাজকর্ম্ম কর্ব্বে; হলো গঙ্গাজলটা-ফলটা আনলে, হলো লোক নেই, ভাতে-ভাত ভাতটাই চড়িয়ে দিলে, তার পর বাবুর তাঁবে কর্ম্ম করতে করতে ক্রমে যদি গোবর একটা পুঁটিরাম স্যানও হতে পারে, দেখে মরতে পারবো। আর নিয়ে যেতে বাবুর গাঁট থেকেও রেল-ভাড়া ফাড়া পড়বে না, সেই শুন্‌ছি গৌরী স্যান ব'লে কে একজন আছে, সেই সব টাকা-কড়ি দেবে।

ফেনি। তা তুমি তখন এস; বাবু বাড়ী আসুন, শুনি-টুনি, তার পর যা হয় হবে।

রামি। হেই মা, লক্ষ্মী দিদি আমার, মাথা খাও মরা মুখ দেখ নিমতলার ঘাটে রেখে এস, যাতে উপগারটি হয় তা করো; তুমি পাকা মাথায় সিঁদুর পর, তোমার পায়ের জুতো পায়েই থাক, তোমার কাল চুল ধূলোয় লুটুক, ডিপুটী স্যান হ'তে হ'তে বাবু আমার বল্লাল স্যান হোন উইল স্যান হোন! দেখো দেখি, তোমার ব্যাটা হ'লে সে পাশ করুক না করুক, তার বিয়ে দিয়ে আমি তোমায় পনের হাজার টাকা এনে দেব। ডিপুটী স্যানের ব্যাটা সে দারোগা হেন, তার বিয়ের ভাবনা কি? তবে আসি মা; আহা যেমন রূপ তেমনি গুণ, যেমন কথা তেমনি হাসি! মা, তুমি একটু একটু করে কাঠ-বেরালীর তেল খেও, বড় কাহিল হয়ে যাচ্ছ আর দেখ মা, মুটিয়ে উঠ্‌ছেন ঐ উমি মাগী সাহেবের বিবি হয়ে গরবে আর মাটীতে প পড়ে না, তবু কালা সাহেব! কেল্লার সাহে হ'লে না, জানি কি কর্ত্তিস্! মর্ মর্ মর্ গলায় দড়ি দিয়ে মর্—ডাক্তারখানায় ে যাক পেটে খড় পুরে চিড়িয়াখানায় রে দিক!

[রামীঘটকীর প্রস্থান

ফেনি। ডিপুটী স্থান—ডিপুটী স্থান? (চিন্তা) ওহো! বুঝেছি বুঝেছি, ডেপুটেস্থান্! ওহো, তলে তলে এই সব মতলব হচ্ছে! তাই বুঝি ক'দিন আমাকে বাড়ীতে ফেলে রেখে আলাদা গিয়ে পরামর্শ আঁটা হতো! আজ দেব-মন্দিরেও এ কথা আমাদের কাছে ভাঙ্গেনি। না, থাম্‌লো না, বাতিক বন্ধ হলো না! পালরাজার বংশ হলো, নটবর অক্কা-ফক্কা রাজ্যের রাজা করে দিলে, আমি রাজ রাণী, বিদুষক হলুম, তবু বাতিক থাম্‌লো না! আবার মতলব হয়েছে ডেপুটেসনের দল নিয়ে বিলেত যাওয়া হবে! চল চাঁদ চল, দেখি তোমার কত দৌড়।

(সুরে)

ছলিয়ে বে ঐচল্‌বে ফেনি উনি যেখানে।
বিনা পতি সঙ্গ অন্য রঙ্গ সতী কি জানে॥

আচ্ছা—বাস্তবিক আমরা কি হয়ে এলুম!

গীত।

আমরা কি হয়ে এলুম শেষ।
বৌটি সেজে ঘোম্‌টা দিতুম সে ছিল তো বেশ॥
মিলে-জুলে ননদ্‌ভাজে,
থাকতেম রত কত কাজে,
যেতেম ছুতো-নতায় মাঝে মাঝে,
যেথা হৃদয়েশ॥
এখন রান্না-বান্না ঘরের কাজ,
দেখে ঝি-চাকর আর মহারাজ,
আমাদের সকাল সাঁজে সাজ ফুরোয় না—
হয় না বাঁধা কেশ॥
এখন ছেলে মেয়ে দাইয়ের হাতে,
আশ মেটে না উঠে ছাতে,
যাই হাওয়া খেতে পতির সাথে
নাইক লাজের লেশ;
বাহবা বাবু, বাহবা বাবু,
খুব ক'রে তুলেছ দেশ॥

(অতি ব্যস্ত ধনগোপালের প্রবেশ।)

গোপা। (অত্যন্ত আহ্লাদে) ফেনি—ফেনি—ফেনি—

ফেনি। বাতাসা—বাতাসা—বাতাসা!

গোপা। ফেনি, চললুম—চললুম।

ফেনি। ভেরি গুড্, গুড্ বাই!

গোপা। বলি, কোথায় যাচ্ছি বুঝেছ?

ফেনি। না।

গোপা। জানতে চাও না?

ফেনি। ফুরসৎ নেই।

গোপা। কেন, এত কি কাজে ব্যস্ত?

ফেনি। পোর্টমেণ্টো সাজাতে।

গোপা। কেন, কোথায় যাবে?

ফেনি। চললুম।

গোপা। বলি কোথায়?

ফেনি। চললুম,—ঐ পর্য্যন্ত বস্!

গোপা। বলি আমরা যে বিলেত যাচ্ছি।

ফেনি। বলি আমরা যে অক্কা পাচ্চি।

গোপা। ওহো, অক্কা-ফক্কা? সে তো আগে যাব জাহাজ তৈরী, তোমরাও চল, তার পর তোমাদের সেখানে রেখে—

ফেনি। তোমরা উড়ে বেড়াবে, কেমন—নয়? তা হ'লে ঠিক জেন আমি অকা না হয় ফক্কা ফেনি অত ছক্কা-পাঞ্জা জানে না, সাফ কথা কয়। আমি তোমার উর্ম্মিলা সখীর মত লক্কা পায়রা নই যে স্বামী সঙ্গে থাক বা না থাক পেখম ছড়িয়ে বক্-বকম করে নৃত্য করে বেড়াব।

(ভাবেন, উর্ম্মিলা ও অন্যান্য নাগরীগণের প্রবেশ)

উর্ম্মি। বরাবর ফাঁকি দিয়ে আসছো, আর চলছে না—চলছে না; উর্ম্মিলা ইজ, নন্ অফ্ ইওর বিনি ননী সুশীলা;—কি বল ভাই ফেনিলা, তুমি আমাদের দলে তো? এবার আমাদের পালা, কেমন না ভাই?

ফেনি। পালাটাই কি আগে শুনি, কালীয়দমন, না মানভঞ্জন ?

উর্ম্মি। দুই-ই ; আগে পতিকুল-বিষধর কালীয়গণকে দমন কর্ব্বো, তার পর জুতো-শুদ্ধ পা ছড়িয়ে রামবল্লভদের "দেহি পদ-পল্লবমুদারম" বলাব।

ফেনি। তা বলিও, কিন্তু তোমরা ভাই হঠাৎ এসে একটা জমাট সিন্ নষ্ট করে ফেললে ; আমার আত্মাবল্লভ অকস্মাৎ বেগে গৃহপ্রবেশ করেই ব'লে ফেল্লেন "ফেনি চল্লুম" আমিও ভাই 'গুড বাই' ব'লে পতন ও মূর্চ্ছার চেষ্টা কচ্ছিলুম—

উর্ম্মি। আহা, তাই তো, তাই তো, তা হ'লে ত আমাদের "সখি, কর কি কর কি" ব'লে নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করা উচিত ছিল ; যত দোষ এই (ভাবেনের নাক ধরিয়া নাড়া দিয়া) সিলি শ্লিপি শ্লগার্ড প্রম্টারের।

ফেনি। এখন পালাটাই কি শুনি—ডেপুটী প্লান নাকি ?

উর্ম্মি। তবে ইন্‌ফরমেসন্ পেয়েছ ? জেনেছ আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কলব"্র-খানার হুজুকে ডেপুটেসনের ছুতো করে সব বিলেত যাবার পরামর্শ আঁটা হয়েছে ?এবার আমরা কিন্তু ছাড়ছিনে, কি বল ভাই ?

ভাবেন। গোপাল এ তো বড় মুস্কিল ভাই, মিসেস্ ড্যাটা বলেন যে এবার যদি ডেপুটেসন্ পাঠান হয় তা হ'লে মহিলাদের পাঠাতে হবে।

উর্ম্মি। সার্‌টেন্‌লি! নিশ্চয়!

গোপা। তা হ'লে অক্কা-ফক্কা রাজ্যের ভার কার হাতে দিয়ে যাব ?

উর্ম্মি। সে আমি বন্দোবস্ত করবো, হয় রিসিভর্ অ্যাপয়েন্ট্ হবে, না হয় রাজ্য কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডের জিম্মা থাকবে। তোমরা তো বার বার ডেপুটেসনে গেছ, করেছ কি ? হয়েছে কি ? পুরুষ মানুষ,কারুর চোখ দুটো ছুঁপিডের মত, কারুর মুখে এক গাল দাড়ী, কারুর আপাদ লুণ্ঠিত চাপকান,—

ফেনি। কারুর মস্তকে সালের শকট-চক্র! কারুর উদর বেলুনের সহোদর! কারুর কণ্ঠে বায়সের বাসা! কারুর কীর্ত্তিনাশায় ডুবেছে নাসা!

উর্ম্মি। এই সব অদ্ভুত কর্ক্কশ জীবের সাধ্য কি ভোট সংগ্রহ করে! আমরা বিলেত গেলে যখন যে সায়ারে গিয়ে দাঁড়াব, তখন সেইখানে ফায়ার ছড়াব! আমরা যখন লেক্-চার দেব, তখন লোকে যেন পিক্‌চার দেখবে! আমাদের দৃষ্টিতে ইলেক্টরেরা ইলে কুটিফায়েড্ হবে! তোমরা দশ ব্যারেল বিয়ার খরচ করে যে কাজ না পারবে, আমাদের এক নন্‌প্যারেল স্মাইলে তা হাঁসিল হবে। যিনি যত বড় কন্সার্ভেটিভ্ হোন, আমাদের তরল সরলতায় তাঁকে লিবারেল্ হ'তেই হবে ; দেখো—দেখো, সমস্ত ভারতবর্ষ না হোক, বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালীকে দোয়াবই দোয়াব! যেমন গ্রেট্ ব্রিটেন্ এণ্ড আয়ারলেণ্ড আছে, তেমনি আমাদের রাজ্য হবে, বেঙ্গল এণ্ড অক্কা-ফক্কা।

ভাবে। তবে তাই হবে, মোদ্দাৎ এখানে আর দেরি কল্লে ক্যাপ্‌টেন্ আমাদের ফেলে এখনি জাহাজ ছেড়ে দেবে, গাড়ী তৈয়ারি এস উঠে পড়ি।

গোপা। তাই তো ভাই তো—চল। মাই নেটিভ্ ল্যাণ্ড! গুড্ বাই!

সকলে। মাই নেটিভ্ ল্যাণ্ড, প্রাতঃ-প্রণাম!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(মুক্তারাম, মহেশ, প্রাণবন্ধু ও যদু)

মহে। গেছে?

প্রাণ। আজ্ঞা হঃ! এইক্ষণ কাপ্তান সাহেব বদর-বদর ব'লে জাহাজ খুলে গ্যাছেন, আমি আপনাকে তহবিলটা বুঝায়ে দিয়ে রাত্রের গারীতে গিয়ে ডায়মণ্ডহারবরে জাহাজ ধরবো।

মুক্তা। গেছে! তরী ভেসেছে! গোপিকাগণকে বক্ষে ল'য়ে যমুনায় উজান চলেছে!

প্রাণ। আপনি গোপী গোপী কয়েন্ কারে? ও বুঝছি বুঝছি, ঐ উর্ম্মিলা ফেনিলা ঠাক্রানের দল, তাঁরা যাইবন্ না তা রাজ্য চালাইব কেটা? আবার তাঁরাই শোন্‌ছি ডেপুটী সনে যাইবোন।

মহে। আচ্ছা প্রাণবন্ধু, তুমি এগোও, আমরাও দেরি করবো না, হয় তো রেঙ্গুন মেলেই যাচ্ছি।

প্রাণ। উত্তম উত্তম—বোরই উত্তম অইব! আপনারা দুই সপবুদা এক জোট অইলে প্রাণবন্ধুর বোরই আনন্দ অইব। ওঃ! রাজামশায় ও রাণীঠাকরাণদের লইয়ে জাহাজের বাঁশী যহন বোঁ বোঁ কইরে বাজলো, তহন আমার বুকের মধ্যি পরাণ যেন কাল পাবৃতি লাগলো!

মুক্তা। (সুরে)

বাঁশী বাজে—বাজে কাননে।
ধায় গোপীকুল, দোলে এলো চুল,
ঝরে বনফুল আকুল আননে॥
আজি মধুবন, সে কাল নয়ন,
কেন জাগে মনে।
পাপী ছলিতে কলিতে দেখি যে,
গোপী সেজেছে সাটিনে সেমিজে,
পদে গোপরামা, পরেছে বিনামা,
গালে লাল রঙ মেখেছে গোপনে॥

(খগপতির প্রবেশ)

সকলে। এ কে রে বাপু?

প্রাণ। এ চ্যাংরা পোলা কেডারে? এ কেমুন সাজ সাজছো দ্যাহি?

খগ। আপনারাই কি দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করছেন?

যদু। তা তুমি কোথায় শুনলে? তা তুমি কি—

খগ। (সোৎসাহে বক্তৃতার ধরণে) আপনারা ধন্য! ধন্য সেই ভারতরমণী যিনি আপনাদিগকে ভারতবর্ষে বর্ষণ করিয়াছিলেন! ধন্য, ধন্য, তিনবার ধন্য সেই মিনিট যে ষষ্টি বা sixty সেকেণ্ডের সমবেত সমষ্টিতে আপনারা ভারত-ভূমিতে ভূমিষ্ঠিত হইয়াছিলেন! আমি—আমি—আমি স্বয়ং দ্বিপদের উপর দণ্ডায়মানিত হইয়া কর্ণ-পটহ-ফট্টায়মান-পটু স্বরে জলন্ত উৎসাহের উচ্ছ্বাসে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আবার বলিতেছি—
I defy all contradictions all jurisdictions, all justifications, all hallucination, all Vauination, and if there be any valitudinarian in this vale of tearfull tears and fearfull fears—I—I—I (বিষম লাগিল)

প্রাণ। ধাই মা জলে ডুবছে!—ধাই মা জলে ডুবছে!

খগ। Now dont disturb you East Bengal Asamese; ycu are nobody—go out from Calcutta boy. the command of His Excellency

the Viceroy and Governor Genaral of India, I order you to go out instantaneous. Your Bengal country is bisected from our Bengal—we have decapitionized you, go—go—go to the tail—we are the head portion. Do you know who am I? I am the most Nationalist of all national native of Great Britain and Iceland. I have come to tell these noble gentlemen যে তাঁরা আমাদের দিনের মহা জলন্ত প্রশ্ন—the buruing question of the day,—ডিসিসনাইজড্ করে they have deserved my most humblest modestest but Aristo cratic thanks.

প্রাণ। ইসে এ নতুন দেখলাম! যে সন কলকাত্তায় প্রথম আসি, যাদুগর দ্যাখলাম, তাজ্জব অলাম! সাতপুকুর দেখলাম তাজ্জব অলাম! গোরার নাচ, দ্যাখলাম তাজ্জব অলাম! লাটসায়েবের বারী দ্যাখলাম; চৌগুরী দ্যাখলাম, মানোয়ারি জাহাজ দ্যাখলাম, চিরিয়াখানা দ্যাখলাম;—ইসে ইঁয়ারে দ্যাইখে যেরূপ তাজ্জব অইছি এমন বাপের কালে অই নাই! বাবুজীর নাম-টাম কিছু আছে?

খগ। ইয়েস্ আছে, শুধু নাম আছে, নামডাক আছে। My names is the খ্যাগাপটি গ্যাঙ্গেপ্যাটিয়া—এল্-এফ।

বদু। এল্-এফ, কি বাবু?

খগ। (সগর্ব্বে) জানেন না, আমার ইউনিভারসিটির ডিগ্রী,—এল্-এফ কি না এল্এ ফেল। আমার পোষাক টোষাক দেখে আপনারা আশ্চর্য্য হচ্চেন! আপনারা—আপনারা—যে মহৎমহিম মহোদয়রা স্বদেশীয়া শিল্পলতিকাকে প্র্যাক্টিক্যালত্ব-রূপ সহকার-তরুতে তুলে দিয়ে তারা কোমল করপল্লবমূলে চাঁদা রূপ জল-সঞ্চরণ করছেন তাঁরা আশ্চর্য্য হচ্ছেন তাঁর আশ্চর্য্য হচ্ছেন? ও ভারত! ও ভারত! ওহো বন্দেমাতরং বেঙ্গল—মাতা!

মুক্তা। না না, আশ্চর্য্য হব কেন? ব্যাখ্যা কর বাপু ব্যাখ্যা কর। গোপী ভজ! গোপী ভজ!

খগ। আমি শপথ করেছি, যদিও আমার পিতা আমার ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছেন, তথাপি তার বদন-সমক্ষে বীর-দর্পে শপথ করেছি যে, বিলাতি কাপড় পর্‌বো না বিলাতি কুমড়ো কিনবো না, বিলাতি ছাতা মাথায় দিব না, বিলাতি সিগারেট টান্‌ব না, বিলাতি ব্রাণ্ডি খাব না, বিলাতি জুতা পায়ে দেব না, বিলাতি আমড়া ছোঁব না, বিলাতি ছুরী গলায় দেব না, বিলাতি ছিড় খাব না, বিলাতি—বিলাতি—বিলাতি আপিসে চাকরী করলে দেড় শো টাকার কম মাইনে নেব না, বিলাতি বিবি বে করলে তাঁকে বোম্বে-শাড়ী পরাব,—শাড়ী পরাব—শাড়ী পরাব—

প্রাণ। (কৃত্রিম ক্রন্দন করিয়া) ইসে পোলা বাচবে কেম্‌নে? বাচবে কেম্‌নে? বাচবে কেম্‌নে? কও না বাবজী?

মুক্তা। তা তুমি এখানে এসেছ কি মনে করে?

খগ। "তুমি" কি? "আপনি" বলুন, আপনি ব'লে কথা কন,—"তুমি" কি?

মুক্তা। ঘাট হয়েছে বাবা! মশায়ের এখন প্রয়োজনটা কি?

খগ। প্রয়োজন শুনলে আপনারা এখনি আনন্দে লম্ফ প্রদান করবেন, অহ্লাদে স্ফূর্তি স্ফাটিত হইবেন!

যদু। বটে বটে।

খগ। হাঁ! জানেন আমি কি করবো?

প্রাণ। লম্বাদহ?

খগ। না তুচ্ছ কথা, আমি বিলাত যাব।

মুক্তা। সত্যি?

খগ। ইয়েস্, স্কুল ছেড়ে অবধি আমি মিথ্যা কথা কই না।

যদু। কবে যাওয়া হচ্ছে?

খগ। এখনি যেতে পারি টাকা দিন আপনারা টাকা দিন।

মহে। হ্যাঃ হ্যাঃ! তুমি বুঝি এই কণ্ডের টাকায় মজা মারবার জন্যে এসেছ? সে তোমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে নয়। চলুন মুক্তামাধববাবু, এস প্রাণবন্ধু, এস যদু, ঢের কাজ হাতে আছে। ফক্কা দ্বীপে যাবার জন্ম ডাকৃছে চল যাই দেখা যাক না শেষটা কি হয়।

প্রাণ। আজ্ঞা আজ্ঞা জলের গতিক বুঝেই ছত্র ধরা যাইব।

মুক্তা। চল। প্রভু তোমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা! গোপী ভজ। গোপী ভজ!

[প্রস্থান।

খগ। ঘৃণা-ব্যঞ্জক রোষে মহেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) Imposters, play! posters! postmasters! monsters! Manchesters! Court-jesters! tea-tasters! Chadney-ulsters! may plague-pesters and dice disasters attend yon in Patronaster Row! Go—Go—Go Ophelia—Go to a Nunnery go and remember me in thy Horizons!

(অন্য দিকে প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অক্কা-ফক্কা দ্বীপ।

গোপাল, ভাবেন, দুঃখীরাম, নটবর, বিজ্ঞানকৃষ্ণ, প্রাণবন্ধু, উর্ম্মিলা কেনিলা ইত্যাদি।

নারীগণের গীত।

টল্-মল্ টল্-মল্ দোলে মাটী।
পড়ি ঢলে ঢলে কে কা'র গায়ে,—
কোথা রাখি পাটি।
সই কি বোলবো তোরে,
মাথা বন্-বন্ ঘোরে,
তরী দুল্‌লো ভারি চ'লে উজোন ভাঁটী।
গা গো এমনি এ্যালায়,
যদি সে বাহু ম্যালায়,
হেলায় তার দেহে হেলে হেথায় হাটি;—
(উহুঃ) কেমন-কেমন করে মন মাটী-মাটী।

গোপা। ও My Vitals একেই বলে Sea-sickness.

নট। জাহাজখানি জল-প্লাবনের পর নোয়ার জন্য তৈয়ার হয়েছিল, নইলে অত দুল্‌তো না।

প্রাণ। বাপ! বাপ! দোলন্ কৈনু কারে? কুতলপুরে তৃতীয় দফা বিবাহ করতে গিয়ে ম্যাথনার পাথনায় পড়ছিলাম, নাও-থানাকে যেন চোবান দিতি লাগলো, কিন্তু এ হালার জাহাজ তাঁরো অধিকে জোবর, আহের ভিতর উচোর-পাচোর কইরে দিছে।

ভাবে। ওঃ, সি-সিক্‌নেস্ ভয়ানক জিনিস! আমি যখন বিলেত যাই, তখন

ক্যাবিনের ভেতর মুখ গুঁজড়ে পড়ে ছিলুম।

উর্দ্মি। আর মশাই আজকে কোথায় মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলেন? আমি যখন কোয়ার্টার ডেক্ থেকে নাবি তখন আমায় হেল্প করবার জন্ত একখানাও আরম্ ছিল না, ফাই!

দুঃখী। কেন, আমি তো হাত বাড়িয়ে আপনাকে ধর্‌তে গেছলুম, তা আপনি আমার পানে যে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থর্‌থর্ করে ওই হ্যাচ্‌ওয়ে না কি বলে তার দিকে চ'লে গেলেন; তখন ত দেখলুম একটু পাও টললো না—গাও হেল্‌লো না।

উর্দ্মি। আপনি আমার কাছে এসে ছিলেন কেন? আপনাকে কি আমি ডেকেছিলুম?

দুঃখী। তা তো বটেই, আমি কাছে গেলেই চটবেনই তো—আমার গায়ে তো ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ ভর্‌ভর্ করে না॥

উর্দ্মি। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ না থাকলেও চলে, কিন্তু তা ব'লে বোট্‌কা গন্ধ সহ্য করা যায় না।

দুঃখী। শুনছেন নটবরবাবু শুনছেন? আমার এ সঙ্গে আসাটাই ভাল হয়নি।

নট। যেতে দিন যেতে দিন।

গোপা। দুঃখীরাম! তুমি সীতারামের বংশধর হয়ে লেডীর মান রাখতে জান না? এখন ওঁদের মাথার ভেতর সাইক্লোন উঠেছে, বুকের মাঝে টাইফুন ছুটেছে, এখন কিসে ওঁরা ঠাণ্ডা হন তাই করা আমাদের উচিত।

উর্দ্মি। ও—আই—এ্যাম্—ফেণ্টিং!

নট। যাও যাও, শীঘ্র কেউ যাও, আমার ব্যাগকেটের ভেতর কমলা-লেবু আছে তাই এনে মিসেস্ ব্যাটাকে দাও। তোমরাও এক আধটা কমলা-লেবু খাও, এখনি সব ভাল হয়ে যাবে।

(সকলের "যাও যাও" "কমলা-লেবু আন" বলিয়া চীৎকার ও ব্যস্ততা প্রদর্শন)

প্রাণ। লও,এ তাম্‌সা তো মন্দ নয়! বলি আপনারা কোমলা কোমলা কইরে কাল পাড়ছেন কিসের লগে? কোমলা কি হোস্ত-পদ-বিশিষ্ট মনিষ্য না লাঙ্গুলধারী কুর্ত্তা? যে নাম ধইরে ডাক পার্‌লেই ছুট মেরে আইসে হাজির হব? রও আমি যাইয়ে আনছি।

[প্রস্থান।

দুঃখী। এই তো কমলা-লেবু ছিল, আর আমি যখন চাইলুম তখন কেউ কথা কইলেন না!

(প্রাণবন্ধুর কমলা-লেবু লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

প্রাণ। এই লন—এই লন কোম্‌লা।

দুঃখী দিন দিন আমায় একটা আগে দিন, আমার বড়—

প্রাণ। আরে রয়েন, আগে লেডিসিপেরা খাইবন্, শ্রীযুতরা খাইবন, যাঁরা রাজা অম্বিবন্ তাঁদিগের বোগ অইব।

দুঃখী। কি! এই বুঝি সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাব?

গোপা। দুঃখীরাম, ঢের লাইম-জুশ আছে খাও গে না।

দুঃখী। লাইমজুশ খেয়ে খেয়ে আমার দাঁত চুণ হয়ে গেছে, আর খেতে পারি না।

ভাবে। তবে কমলালেবুও পাবে না।

দুঃখী। আমি তো ব্যাচিলার, আমার লেডী থাকলে তো একটা ভাগ পেতুম, সেইটা দাও আমায়।

উর্দ্মি। দুঃখীরামবাবু আপনি বড়

অসভ্য! খাবার জন্য অত কেন? চেয়ে খেতে লজ্জা করে না?

দুঃখী। আমি তো মূচ্ছা যাব ব'লে ভয় দেখালেই সাতজনে এনে দেবে না! কাজেই স্পষ্ট না চেয়ে করি কি? আপনি তো দেখতে দেখতে গোটা পাঁচসাত খেলেন, আর আমি শুধু চেয়েই অসভ্য হলেম? আমার কেউ নেই কেউ নেই! দেখছি এ ভারতে যার স্ত্রী নেই তার কেউ নেই! কেউ নেই! তারে কেউ দেখে না;—

প্রাণ। হু হু, মাতৃহীন শিশুপ্রায়।

ফেনি। এস দুঃখীরামবাবু, আমি তোমায় আমার ভাগ থেকে দিচ্ছি দুঃখ করো না।

দুঃখী। না, আমি খাব না।

ফেনি। হোক হোক, মাথা খাও মাথা খাও।

উর্ম্মি। অশ্লীল—অশ্লীল!

প্রাণ। কোন্‌ডা অশ্লীল ঠাক্‌রাণ? কোমলা ভৈক্ষণ না মস্তক ভৈক্ষণ?

ফেনি। নাও দুঃখীরাম বাবু, রাগ করো না, আমি হাতে করে দিচ্ছি খেয়ে ফেল।

গোপা। ফেনি—ফেনি!

ফেনি। সেলাম পঁহুছে মহারাজ!

গোপা। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আগে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ফেনি। প্রজার কান্নায় কর্ণপাত করা রাজমহিষীর তার চেয়ে বেশী কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞান। কি! আমি থাকতে কমলালেবুর জন্য প্রজাদের কষ্ট? আপনারা সায়েন্স জানেন না তাই একবোঝা কমলা কষ্ট করে এতদূর ব'য়ে এনেছেন, ও ক'টা ফুরিয়ে গেলে একেবারে হেল্‌পলেস্‌ হয়ে পড়বেন; কিন্তু আমার সঙ্গে এমন জিনিস আছে যে তার দ্বারা অগণন কমলা-লেবুগণ প্রসব হ'তে পারবে।

প্রাণ। কোমলার বাচ্চা অইব! এ বর চমৎকার কইলেন, কথাটা একবার ব্যাখ্যা করেই কয়েন।

বিজ্ঞান। আলকাতরা থেকে এমন কোমলা লেবু প্রস্তুত—

উর্ম্মি। বলি যে কাজের জন্য আসা হলো তার কিছু কর্ব্বে না কমলালেবু খাওয়াখায়ি কর্‌বে?

দুঃখী। (আত্মগত) চমৎকার! নিজে গোটা আষ্টেক পেটেপুরে ঠাণ্ডা হলেন কি না, আর আমাদের দেখ্‌ছি নাম করেও জিভ্‌টা জুড়োবার যো নেই।

উর্ম্মি। এ তো চার দিকেই বালি ধূ ধূ করছে, আমরা থাকবো কোথায়? এখানে ঘর নেই, বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, মানুষ নেই, আমার বুকের ভেতর হু হু করছে!

(গীত)

সদা সচকিত বিচলিত চিত্ত
হু হু হু হু করে।
বিগলিত কেশে আলুথালু বেশে,
এসে বালুচরে॥
হেথা বাষ্প বা বিজলী নগরে না জ্বলে,
নলবাহী জল নাহি ঝরে কলে,
চপলার বলে বীজনী-ব্যজন,
নাহি ঘরে ঘরে॥
প্রাসাদের হার কোথা পথে গাঁথা,
বিপণি-বাহার যথা কলিকাতা,
অশ্ব বা বিদ্যুতে রথ গতায়াতে,
নাহি সহর শিহরে;—
কোথায় রোদন বিরহ-বেদন,
প্রেম-আলাপন সঙ্গীত-লহরে॥

নষ্ট। এই নাও, এই [illegible]

দ্বীপ, কেমন আমার কথা মিললো এখন? নাও এইখানে বাড়ী-ঘর-দোর্ প্রস্তুত করে ভোগ-দখল করিতে রহ।

প্রাণ। তবেই তো ঠকাইছে! ইসে এযে মুস্কিল কর্‌লে! রাজমজুর, ছুতারমিস্ত্রী কিছুই তো সঙ্গে আনন অয়নি।

ভাবে। কি! আমরা কি ইতর ছোটলোক পরাধীন দাস, যে নিজে হাতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো তবে ভোগ কর্‌বো?

গোপা। উঃ কি অত্যাচার! কি অত্যাচার!

ফেনি। এ্যাজিটেশন কর, প্রাণনাথ! এ্যাজিটেশন কর, নইলে আর তো উপায় দেখিনি।

দুঃখী। আপাততঃ খানকতক চালা-টালা বেঁধে থাকুন নয়। রোম্ ওয়াজ নট্ বিল্‌ট্ ইন্ এ ডে। এস সকলে রবিন্‌সন্ ক্রুসো হয়ে যাই।

প্রাণ। ঠ্যান্ ঠ্যান্, একটা দাও ফাও থাকে তো ঠ্যান্; ঠ্যাহি ওই বনটার মধ্যি বাঁশ-কাঁস থাকে তো কাট্টে আনি।

নট। মা ভৈঃ মা ভৈঃ! সব হবে! যখন আমি আছি, তখন সব হবে। "কুরুক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে চারুনেত্রে চ বা তুহি।" কূর্ম্মরূপে মেদিনী ধরেছি, বরাহরূপে—রূপে—রূপে—সেই যে কি করেছি? ইচ্ছায় কি না হয়? ব্রহ্মডিম্ব ফোটে সৃষ্টি-বাচ্ছা টোটে। লেট্ দেয়ার বি লাইট এ্যাণ্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। নটবরের ইচ্ছায় সাহেবেরা তাঁবু ফেলে দেবে, সাহেবরাই দানা ঘাস দেবে।

ভাবে। ভেরি গুড ডোন্‌ট্ মাইণ্ড, আমি তো বাবাকে ব'লে এসেছি যে রিসার্চ সকলে

বালি খুঁড়তে আরম্ভ কর, যখন ভূমি-কম্পে এ দ্বীপ সাগরগর্ভ থেকে উঠেছে, তখন অবশ্যই মাটীর ভেতর কোন পুরাতন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে।

বিজ্ঞান। কিছু করতে হবে না কিছু করতে হবে না, শ্রম করে কোদাল পেড়ে বালি খুঁড়তে যাবেন কেন? আমি ছটাক-খানেক বিদ্যুতের যোগাড় দেখছি, পেলেই তার বলে প্রোথিত নগরী চড়াৎ করে তুলে দেব। একটু বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ কোথায় পাওয়া যায়?

প্রাণ। যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তবে ঠাকুরাণদের চক্ষের মধ্যেই আছেন, কিঞ্চিৎ কৃপা-কটাক্ষপাত করলেই আপনি বিদ্যুত পাইতিও পায়েন বজ্রও পাইতি পারেন, আর বৃষ্টি তো হামেসাই আছে।

বিজ্ঞা। না না, একটু দস্তা—দস্তা, কারুর কাছে একটু দস্তা আছে কি? ড্যাটাসাহেব, আপনার পোর্টম্যাণ্টে কি আছে?

ভাবে। তিনটা ক্লিন সার্ট আর তিন জোড়া কলার আছে।

বিজ্ঞান। পরবার কাপড়ের কথা হচ্ছে না, তা ছাড়া—

ভাবে। উইক্‌লি নোট্‌সের লাষ্ট দু-নম্বর আছে, বষ্টিডের ক্যাল্‌কাটা, কিপলিঙের সোল্‌জারস্ থি আর আসবার সময় ওয়াটসন্ সমার্সের বাড়ী থেকে উর্ম্মিলার জন্যে তিন আউন্স চুল এনেছিলুম তা আমার পোর্টম্যাণ্টেই আছে।

বিজ্ঞা। তা হ'লে রাজ্যের উন্নতির জন্য বুঝি কিছুই আনেন নি?

ভাবে। কেন আনব না? আমাকে কি এমনি আহাম্মুখ পেলেন? Adam Smith's Wealth of Nations—

বেচারাম বাবু কিছু এনেছেন কি?

বেচা। ষ্ট্যাম্প-এক্ট এনেছিলুম আর কন্‌ভিয়াবস্ খানাও সঙ্গে আছে তা এখানে আদালত টাদালত ও দিকে থাক, একটা রেজেষ্টরী আফিসও দেখছিনি যে দুটো একটা আইডেন্‌টীফাই করেও কিছু পাওয়া যায়।

রমা। আমি মশাই অমনি তাড়াতাড়ি এক কাপড়েই চ'লে এসেছি, মনে করেছিলেম এখানে সব পাব।

প্রাণবন্ধু। হু হু রমানাথ বাবু বিবেচক ব্যক্তি, ভাবছিলেন যখন এমন একটা নবরাজ্যে যাইছি, তখন সেথায় দুই একটা শ্বশুরালয় অবশ্যই থাকব।

দুঃখীরাম। আমার কাছে সব ভাল ভাল জিনিসই আছে,—চ্যবনপ্রাশ,অশোকামৃত, মদনানন্দ চূর্ণ, দুখীরাম-বটিকা, নগদ মূল্য দেবে- পাবে।

গোপা। আমিও হন্‌টারস্ এস্‌ট্যাটিস্‌টিক্ অফ বেঙ্গলের একটা ভলম্ আর নিজের জিনিওলজিক্যাল টেবল তয়েরি করে এনেছি, তা ছাড়া আর কিছু আনিনি, তবে ফেনিলা যদি কিছু এনে থাকে।

ফেনিলা। আমি চিরকেলে গুছুনে গিন্নী-বান্নি মানুষ, আমায় কি কিছু বলতে হয়, আমি যা যা এনেছি একটু পরে সকলেরই তা দরকার হবে।

সকলে। সকলের দরকার হবে? সে কি! কি জিনিস?

ফেনিলা। এই ধরগে মধ্যমনারাণ তৈল, তার পর ছ সিসি মস্‌টার্ড, পাগলের বৈদ্যুতিক মহোষধ, আট বাণ্ডিল লাকলাইন দড়ি, দু ডজন পাগলা কালীর বালা, আর—

প্রাণ। উত্তম করছেন উত্তম করছেন ঠাকুরাণ, আপনি অতি শুভঙ্করী; আমরা তাজী মানুষ, খাই না খাই, ঔষধ সঙ্গে রইল করা বরই আবিশুক। আমিও আসনকালে লালমোহন বাবুরে ধইরে তিনটা সর্বজ্বর-গজসিংহ আর দুই কৌটা দক্র-হুতাশন আনছি। বাঙ্গালী মানুষ যেহানে যাইমু, ম্যালেরিয়া তো সাথে যাইবই। আর বাবুগোর যেরূপ চুলকানি ত্যাখলাম তা'তে আঁচ কল্লাম দক্র হকল জনার আছেই আছে।

বিজ্ঞান। ভাল কাজ করেন নি ভাল কাজ করেন নি। আচ্ছা কুচপরোয়া নেই, বিজ্ঞান বেঁচে থাক, আমি সবই সরবরাহ করতে পারবো, তবে ওই একটু বিদ্যুৎ চাই, বিদ্যুৎ চাই, একখানা দস্তা,—

নটবর। চুপ চুপ, সাহেব আসছেন সাহেব আসছেন।

সকলে। (সাশ্চর্য্যে) সাহেব! আমাদের রাজ্যে সাহেব!

ভাবেন্দ্র। কি, আক্রমণ করবে নাকি? যুদ্ধ?

গোপা। ফেনি ফেনি! একখানা রেড-ক্রস্ রুমাল, একখানা রেড-ক্রস্ রুমাল! আমি ছড়ি গাছটায় বেঁধে উঁচু ক'রে ধরি, হাঁসপাতাল ভাববে, ফায়ার করবে না।

(মিষ্টার বোডল্যামের বন্দুক হস্তে প্রবেশ)

সাহেব। ইএস্ ফাইন্ সুটিং হিয়ার, এস্‌নাইপস্ এণ্ড পাটরিজেস,—লটস্ অফ্ দেম্।

ভাবে। ডোণ্ট ফায়ার ডোণ্ট ফায়ার! হিয়ার আর লেডিজ্।

গোপা। উনডেড্ সোলজারস্ এণ্ড ডিসেন্‌ট্রি হস্‌পিটাল।

প্রাণ। ইএস-নো বেরিওয়েল সাহেব, তোমরা বড় ব্যক্তি, যাইয়াযাদের সোণার তৈক্ষা কয়, ঐ কামানটা মাটিতে খোও।

আমরা স্বাধীন হইছি, রাজ্য করতে আস্ছি, বর পাই নাই, তথাপি সাবধানের বিনাশ নাই।

সাহেব। টোমরা আমাকে কি নিচ্ছো? হামি টোমাদের বণ্ডু আছে, এই বণ্ডুক পক্ষী শীকার করে, মানুষ মারটে নয়।

রমা। আরে দৈবাৎ সাহেব দৈবাৎ, এমন তো কত হয়ে গেছে।

দুঃখী। তাই তো মনুষ্য পক্ষীজাতি, এই মনে ক'রে ভুলে দু এক ছর্‌রা ছাড়তে পারতো।

বেচা। (একান্তে) একটা হয়ে গেলে আপত্তি নেই, প্রথমেই ক্রিমিন্তাল কেশ; ম্যান্‌-স্লটার—শুভ যাত্রা।

সাহেব। হামাকে গভর্ণমেণ্ট পেঠিয়েছে, টোমাডের খবরডারি লিটে।

ভাবেন। কেন কেন? আমরা এ রাজ্যে রেসিডেণ্ট থাকতে দেব কি না, সে বিষয় আগে আমাদের অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল।

বেচা। আর আমরা কিছু নেহাত নাবালক নই যে বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যাবে।

সাহেব। নেই নেই হামি রেসিডেণ্ট না আছে, পোলিটিক্যাল এজেণ্ট না আছে, কোর্ট অফ ওয়ার্ড বি না আছে; হামি লিউনেটিক কমিশনার আছে।

বিজ্ঞান। লিউনেটিক! লুনা—মুন্! তবে আপনি কি চন্দ্রলোক থেকে এলেন? কিসে আসা হলো? ডিনামাইটে, না ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফে?

নটবর। না না, তোমরা বুঝছো না হে, ইনি জ্ঞানের জন্যই এসেছেন, তোমাদের সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।

রবানাথ। বন্দোবস্ত! সেটল্‌মেণ্ট? (সাহেবের প্রতি জনান্তিকে) সাহেব! যদি সেটলমেণ্ট আফিস খোলেন, তা হ'লে আমায় রাখবেন, আমি সারভে স্কুলের পাশ, জরিপ-টরিপ সব জানি।

বেচা। মাই লর্ড! ব্রিটিশ জস্টিস্! ফৌজদারি দেওয়ানি দুটো আদালত এখানে খোলা একান্ত আবশ্যক। আর ষ্ট্যাম্প এক্টটা ঝাঁ ক'রে জারি ক'রে দিন, ফি ইন্‌ভিটেশন্ লেটারেও আটআনা ক'রে রেভেনিউ।

দুঃখী। সাব্! আমাকে ভুলিয়ে এনেছে, নইলে আমি চিরকাল নয়েল, চাকরী-বাকরী কত্তে পারব না বড় দুর্ব্বল দেহ, তবে বাঙ্গলাতে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মর্কটের লম্ফের তারতম্য" ব'লে একখানা বই লিখেছিলুম তাই—

সাহেব। কেয়া মাংটা?

দুঃখী। কুচ পেন্‌সন্, বিদ্যা দেখকে নেই, আপনাদের সামনে এত বড় আস্পর্দ্ধা হাম নেই রাখতা, তবে আমার নাম দুঃখীরাম এই বুঝকে—

সাহেব। নেই নেই, যাও রাজ কোর রাজ কোর।

প্রাণ। আরে কি কিচির-মিচির কইরে সাহেবকে দিক্ কর। হুজুর! যদি পাটের কল বসাইবন, আপনার গোলাম এই প্রাণ-বন্ধুরে কইবন। আমার তালুই তম্বুরাম তালুকদার সিরাজগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তি। আর যদি ইন্‌সিয়র আফিস খোলেন, দলালিও কর্‌তি পারি।

ফেনিলা। (গোপালের প্রতি) প্রাণেশ্বর, ঐ দেখ ফিস্ ফিস্ ক'রে যে যার কাজ গুচুচ্ছে, তুমি এই বেলা রাজা হবার দরখাস্ত-খানা দাখিল কর না।

গোপা। অঁ্যা—তা—সে কি স্বাধীন হয়ে আবার—

কেনিলা। তুমি বোঝনা বোঝনা, স্বাধীন হও আর যা হও, সাহেব,—সাহেব! দেখলেই সেলাম কত্তেও হয় দরখাস্তও দিতে হয়।

গোপাল। Sir Being given to understand that a Kingship is vacant under your Highness, I beg most respectfully to offer myself a candidate for the same. As for my qualifications I was honorably plucked in the B. A. Examination of the Calcutta Municipality—এ্যাঁ এ্যাঁ Calcutta University, Afterwards I entered the office of Messrs Gibbet R & Co. as a volunteer and gradually rose to the post of Prime Minister of the Godowns as well as the Storekeeper of his stolen goods, then—

উর্ম্মিলা। ফাই ফাই! ধিক্ ধিক্! সাহেব আপনি ওই কাপুরুষের কথায় কর্ণপাত করবেন না; রাজাগিরি কি চাকরী যে, ঐ বাঙ্গালী-কুল-কলঙ্ক গোপালাধম—

গোপাল। দেখুন কি বলবো আপনি লেডি, নইলে—

ভাবেন্দ্র। (রাগিয়া) কি করতে? দেখ গোপাল!

উর্ম্মিলা। সাইলেন্স হজ্‌ব্যাণ্ড! আমার যুদ্ধ আমায় কত্তে দাও, আই রিনাউন্‌স্ মাই রাইট অ্যাজ এ উওম্যান। এস, কম্ ফাইট।

কেনিলা। না, আমার স্বামী রাজা বটে, কিন্তু রামচন্দ্র নয়, কখনই তাড়কা-বধ করতে পাবেন না।

সাহেব। (উঠিয়া) হামি চল্‌লে, টোম্ লোগ বড়া গোল করুচে! (প্রস্থানোদ্যত)

প্রাণ। (সাহেবের চরণে পড়িয়া) নেভার যাইও, নেভার যাইও! যাইও না সাব্ যাইও না; তুমি অধিষ্ঠান করছিলে মজলিস যেন হাস্‌ছিল, ওমন পাকা রং ওমন চিকণ দারী আর কোথায় দেখমু! আমাগোর ছাইরে যাইও না, ত্যাগ করিও না, ডোণ্ট ডাইভোর্স মি; যগুপি যাবা, তবে এই চিৎ হলাম, বুকের উপর বুটটা চাপাইয়ে ষ্ট্রেট্-ফর-ওয়ার্ড মার্চ্চ ক্যাস্ কইরে যাও।

সাহেব। উঠাও, উঠাও—ষ্ট্যাণ্ড্ অপ্।

প্রাণ। (উঠিয়া) রৈক্ষা করেন—রৈক্ষা করেন—প্রোটেক্‌টো—কিপ্।

সাহেব। টোমরা রাজ্য করুবে, কিন্তু কিছু জানে না; পাগল বি ঠিক্ না, হামি টৌমাডের লিয়ে বরা মুস্কিলে পড়লো।

ভাবেন্দ্র। এ্যাজ লিউনেটিক্ কমিশনার ইউ আর বাউণ্ড টু সপ্লাই আওয়ার রেসন্ হিয়ার।

সাহেব। ইনডিড!

ভাবেন্দ্র। ইয়েস্ ইউ টেক্ দি রেসন্ (ration) এণ্ড উই দি ওরেসন্ (oration) ডিপার্টমেণ্ট।

সাহেব। ডেখো, ভালা বাট্ শুনুবে?

সকলে। যদি স্বাধীনতা না যায়।

সাহেব। আদ্‌মি হেবে? কাম কাজ শিখবে?

রমানাথ। শেখায় কে। এ দেশে আমাদের শেখাবার উপযুক্ত লোক কোথায়?

সাহেব। আচ্ছা, হাম লোক্‌কা মুলুক যাকে শিখবে? হোম যাবে—হোম?

প্রাণ। যদি হুকুম ডাও তোম, যাই; যেথা যোম, আই বাইট লেস পাই কোম্—কোম্—কোম্—

সাহেব। আচ্ছা আও ক্যারু ভাই দেখ

সকলে। জয় অক্কা-ফক্কার জয়! জয় রাজা সাহেবের জয়!

দুঃখী। বেশ বেশ সব চলুন, সাহেবের পরামর্শ শুনেই কাজ করা যাক আসুন। আমি বরাবরই বলছি বাবা, সাহেব না হ'লে কি রাজ্য চলে!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

সমুদ্র-তীর।

(সেলারগণ)

(গীত)

বে অফ্ বিস্কেও! বিস্কে—ও!
বাহি মানোয়ার, চাহি তরওয়ার,
বিস্ক্ বিস্ক্—বিস্কে—ও!
বাজে ব্যাণ্ড গুম্ গুম্,
গোলা চলে বুম্ বুম্,
নাহি ঘুম সারারাতি,
আগুনেতে পাতি ছাতি,
মাতি রণে ভাবি মনে—
মার্থা বার্থা মিস্কে—ও!
দি গারল্ আই লেফ্ট বিহাইণ্ড,
ইন্ টিয়ার ফিয়ার মুডি মাইণ্ড, ফি—
সিওর সিওর ইট ইজ দিস্,
নেভার নেভার ডু উই মিস্,
ইন্ ওয়ার অব্ পিস্
দি লাষ্ট সুইট কিস্! বিস্কে—ও!
হতাশ সাগরে ভাসি দিশেহারা,
কালো ছুটি আঁখি জাগে রে পাহারা,
তখন তারারা তারারা,
তারা রারা রারারা;—
জলধি-পারাবারে বহে সুধাধারা;
সিপ্ সিপ্ সিপ্—সিপ্ মদিরা পান,
হিপ্ হিপ্ হুররে নাচ্ না গান,
সেলার সমান সুখী কে আছিস্ কে?—ও!

[সকলে গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

দ্বীপের অন্যাংশ।

(রমানাথ ও বেচারাম)

রমা। চ'লে আসাটা কি ভাল হলো? চ'লে আসাটা কি ভাল হলো?

বেচা। ওহে আসল কথা শুনে এসেছি।

রমা। তবে ওরা রইলো কেন? ওরা রইলো কেন?

বেচা। ও টাকা তোলা-টোলার পরামর্শ হচ্ছে। কাজের কথা যা তা হয়ে গেছে।

রমা। কি কাজ—কি কাজ?

বেচা। সাহেব বল্লেন যে রাজ্য করবে বটে, কিন্তু বিলেতের সঙ্গে টক্কোর দেবে কেমন করে? আগে সব কলকারখানার কাজ শেখ, রেলওয়ে-ওয়ার্কসে যাও, জেসফের বাড়ী যাও, কানপুরে, বোম্বায়ে দিশী লোকের মিল আছে সেখানে যাও।

রমা। বটে বটে বটে! তা এ তো বেশ কথা আমি জাতে কামার আর মিস্ত্রী-গিরিতে মাথাও বেশ; এল্ এ ফেল্ হ'য়ে যে পোষ্টআফিসে ঢুকলুম নইলে গভর্নমেণ্টের কাজ অনেক রকম পারি; বাড়ীতে এমন একটা ফোয়ারা করেছি, তুমি যদি দেখ, তা—তা—

(প্রাণবন্ধুর প্রবেশ)

প্রাণ। ব্যাস্ বলুছে, জোবর বলুছে, ড্যাটা সাহেবের ব্যারিষ্টারের মুখ কি না, না অয়িব ক্যান্? আর আমিও মহেশবাবুর তরফ হইতে পাচ মোহর ফিজ্ নোগদ হাতের মধ্যি গুজে দিলাম, বাস্!—ড্যাটা সাহেব যহন হাত অয়িল তহন ও দলকে দলই আমাগোর হাতে অয়িল।

বেচা। কি প্রাণবন্ধু ভারি ফুর্ত্তি যে! ব্যাপারখানা কি?

প্রাণ। জবর খবর, হক্কল মঙ্গল, দুই দলে রফা অয়িছে, ঐ ডেবুটেস্যান্ আর টেকনা-কলের এ্যাড্ভ্যাসেন্ এ্যামল্গ্যামেসন্ অয়িয়ে গেল। ড্যাটাসাহেব সাহেবকে খুব বুঝাইলেন।

রমা। কি কি বলা হলো?

প্রাণ। ড্যাটাসাহেব বলুলন, যে এহানে শিখমু তো ডাহাই কাপর বুনন শিখতাম, চাঁদির কাম হঙ্কের কাম শিখতাম, পাবনার কুর্ত্তার কাপড় দুসুতি দোলাই বুনুতি শিখতাম, মুখসুদাবাদে গরদ গজদন্তের কাম শিখতাম; শিখমু গিয়ে সেই চীনে, জাপানে, রুসিয়ায়, কনোষ্টণ্টপণ্টাপলে, পরটুগ্যালে—মাতৃদঙ্গে—

রমা। তা সাহেব আমাদের কি শিখতে বলছিলেন?

প্রাণ। হঃ, আবাগীর পুত্তিরা দ্যাশ কলকারখানায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কইরে আমাগোর শিক্ষিত বোদ্রলোকেরে ইতর কারিকর মিস্ত্রী বনাইবার ফিকির করুছিল; আমরা সেয়ান স্যা কাম করমু ক্যান্! ড্যাটা সায়েব খুব বলুছে, সায়েবের মুখের উপর কইয় দিল তোমাগোর বিলাতে যাইতে চাই না, যাইমু মারকিনে, জারমোনে, জাপানে, কামস্কটকায়, পেরু চিলি নবজম্বলা, মিশরে মাদাঘসা-আকরে।

বেচা। আচ্ছা প্রাণবন্ধু বাবু, শুনেছি তোমার তো আগে মত ছিল যে এইখানেই যথাসাধ্য ছাত্রদের কল-কবজার কর্ম শেখান যাক; দেশী জিনিসের উন্নতি করা যাক, বরং ঐ চাঁদার টাকায় ইয়োরোপ এমেরিকা জাপান-টাপান থেকে ভাল লোক আনিয়ে তাদের দিয়ে দেশী লোককে তৈয়ারি করে নেওয়া হোক; তা তুমি একেবারে বদলে গেলে কেমন করে?

প্রাণ। আরে মোশাই, লিভ্ এ্যাণ্ড লারণ্, বাচ্তে বাচ্তে শিক্ষা করা যায়। দ্যাশ হ'তে যহন ম্যালা করি তহন এই মাথার মধ্যি আক্কেলের বোঝা অতি অল্পই ছিল, ক্রমে কল্কাতায় আইসে আপনাগোর মত হক্কল উন্নতিশীল ব্যক্তির সংসর্গে আক্কেল বারুছে কত? তা সওয়ায় আমাগোর ইসে মহেশ বাবু আর মুক্তামাধব বাবাজী গোপনে আমায় চমৎকার বুদ্ধিও দিলেন আর ঐ ফণ্ডের চাঁদা আদায়ের সব-ডিপুটী আসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী করিয়ে দিলেন, কাজেই প্রাণবন্ধু একেবারে তাগোর চরণে বন্দি অয়িল।

(সীতাহরণের প্রবেশ)

সীতা। আর পায় কে! সব ঠিক সব ঠিক আমি যাব আর বেচারাম বাবু ইচ্ছা ক'রলে যেতে পারেন,—আপনি বি-এল্।

বেচা। কি সীতাহরণ বাবু? আমায় কি যাবার জন্যে ইলেক্ট করা হয়েছে নাকি?

সীতা। ইলেক্সান্ও নয় সিলেক্সনও নয়, কম্পিটিসন্; পাঁচ বছরের ট্যাণ্ডিং গ্রাজুয়েটেরা এক্জামিন্ দিতে পারলে তবে কলকারখানায় কাজ শিখতে যেতে পারবে।

বেচা। আবার একজামিন দিতে হবে? সব্‌জেক্ট কিছু স্থির হয়েছে?

সীতা। প্রোক্র্যাসটীনেসন্‌ ইজ্‌ দি থিপ্‌ অফ্‌ টাইম্‌, দেরি করতে আছে, ঝাঁ ঠিক হয়ে গেছে।

রমা। আমি গ্রাডুয়েট নই কিন্তু হাতের কাজ অনেক রকম পারি, আর একটু ইন-ভেন্‌সনের মাথাও আছে, আমার কি তবে চ্যান্স থাকবে না?

সীতা। কখনো নয়, এক-একজনের প্রতি টাকা পড়বে কত? তোমার মত অল্প বিদ্বান লোক পাঠিয়ে কি বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা নষ্ট করা যাবে?

বেচা। এক্‌জামিনের সব্‌জেক্ট কি কি ঠিক হলো?

সীতা। ওথেলো থেকে রেসিটেসান, ব্রাউনিংয়ের কোটেসন্‌, কুমারসম্ভবের তৃতীয় স্বর্গ, উড়ে ভাষায় ট্রানশ্লেসান্‌, ম্যাক্‌ব্রাউন্‌ সাহেব প্রণীত হিন্দু সংকর্ম্মপদ্ধতি, আমার তৈয়ারী ১৮৮৯ সালের এণ্ট্রেন্স কোর্সের কী, স্বাস্থ্যরক্ষার খিড়কির দ্বার, আর শিবচন্দ্র ন্যায়বাগীশ প্রণীত বুদ্ধ-বর্ম্মা দ্বিতীয়ভাগ।

ভাবে। আর দেরি নয়, আর দেরি নয়, বি অপ্‌ এণ্ড ডুইং, কমিটী ফরম্‌ হয়ে গেছে, খাতা নাও, বেরোও—ডেপুটেসন্‌ আর টেক্‌নিক্যাল্‌ স্কলার্স সকলকে এক সঙ্গে টাউনহলে মালা-চন্দন দিয়ে জাহাজে তুলে—

গোপা। জগতে ভারতবর্ষ ব্যতীত চাঁদা তোলবার এমন উর্ব্বরভূমি আর কোথাও নেই, কিন্তু সেখানে খবর পাঠাবার কি হবে? এখনো অক্কা-ফক্কায় টেলি-গ্রাফের তার আসে নি।

বিজ্ঞা। আমি ওয়্যার্‌লেস্‌ টেলিগ্রাফ পাঠাচ্ছি; সরুন সরুন, আড়াল ছাড়ুন, পোল ছুটো ঠিক ক'রে নিই। এই মনে করুন আমি বাতাসে হ্যাণ্ডেল্‌ নাড়ছি, ঐ ইথারে ভাই-ব্রেসন চল্‌ছে,—টক্‌-টক্‌-টরে-টক্কা, কাম শার্প মাদার সিরিয়াস্‌লি ইল্‌, দূর ছাই কি পাঠাতে কি পাঠাচ্ছি? টক্কা, টরে-টরে-টক্কা, টক্কা টরে-টরে; ক্যাল্‌কাটা ক্যাল্‌কাটা ক্যাল্‌-কাটা; লুক্‌ শার্প, গো ডোর ডোর কলেক্ট সাবস্‌-ক্রিপ্‌সন্‌, রুপি এনা পাইস—নাথিং রিফিউস্‌, টক্‌-টক্‌-টরে—চকোর্‌—চড়াৎ, কল বন্ধ হয়ে গেল, ইথর স্থির হয়ে গেছে, খবর পেয়েছে।

গোপা। এখন সব চল, লেডিরা ড্রেসের জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন; আপাততঃ অক্কা-ফক্কা-দ্বীপে জাতীয় জীবন বিজাতীয় বল-বিক্রমে উদ্দীপিত করিবার—করিবার—করিবার কারণ—

রমা। পরিবারগণ চঞ্চল হয়েছেন।

ভাবে। সুতরাং তাঁদের সহিত মিলি-জুলিত হয়ে মহা সমারোহে—মহা সমা-রোহে—

প্রাণ। শ্রাদ্ধ-শান্তি করা কর্ত্তব্য!

গোপা। আরে দূর পাগল! মহাসমা-রোহে শুভকার্য্যের মদনোৎসব—হ্যাঁ—এ্যা—বোধন উৎসব—

সক। করা একান্ত যুক্তি-যুক্তব্য!

(নটবরের প্রবেশ)

নট। না, তোমাদের নিয়ে দেখছি ভারি মুস্কিলে পড়লুম,—রাজার আর কোন লক্ষণ থাক আর না থাক, গদাই-নস্করি চালটুকু দেখছি অভ্যাস করা আছে। দরখাস্ত-দেবীর মন্দিরে যাবে, তাতেও আমায় সাতদিন ঠেলাঠেলি কর্ত্তে হলো; তার পর রাজাদের রাজ্যে আনবো, তাও ধাকাধাক্কি! এখানে এসে সাহেবকে ব'লে ক'রে রা...

ফকায় গ্র্যাণ্ড রেড, নাইট ক'রে দিলুম,দুদলে মুক্তের মিল হলো, সমুদ্রে জাহাজ ভাসছে, যাত্রা করবে, না তাও আবার গেঁতুমি ?

দুঃখী। গেঁতুমি কি নটবর বাবু ? আমরা কত কি করলেম তা একবার আপনা-আপনি বলাবলিও করবো না ?

নট। তা বেশ তাই কর, মুক্তামাধব বাবাজীর গোপীরা জাপানি পোষাক প'রে যাত্রা করবার জন্য সজ্জিতা হয়েছেন, তাদের সে সব ছেড়ে ফেলতে বলিগে।

গোপা। কি কি, লেডিরা সেজেছেন গুজেছেন ?

সক। এস বীরবৃন্দ, যাত্রা করি যাত্রা করি।

নট। এই—বেড়ে গরম হয়েছে, বেড়ে গরম হয়েছ,—দুর্গা শ্রীহরি !

নটবর। গীত

শুভ যাত্রা কর মহারাজ।
হাল খুলে দে পাল তুলে যে
ভাসতেছে জাহাজ॥
রাজারাণী সব রেগে দ্বিগুণ,
দিচ্ছেন পতির মুখে আগুন,
ফাগুন মাসের গুণে তাঁদের
গরমেছে মেজাজ॥
তোমাদের বলবো কি অধিক,
আমি বুঝছি বেগতিক,
যদি ঠিক রাখতে পার সকল দিকে কাজ ;—
তবে বাহবা বাতিক বাহবা বাতিক !—
বাহবা বলি আজ॥

[সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

সমুদ্র তীরসজ্জিত—জলে জাহাজ ইত্যাদি।
(জানানীবেশে সজ্জিতা মহিলাগণ)

(গীত)

চল লাফানে ঝাঁপানে জাপানে যাই।
কি মেধো কি জেদো, ডেকেছে মিকেডো,
হেহুসনে হাবুল ভাই॥
দেশে ভাত মারুচিনে, দেব জাত মারুকিনে,
দে—দে—দে—দে—দাদা,
চাঁদা চার বিনে চায়া নাই॥
জাতি ছার যাঁর মনে,
যেতে পার জারমনে,
কারিগিরি কর্ম্ম নে, কাঞ্চন করগে ছাই॥
কলেতে শিখিবে চাষ,
কলে ছেলে বি-এ পাশ,
কলে যেন বারো মাস,
তালগাছে ধান পাই॥
কলেতে কামিনী-কুল,
বসিয়ে বাঁধিবে চুল,
কলে সিঁতে কেটে ফিতে বেঁধে
সাজিবে সবাই॥!
কলটি নাড়িলে হাতে,
পাঁউরুটী পড়ে পাতে,
কলের কৌশলে গালে
লালের রোসনাই ;—
দাও টাকাটা সিকেটা,
টাকাটা সিকেটা,
নিদেন দু' আনা নিদেন দু' আনা চাই॥

যবনিকা-পতন।

তিল-তর্পণ নাটক।
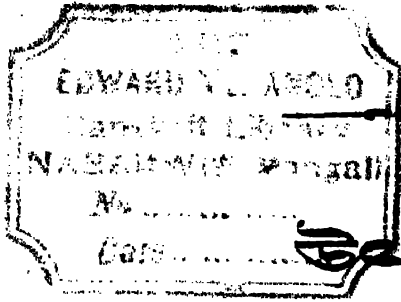
উৎসর্গ পত্র।

বঙ্গীয় নট, নটী, নাট্যকার নিকর কর স্থলপদ্মে এই কয়েক পৃষ্ঠা অনেক আশায় উপহার প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বাপ্পারাও ... ... চিতোর রাজ।

আলিবর্দ্দি খাঁ ... ... বাঙ্গালার নবাব।

অজু ... ... বাপ্পার বাগানের মালি।

মহিষী ... ... বাপ্পার স্ত্রী।

হেমাঙ্গিনী ... ... ঐ কন্যা।

নলিনী ... ... রাজকন্যার সখী।

ম্যানেজার, গ্রন্থকার, দেবেন্দ্র, শৈলেশ্বর, প্যালারাম, অভিনেতাগণ, সমালোচক, প্রম্পটার, দূত, নারদ, সৈন্যগণ, পরীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিল-তর্পণ নাটক।
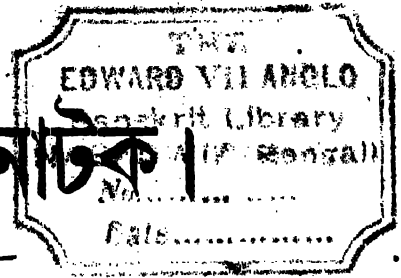
প্রহসন।

পূর্ব্ব-দৃশ্য—নাটকশালা

ম্যানেজার, অপেরামাষ্টার প্যালারাম, দেবেন্দ্র ও কয়েকজন অভিনেতা উপস্থিত।

১ম অভি। কিহে, আস্‌চে শনিবার কি প্লে হবে?

ম্যানে। শনিবারে একখান্ অপেরা দিতেই হচ্চে; এক্‌ট্রেশদের মাইনে না দিলেই নয়।

অ-মা। আজ কাল যদি অপেরা দিতে হয়, তা হলে মহাশয় আমাকে বাদ দিয়ে করবেন।

ম্যানে। তোমাকে বাদ দেব, ত অপেরা ক'রবো কাকে নিয়ে?

অ-মা। তা বলে কি আমাকে ঐ সব ষ্টুপিড্ ফিমেল্ নিয়ে অপেরা করতে হবে না কি? তার উপর আবার একটা সুর পর্য্যন্ত নাই।

পেলা। সুরের জন্যে ম্যান ভাবনা কি, আমি সুর, সুর—তা যাক্ যাক্।

দেবে। কাজের কথা হচ্চে, পেলারাম তোমার গে—একটু থাম।

পেলা। ওগো বাবু! পেলা ভাল কথাই বল্‌চে। ভায়া রাগ করেচে তাই বলছিলেম, তা বারণ কর বলব না। কিন্তু বলে দিচ্চি ম্যান, আমি আর এতে নাই, ফোঃ ফোঃ, ওরে পেলা মাতাল হয় নি, Oh yes, Oh yes,

দেবে। তোমাকে কি কেউ মাতাল বল্‌ছে?

পেলা। চোপ্‌ শালা! (দন্ত কিড়ি মিড়ি করণ)।

ম্যানে। একটু থাম না গো। প্লেটা আগে ঠিক্ করা যাক্।

পেলা। Oh yes, বাবু ম্যানেজার হয়েছেন কি না, আমার আমার, যাগ্‌ যাগ্—

২য় অভি। আচ্ছা "কমলাকান্তের দপ্তর খানা" ড্রামাটাইজ্ করে দাও না কেন?

১ম অভি। ড্রামা হবে কেমন করে; মেজো বিনি বলেছে, সে আগাম টাকা না পেলে আসবে না, সে দিন আমি তার জামিন হয়ে এনেছিলাম।

অ-মা। বাবু বুঝি সেখানকার তদ্বিরে আছেন। (একান্তে) শূয়ার!

দেবে। কেবল তোমার গে বাজে গোল হচ্ছে, একটা যে তোমার গে business হবে তার যো নাই।

পেলা। বল, বল, পেলা গোল কর্‌চে, কাই, কাই; এখন ম্যান একটু শিগ্‌গির্

নাও ওদিকে আবার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে (দন্ত কিড়িমিড়ি)।

(গ্রন্থকারের প্রবেশ)

দেবে। এইবার একটু চুপ কর পেলা-রাম, তোমার গে একটি ভদ্রলোক এসেছেন।

পেলা! (সরোষে) ফের আমার সং—Oh yes চুপ চুপ—

গ্রন্থ। মহাশয় আপনাদের ম্যানেজার কে?

ম্যানে। আজ্ঞে আ————

পেলা। চুপ চুপ, মশাই এসব Gentleman son, ম্যানেজার সবাই; তবে ঐ বাবুটীর নাম প্লেকার্ডে দেওয়া যায়, তা নইলে যাক্ যাক্—

গ্রন্থ। সেবারে যে আর একটী বাবুকে দেখেছিলাম, তিনি ম্যানেজার ছিলেন।

১ম অভি। কলকেতার লোককে বিশ্বাস নাই বলে, তাঁর বদলে এঁকে পদ্মা পার থেকে আনান হয়েছে।

গ্রন্থ। মহাশয়ের নিবাস।

১ম অভি। আজ্ঞা দক্ষিণ——

৩য় অভি। থিয়েটারও সেই দিকে চালান করবার চেষ্টায় এসে জুটেছেন।

গ্রন্থ। কি মহাশয়, এই যে আপনিও আছেন?

৩য় অভি। আছি মশাই অমনি এক পাশে পড়ে।

গ্রন্থ। মহাশয় আমি একখানা ড্রামা লিখেছি, আপনাদের দিতে ইচ্ছা করি।

দেবে। কি ড্রামা মহাশয়, এনেছেন কি?

গ্রন্থ। আপনার নাম কি?

দেবে। আজ্ঞে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থ। ওঃ! আপনার নাম দেবেন্দ্র বাবু? এ ড্রামাখানি মহাশয় নূতন জিনিস, এতে worldএর আহার ঔষধ দুই হবে।

দেবে। ওখানা Tragedy না Comedy মহাশয়?

গ্রন্থ। অজ্ঞে Tragedyও না Comedyও না। আমি মহাশয় বড় নকলের দিকে যাই না, আমার নিজের Original thoughts নিয়ে কায করি; এতে সব আছে, এখানি হচ্ছে Farcial Tragi-Comedy de Pantomimic Operetta

৩য় অভি। এ যে নূতন নাম, এর Plot কি মহাশয়?

গ্রন্থ। Plot যদি বল্লেন, তবে plot এর বড় একটা নাই। plot নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর; এতে Wit আছে, Humour আছে, Blankverse আছে, নাচ, গান গালাগাল্, ভারত, যবন, মূর্চ্ছা,কালিওড়ান, ভূতনাবান, চিতোর, সাহেবমারা, সব আছে—অশ্লীল নাই।

দেবে। চিতোরের সঙ্গে সাহেব, সে কি হলো?

গ্রন্থ। মশাই নাটক লিখলেই হয় না, চিন্তে হবে; ওই তো তারিপ, Audience কে খুসি করতে হবে, নাচের যায়গা পাই না—মল্লিকদের মেজবউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম।

অ-মা। গেরস্থর বউ নাচবে?

গ্রন্থ। নাচবে বই কি!

২য় অভি। কেন নাচবে?

গ্রন্থ। নাচবে, Because সে নাচবে; সে তোড়া পাবে, ক্ল্যাপ পাবে, Hand billএ লিখে দিতে পারবেন, Singing and dancing throughout, তাই নাচবে।

দেবে। ড্রামাখানির নাম কি দিয়েছেন ?

গ্রন্থ। তিল-তর্পণ।

২য় অভি। ওটা কি ভাল নাম ?

গ্রন্থ। আজ্ঞা হাঁ, অনেক ভেবে ও নামটা বের করা গেছে। প্রথমে লোকে শুনেই ভাববে এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধু বাবুকে গাল দিয়েছে, আজ কালকার Audience গাল শুন্তে ভালবাসে, তাতে আবার-মরা মানুষকে গালাগাল—আর আপনাদের ও বিষয়ে খুব সুখ্যাতিও আছে। দ্বিতীয়তঃ তিলতর্পণের আর একটা ভাব আছে, যেমন চাড্ডিখানি তিল দিয়ে চোদ্দপুরুষকে খুসি করা যায়, তেমনি আমার এই একখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিস আছে যে সব Audience কে খুসি করা যাবে।

পেলা। Oh yes Oh yes আর আমাদের Audience ই হচ্চে—কি বল, কি বল যাগ যাগ, চুপ চুপ। আপনি Go on——

ম্যানে। তা রেখে যান, আমরা একবার মাইকেলের কাছে পাঠিয়ে দেব—তা তিনি যে রকম Consent করেন আপনাকে বলে পাঠাবো।

গ্রন্থ। কার কাছে পাঠাবেন মহাশয় ?

পেলা। Oh no, Oh no, yes মাইকেলের কাছে Oh তাই তাই, মাইকেল সম্প্রতি মারা পড়েছে, এখানে খপর দেয় নি Thanks you।

দেবে। ড্রামাখানা রেখে যান, কি রকম কাট্‌তে কুট্‌তে হয় তা দেখবো।

গ্রন্থ। আমার এর একটি লাইন বাদ দেবার যো নাই—বলেন কি মহাশয়, আমার নাটক আপনি কাট্‌বেন ?

দেবে। মহাশয় আপনি ত আপনি, আমি তোমার গে দিনবন্ধুকে কেটিচি, বঙ্কিমকে কেটিচি, তোমার গে মাইকেলকে কেটিচি, আমরাও নিজে বই লিখে থাকি ; মহাশয় আপনার আগে তোমার গে, আমি চিতোরে আগুন জ্বালিয়েছি।

গ্রন্থ। সে যা হোক্ মহাশয়, পড়ে আর বাদ দিতে চাইবেন না ; নেহাত ছোট খাট বই হয় নি, অশ্রুমতীর ডবল হবে।

৩য় অভি। তা হলে আমার বোধ হচ্চে বইখানা যেন Attractive হবে, এই শনিবারে লাগিয়ে দাও।

ম্যানে। তা বেশ, মহাশয় আপনি পরশু আসবেন, সেই দিনে ড্রেস রিহার্সেল দেওয়া যাবে।

গ্রন্থ। তবে এখন আমি চল্লেম। Rehearsal মহাশয় ভাল করে দিতে হবে, আর পার্টগুলি বুঝে সুজে distribute কত্তে হবে।

পেলা। Yes, Yes তা এখন আমাদের একটু business আছে, আবার এর পর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

গ্রন্থ। তবে এখন আসি মহাশয় !

[প্রস্থান।

পেলা। আজ্ঞা তা কিছু মনে করবেন না, দোকান বল্লেম আর কিছু মনে কর্‌বেন না—দরজির দোকান, ড্রেশের, তা—ফোঃ ফোঃ—

ম্যানে। তবে Handbill টি লিখে ফেল না হে দেবেন্দ্রবাবু।

পেলা। আঃ চুপ চুপ, এখন ও থাক ; চল আবার ৯টা—

১ম অভি। না এখন আর খেয়ে কাজ নাই, পেলাটা ভাল মাতাল !

পেলা। বটে, বটে, ফাই ফাই। কিছু বোঝ না—চুপ চুপ—অরে পেলা busi-

nessএ যাবার কথা বল্‌ছে, আর কিছু নয়।

দেবে। পেলা একবার চুপ. করত, দেখত Handbill খানা কেমন হলো !

পেলা। পেলা চুপ করেই আছে।

দেবে। প্রথমে তো থিয়েটারের নাম টাম গেল।—Saturday the————ডেট্‌টা ভাই বসিয়ে দিও।

GREAT GRAND GALATIA NIGHT.

COME CRITICS AND AURITICS

FOR THE LAST TIME OF

THE SEASON.

The Great Farcial Tragi-Comedy-

-De-Pantomime Opereta

For the first time in Indian Stage.

তিল তর্পণ।

Or the Celebration of the Augustian Ceremony on the bank of mother Ganges with Til seeds in a copper Plate to eat our fathers and fourteen Generations.

LOOK ! LOOL ! LOOK ! LOOK !

To your TIL Jumping from the কোশা to the mother Ganges, Scene, Wing and Procenium in the Stage.

ZOOLOGICAL SHOW IN THE STAGE.

SINGING,

DANCING,

CLIMBING,

JUMPING,

THROUGHOUT.

MUSIC FLOWING IN CUPRIMIC FLOW.

TO CONCLUDE WITH NOTHING.

"When we laugh laugh with us.

আর কিছু চাই না তা হ'লেই বস ॥

"অদ্ভুত মোদের লীলা অকথ্য কথন।

দেখবে যদি দেখ আসি তিলের তর্পণ" ॥

Goblins and Witches, Fairies and Demons.

PRICE OMNIPRESENT

Debenture to Commence at 9 P. M. too Sharp.

HALF PRICE.

৩য় অভি। রাজার part টা আর কাকেও দাও; আমার lungs খারাপ হয়ে গেছে, বেসি Tace টেস্‌ করতে পারবো না।

৪র্থ অভি। Face টেস্‌ বুঝি না। ড্রেসের যোগাড় টা করো। নিদেন ঘোড়া কতক ষ্টকিং কিনো, পায়ে চুন মাখতে হলে আমি কিছু সৈন্য-টৈন্য সাজবো না।

ম্যানে। এখন চল চল যাওয়া যাক্; এখানে ও সব কথার কাজ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(চিতোর রাজ-অন্তপুর)

রাণা বাপ্পারাও ও মহিষী।

রাণী। বলেন কি মহারাজ? আমি কি প্রাণ থাক্‌তে আপনাকে হাস্য মুখে এ সঙ্কট সময়ে যেতে বিদায় দিতে পারি? আমি শুনেছি নবাব আলিবর্দ্দি বড় দুর্দ্দান্ত দস্যু, আর তার সৈন্যবলও বিস্তর।

বাপ্পা। বল কি মহিষী? তুমি আমার প্রেয়সী হয়ে ক্ষত্ররমণী হয়ে, রাজপুত বীরাঙ্গনা হয়ে, সেই অকিঞ্চিৎকর অপদার্থ নবাবের ভয়ে ভীতা হও?

রাণী। প্রাণনাথ! আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান লোকের এরূপ অপরিণামদর্শীর ন্যায় বাক্য কওয়া উচিত নয়। হৃদয়কান্ত! প্রাণনাথ! আত্মাবল্লভ! আমি কায়মনোবাক্যে বোধোদয় পাঠ করে দেখেছি যে, "আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ কহে", সুতরাং নবাবও পদার্থ। এখন আপনি যাকে দেখতে পাচ্চেন না বলে অপদার্থ জ্ঞান কচ্চেন, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যখনই সে আপনার নজরে পড়বে, তখনই সে পদার্থ দাঁড়াবে। সুতরাং মহারাজ আপনার যুদ্ধে যাওয়া হবে না।

বাপ্পা। প্রাণেশ্বরি! তুমি নিতান্ত মদমত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় প্রলাপ বক্‌ছো? তুমি কি বিবেচনায় আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ কচ্ছো? ত্রিভুবনবিখ্যাত সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করে, নরনারায়ণ রামচন্দ্রের রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাক্‌তে, চিতোররাজ্য-স্থাপক স্বনামপুরুষধন্য আমি বাপ্পারাও, কোন মুখে, কোন লজ্জায়, কোন ঘৃণায়, কোন বিবেচনায়, বল দেখি সেই ভীরু বিধর্ম্মী, কাপুরুষ, নবাবের ভয়ে গৃহে বসে থাকব? চিতোরের বাপ্পারাও বাঙ্গালীর আলীর ভয়ে পলায়ন করেছিল, এ অপবাদ আমি প্রাণ গেলেও সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। উঃ! এ কথা মনে কল্লেত আমার শিরায় শিরায় শোণিত ধাবিত হয়। মহিষী ধিক্ আমাকে! আর বাধা দিও না, আমি চল্‌লেম। (প্রস্থানোদ্যত)

রাণী। (সরোদনে) হা নাথ! তোমার ঐ অমল-কমল-বিনিন্দিত সুগোল নয়নযুগল-বিশিষ্ট, সুকৃষ্ণ, সুবঙ্কিম, শ্মশ্রু-শোভিত চন্দ্রবদন না দেখলে আমি কি করে জীবিত থাক্‌বো? হৃদয়েশ্বর! যদি একান্তই যুদ্ধে যাবে, তবে আগে অভাগিনীকে বধ করে যাও, নতুবা আমি কোন মতেই যেতে দিব না—এই দরজা আগলে দাঁড়ালেম।

বাপ্পা। মহিষী! রোদন সম্বরণ কর—তোমার ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই। এ যুদ্ধে আমি নিশ্চয়ই জয় লাভ কর্‌বো। ইহার গোপন কারণ তোমায় বলে দিচ্চি শোন—দুরাত্মা যবনের যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে কেবল সেকেলে পাথুরে কলার বন্দুক আছে। কিন্তু আমি কলিকাতা হইতে মার্টিনী হেনিরী রাইফল্ বন্দুক আন্‌তে পাঠিয়েছি, অতি শীঘ্রই পাব, ও তাহলেই আমার জয়লাভ হবে।

রাণী। (সচকিতে) মাইরী?

বাপ্পা। তেমনি সত্য—যেমন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

রাণী। তা হোক, মহারাজ! তবু তোমার যাওয়া হবে না। আমি শুনেছি বন্দুকের চুঙ্গি সর্ব্বদাই কাটিত হয়ে নানারূপ

বিপদের উদ্ভাবন করে—বাপরে বারুদের কাছে মানুষে যায়?

বাপ্পা। প্রেয়সি তুমি বড় নেই-আঁকড়া! (নেপথ্যে ভেরী)

ঐ শুন ঐ বাজে শঙ্খের নিনাদ।
ধরে রেখে রাণি, বুঝি ঘটাও প্রমাদ॥
একি রীতি, রাণি, তব অতি মূঢ় মতি॥
হায় রে দুর্ম্মতি আমি, তুমি লো সুভগে।
নগর বাহিরে অরি, ঘারয়া রহিব আমি—
আহাম্মক, অন্তজ, অপদার্থের ভয়ে!
কেবা সেবা আলীবর্দ্দী বাঙ্গালী-প্রসূন!
আমি রাণা বাপ্পারাও—ক্ষত্রকুলমণি—
ঘুষিবে যাহার নাম বঙ্গ ইতিহাসে
আজ হতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে
অবধি, হায়, কি আর কহিব তোরে?
রাণাকুলরাণী তুমি, বীর-প্রসবিনী,
জনক শ্বশুর তব, বাপ্পারাও স্বামী,
তুমি কি ডরাও প্রিয়ে বিধর্ম্মী নবাবে,
বাঙ্গালী কুলের গ্লানি,——]

(প্রস্থানোদ্যত)

রাণী। (সরোদনে) হৃদয়সর্ব্বস্ব! যদি একান্তই রণে যাবে, ত উইল করে যাও। আহা-হা! আমার উপায় কি হবে? কাল আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী হবো। পুত্রসন্তান-বিহীনা আমি কেবল একমাত্র কন্যার মুখ চেয়ে আছি, আহা কন্যা ত নয়, যেন সাক্ষাৎ শ্যামাঠাকুরুণ। প্রাণবল্লভ! হৃদয়েশ! অভাগিনীর লজ্জানিবারক! অমন অসামান্যা, অতিবদান্যা, মান্যা, ধন্যা, কন্যার বদন সরোজ দেখলে, তোমার মনে কি একটু দয়া হয় না? কোথায় তুমি তাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে ন্যস্ত করে সুখিনী করবে, না ব্যস্ত সমস্ত হয়ে রণরঙ্গে চল্লে? (সভয়ে) ওকি মহারাজ! তোমার মুখভঙ্গি অমন কেন? কেন কঠোর নিঠুর সস্নেহ সতৃষ্ণ দৃষ্টি? ওঃ! আমায় ধর, আমি মূর্চ্ছা যাই। (পতন ও মূর্চ্ছা)

বাপ্পা। (শশব্যস্ত) ওরে, কে আছিস্‌রে, শীগ্‌গির এক গেলাস বারি আন্‌, রাণী মূর্চ্ছা গেছে।—কই, কেউ এল না—ওরে এ—এ—এ—বীর সিং!—পরওয়ার সিং!—গিদ্ধাড়িলাল!—কেউ এল না (প্রমূটারকে লক্ষ্য করিয়া) বই হাতে করে, হাঁ করে দেখচ কি, শিগ্‌গির একটা পাগড়ি জড়িয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এস না, ষ্টেজ মাটী হয় যে আমি ততক্ষণ প্যান্টোমাইম করি। (প্রমূটারের তথা করণ)

রাণী। (ক্ষীণস্বরে) হা নাথ, তুমি কোথা গেলে!

বাপ্পা। এই যে প্রিয়তমে পদতলে—চল আমরা কক্ষান্তরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর সংলগ্ন উদ্যান।

হেমাঙ্গিনী ও নলিনী।

নলী। ভোর ভৈইল সখি উদল ভানু,
লাল পাগ শিরে হাঁসত স্বভাব,
ডালে ডালে ডালে চিঁচায়ে বিশালে
কা, কা, কা, ডাকত বায়স সোহাগে
শ্যাল কুল সব গরবে ভাগে।

হেমা। সখি কি বল্‌ছ?

নলী। প্রকৃতির মনোহর শোভা কি সখি তোমার মন এতই হরণ করেছে যে আমার কথা পর্য্যন্ত শুন্তে পাচ্ছো না। ত' হইবেই ত এ অনুপম শোভায় কার মন না আকৃষ্ট হয়।

(সখিরে,)
পেখত বারেক নয়ন মেলায়ে
ধাঁধাঁই নয়ন তরুণ অরুণ
পুকুরে ভাসিত ওই ॥
(কত) ইলীশ মৃগেল, চিঙ্গড়ি চিতেল
লাফয়ে মারত ঘাই।
(মরি) মোগর মল্লিকা কুন্দগুলতিকা
ফুটত কতই ফুল,
(আহা) ভোঁ ভনবৃভন্ হাঁকি অলিগণ
উড়ত বিঁধত হুল।
কিচি মিচি কিচি বোলত চড়াই,
ফুড়ু ফুড়ু নাচত দয়েল শীসই মধুরে,
সব শোভা মিলি জুলী রূপের ঘোম্টা খুলী
পেখত তোঁহারি মুখ।
(তুহি) ছানিত জোছনা নগনি বরণী
বাটত পুরুষে সুখ,
(সখিরে) তু রাজ কুমারী আমিয়া গাগরী,
দন্ত দেখায়ে হাঁসত ভাই
হাঁস্থক ডুনিষা মরম বিয়া।

হেমা। চুপ কর সখি আমার কাছে ও সকল বাক্য-আড়ম্বর করা শূয়ারের পায় মুক্তা ছড়ান; এর চেয়ে, তুমি যদি একখানা নাটক লিখতে তা হলে তোমার নাম হোত; আমার কি সখি, এখন ও সকল ভাল লাগে।

নলী। ভর্ত্তৃদারিকে! সে কি, তোমার হয়েছে কি? আগেতে তুমি আমার কথা শুন্তে খুব ভাল বাস্‌তে।

হেমা। সখি আমার কি এখন আর সে দিন আছে, এখন যে আমার বিরহ হয়েছে।

নলি। অবাক্ কল্লে রাজনন্দিনী, এর মধ্যে থেকে থেকে বিরহ আবার কার জন্ত হলো।

হেমা। কার জন্তে হলো সখি তা বল্‌তে পারি না, কিন্তু বিরহ আমার হয়েছে নিশ্চয়! —দিনে খিদে হয় না, রেতে ঘুম হয় না, এই দেখ আমার বুক গুর গুর কর্‌ছে, কপাল ঘাম্‌চে, হাই উঠচে, চোখ জড়িয়ে জড়িয়ে আসচে, নিশ্বাস ঘন ঘন বইচে, গা ঢলে ঢলে পড়চে, আর বিরহের বাকি কি আছে বল দেখি?

নলি। শ্যাম্‌লে সখি, আমি নূতক কান বিঁধিয়েছি, তার উপর ঢলে পড়লে মরে যাব।

হেমা। হা! ধিক সখি, কি ছার কান বিঁধিয়াছ। আমার যে হৃদয় বিঁধিয়াছে তার পর কি হবে সখি?

নলি। এ যে সখি তাজ্জব ব্যাপার! কে তোমার প্রণয়ের পাত্র তা ঠিক্ কত্তে পাচ্ছ না, অথচ বিরহে ব্যাকুল।

হেমা। এ অবস্থায় সখি আর আমি কত দিন বাঁচব।

(গীত)

কে জানে সখি প্রাণ কেন কাঁদে।
গুরু গুরু করে হিয়া কোকিলের নাদে॥
আমের মুকুল করে রে আকুল।
ঘামি কুল কুল আমি মলয়ের বাতে।
শুন লো রমণী অনঙ্গ-রঙ্গিণী,
বাঁচাও সজিনী এনে দিয়ে কালাচাঁদে।

নলি। তোমার কালাচাঁদটাই কে আগে ঠিক্ কর, ধৈর্য্য ধর, আমি ও গাচ্চি।

(গীত)

সখি সমূজে চল।
নাহাক করা মুসিমে কেন দেল ঢারাবে বল।
বিফল রোদন, আঁখির বেদন,
দময়ন্তি কেঁদেছিল, জন্তে মহারাজা নল।

হেমা। থাম সখি থাম, একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কি অপরূপ রূপমাধুরি। আহা কি ভুরু, কি উরু, কি নয়ন, কি চলন, যেন কোন দেবতা দীনবেশে আজ কানন পরিভ্রমণ কচ্চেন। আহা, এমন মনোহর কখনও দেখি নাই

নলি। বল কি রাজকুমারী? ওর আবার মনোহর মূর্ত্তি, ওযে নূতন মালী—

হেম। হা ধিক! সখি তুমি যারে মালী বলছ আমার চক্ষে সে যে অংশুমালী, অর্থাৎ সূর্য্য। ভাল ত বাসলেও না, ভাল বাসা চিনলেও না। এতক্ষণে বুঝলেম ওর জন্যেই আমার এত বিরহ। দেখ সখি? বুঝি আমাদের দিগে আসছেন; সখি তুমি ভাল করে অভ্যর্থনা কর, আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকি।

নলি। পোড়া কপাল ওর আবার অভ্যর্থনা—

(অজুমালীর পুষ্পপাত্র হস্তে প্রবেশ, রাজকুমারীর পদপ্রান্তে পুষ্পপাত্র রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রণিপাত)

হেমা। (জনান্তিকে) সখি, ওঁকে উঠ্‌তে বল, উনি প্রণাম ক'ল্লে আমার অকল্যাণ হয়, ওঁকে বল যে ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেছে।

নলি। অ অজু! ওঠ, রাজনন্দিনী বলছেন।

হেমা। হা ধিক সখি, তুমি ওঁর সঙ্গে ওরূপ কথা কচ্ছো, আমার হৃদয়জনের সহিত তোমার ঐরূপ সম্ভাষণ! আপনি গা তুলে উঠুন, নলিনী বুঝতে পারিনি, আপনি ওরূপ কথাতে রাগ করবেন না।

অজু। (উঠিয়া জোড়হস্তে) ঠাক্‌রোণ— তা—তা,আমি আবার একটা মানুষ আমার সঙ্গে আবার কথা।

হেমা। অবলার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আপনি মনুষ্য নন্ তা আমি জানি, নিশ্চয় কোন দেবতা ছদ্মবেশে আমাদের দেখা দিয়াছেন। আমি অবলা সরলা প্রবলা বিশালা, অন্তরের ভাব গোপনে অক্ষমা, আপনাকে দেখে অবধি আমার প্রাণ যা হয়েছে, তা আমিই জানি, আর সেই দুষ্ট মদনই জানে, অভাগিনী কি আপনার পদ সেবার যোগ্যা?

অজু। (স্বগত) ও বাবা! এ আবার কি ফেচাঙ্। এদের মনে কি আছে গো, আমার সঙ্গে অমন করে কথা কচ্চে কেন? (প্রকাশ্যে) ঠাক্‌রুণ আমি গরিব চাকরের চাকর, আমাকে অমন কথা আজ্ঞা করবেন না। (প্রম্‌টারের প্রতি) সেটা কখন— প্রণয় টের পাব কখন?

প্র। এই যে বেশ টের পাচ্ছিস।

অজু। না, বলে দিলে না, Faceটা করতে দিলে না।

হেমা। হৃদয়েশ্বর! আমি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে সখি সমীপে, জগৎ সমীপে বলবো, কে আমাকে বাধা দিবে, যে তুমিই আমার প্রাণনাথ আর জনপ্রাণিও না, আর আমি আত্মগোপন করে রাখতে পারিনে, শেষে কি লজ্জা করে প্রাণটা খোয়াব; আমাদের উভয়ের সামাজিক অবস্থা ভেদের জন্যে আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আপনা বিরহে আমার রাজঅট্টালিকা তুচ্ছ। জীবনকান্ত! আপনার সহবাসে আমার ভিক্ষা-মুষ্টিও অমৃত।

নলি। রাজকুমারি আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা কওয়া ভাল নয়, কে

...হতে দেখবে, কু ভাববে। অজু, তুমি আপনার কাজে যাও।

অজু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

হেমা। সখি তুমি কি আমার শত্রু, প্রাণনাথকে বিদায় করে দিলে; কি হবে সখি, আমার উপায় কি হবে। এ পুরীতে তুমি ভিন্ন কেউ আমার আপনার নাই।

(গীত)

উপায় কর স্বজনী।
পায়ে ধরি উপায় কর স্বজনী॥
বিনা প্রাণকান্ত, না হইব শান্ত,
শশাঙ্ক জলন্ত, জ্বালাবে এখনি।

নলি। সখি এ যে তোমার বিদকুটে আবদার, তুমি হলে রাজার মেয়ে ও হলো মালির ছেলে, তোমাদের কিরূপে মিলন হবে।

হেমা। সখি তুমি কি জান না অনঙ্গ অন্ধ, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই, আমার প্রণয় হৃদে পড়েছে যাবার নয়।

নলি। রাজকুমারী এ অভিসন্ধি ত্যাগ কর—

(গীত)

সখি ত্যজ আবদার,
খবরদার খবরদার।
লোকে জানিলে রাজা রবে না নিস্তার—
এ বড় বিষম কথা, শুনে হয় মাথা ব্যথা,
মধুর মাধবীলতা জড়াবে মাদার।

হেমা। সখি আমি বুঝতে পারবো না ...না; তুমি এর উপায় কর, নইবে ...কিং খেয়ে মরব।

নলি। তবে সখি এখানে আর কি হবে, গৃহে গিয়ে এর মীমাংসা করা যাক্।

হেমা। চল আর নাথশূন্য উপবনে থেকে কি করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অজুর পুনঃ প্রবেশ)

অজু। ওফ! জগৎ কি পরিবর্ত্তনশীল, কাল এমন সময় কে জানতো যে আমার হৃদয় কন্দরে অন্দরে এমন গূঢ় প্রেমভাব ঘাপটি মেরে আছে। ওফ! রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন! এক চাউনিতে, এক কটাক্ষেতে, এক দৃষ্টিবাণেতে, এক নয়নের বিদ্যুতে আমার প্রণয়-প্রস্রবনের মুখ স্থাপিত প্রস্তরখণ্ড হটিয়ে গেল—এখন জলের তোড় দেখে কে? ছাপিয়ে উঠছে, উথলে উঠচে, চতুর্দ্দিকে ছত্রের ন্যায় বিকীর্ণ হয়ে পড়চে; হৃদয় শীতল হচ্ছে না, জলছে, জলছে, জলছে, জলছে, তবু শীতল হয় না। এ উষ্ণ প্রস্রবণ জলে, কিন্তু ফোস্‌কা পড়ে না। ওফ! আমার হৃদয় কি ফাল্গুনদী, ওপরে মালিরূপ বালিচাপা—ভেতরে রাজ-প্রণয়। ওফ! আহা, আহা! কি মধুর নাম—হেমাঙ্গিনী; আমার ইহ মালিজীবনের সুখ সৌভাগ্য স্বর্গ—আমার উত্তপ্ত জীবন শাহরার সুস্নিগ্ধ ওসিস্। তোমায় কি পাব আমি—আমি—হেমাঙ্গিনী! আবার বলি হেমাঙ্গিনী; হেমাঙ্গিনী! হেমাঙ্গিনী। ওফ! আহা কি অপরূপ রূপ মাধুরী।

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পাহাড় পর্ব্বত চাঁদে আছে কত গুলা।
প্রিয়ার বদন মম সুগোল নিটোল,
তাহাতে নয়ন দুটি চিরিত পটোল,
চাঁচর চিকুর কেশ পড়েছে এলায়ে,
জেলিয়ার জাল যেন রেখেছে মেলায়ে।

মরে যাই, মরে যাই, কি অলকা শোভা!
আমি তুমি কোন্‌ছার, মুনি মনোলোভা।
নবীন দুর্ব্বার ঘাস, কোটে যেন বার মাস,
সুশ্যামল দোল দোল কাটেনি ঘেসুড়ে।
এল চুলে ধনি যবে রচয়ে বিউনি,
কেউটে ভুজঙ্গ যেন ধরে আছে ফণি॥
আঁচোট আভাঙা মরি ধরেনি সেপুড়ে।

(বীররস আন্‌বো নাকি?)

উন্নত বিশাল বক্ষ তুষার ধবল।
সুস্বচ্ছ সরেতে শোভে যুগল-কমল॥
নাসিকার শোভা হেরে সবাই মোহিত।
বাঁশী ছেড়ে কিষণজি ধরিতে ধায়িত॥
হাতের বাহার হেরি মৃণাল পালায়।
পাঁকের মাঝারে পশি শিকড় বসায়॥
প্রিয়ার পায়ের ছাঁচ যেন দুটি কলাগাছ,
তেঁতুড় অঙ্গুলি তায় বেরিয়ে আছে কত
প্রেমভরে অধীনেরে প্রিয়া যদি নাথি মারে,
এক নাথি খেয়ে আমি হই পদানত।

(উঁহু জমছেনা)

পিরিতি গাভীর বাঁটে তুমি মম গয়লা।
প্রণয় পুকুর পাড়ে তুমি মম শেওলা॥
বিরহ তপন শোষে হৃদি সরোবর।
আমোদ কাৎলা ঢোকে পাঁকের ভিতর॥
মালাগাঁথা,হিংচে-লতা শুকিয়ে হ'লো ডাটা।
পাড়ের উপর গজিয়ে গেল পাগলামীর কাঁটা॥
ফুল পাড়া জল ঢোড়া তোলেনাকো মাথা
নৈরাশ বেংগুলি ডাঙ্গায় বাঁধচে ছাতা।

(সর্দ্দার মালির প্রবেশ)

সর্দ্দা। বাঃ এই খানে বুঝি বসে বসে গান কচ্চিস্? কপিবাগানটা বুঝি কোপাতে হবে না?

অজু। হাঃ! ওফ্!

সর্দ্দা। ও কিরে!

অজু। ওফ্! ত্র—র্—র্—র্!

সর্দ্দা। কি সর্ব্বনাশ! তোকে কিছুতে কেটেছে নাকি?

অজু। সখা? গেলেম, জ্বলে মলেম।

সর্দ্দা। (সভয়ে) এখন দেখ দেখি! তোকে মানা করি ঐ ডালিমতলায় যাস্‌নে, ওটা কেউটের আড্ডা।

অজু। সখা?

চুরেছে যে বিষধর হৃদয় পাষাণে
দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলে, যা কহিলা সত্য!
সে সাপ এ নয় সখা চকোর ধরিয়া
করে যাহা কোঁস্ কোঁস্ মালের ঝাপিতে।
নহেকো এ বৃক্ষ সেই, পাটনা অঞ্চলে
সৃষ্টি যার মিষ্টি দানা দানিতে মানবে!
মাধবী লতিকা গুচ্ছি চম্পক বরণ,
নাক কান ঠোঁট পাতা, ফুল চুলগুলি।
প্রফুলিত হৃদি জলে ক্ষীরোদ ডালিম।
বদন বিবরে বাসে আঁখি কাল সাপ।
চকোর কটাক্ষ যার পূর্ণিত গরলে,
সজোরে মেরেছে চোট হৃদয়ে আমার॥

সর্দ্দা। তুই অত আবোল্ তাবোল্ বকচিস্ কেন? তবে বুঝি গাঁজা খেয়েচিস্? আমি বলি—

অজু। সখা! আমার যে কি হয়েছে তা আর তোমায় কি বলবো? হৃদয় দেখতে যদি—

সর্দ্দা। চোপ্! রাখ তোর ছড়া, আমি ঢের ছড়া শুনেছি।

অজু। সখা, এ সে ছড়া নয়, তুমি কি জান না যে প্রণয় মুক্তকণ্ঠা, এখন আমার মুখ দিয়ে যা বেরুচ্চে তা প্রণয়ের স্রোত বইত নয়। কমনীয়া কামিনীর ক্রুর কটাক্ষে আমার কোমল হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ করেছে!

সর্দ্দা। বস্ বেটা বজ্জাত? বাঁদরামী বেল্লিকপানা এ বয়সে বহুৎ বহুৎ দেখিছি বাগানে বেতরো ব্যাপার খাটিয়ে তোর বহ্‌মায়িসি বুদ্ধি বের করে দিচ্চি।

অজু। অ্যাঁ? সখা আর আমায় প্রবোধ দিও না।

সর্দ্দা। ওট্ শালা, এখন বাগান কোপাবি চল্।

(হস্ত ধরিয়া টানন)

অজু। না সখা, আর আমায় অনুরোধ করো না

সর্দ্দা। (কান মলিয়া) এই এমনি কোরে তোর পাগ্‌লামী বের কচ্চি, রোস্।

অজু। কোথায় যাব সখা, হেমাঙ্গিনী যেখানে না, চন্দ্র সূর্য্য সেখানে না!

সর্দ্দা। পাজি বেটা (চুল ধরিয়া পদাঘাত)।

অজু। তবে নিরাশা!

[অজুকে টানিয়া লইয়া সর্দ্দারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(চিতোরের গড়ের মাঠ)

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ দণ্ডায়মান,
বাপ্পারাওয়ের প্রবেশ?

বাপ্পা। সৈন্যগণ! ভ্রাতৃগণ! পুত্রগণ! তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছ—উত্তম করিয়াছ। এখন একবার সাহস-নয়ন উন্মীলন করিয়া, তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিলোকন কর। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বোধ হয় দুর্দ্দান্ত সেরাজউদ্দৌলার নৃশংসতার কথা অবগত আছ, পলাশির যুদ্ধে যাহার নিধন হইয়াছে।—সেই অপগণ্ড ষণ্ডের মাতামহ যে কত পাষণ্ড-দলন তাহা তোমরা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেছ। আজি সেই মৃত সেরাজের মৃত ঠাকুরদা আলিবর্দ্দি খাঁ তোমাদের এত সাধের চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। চিতোর ধ্বংশ হইলে তোমাদের কি উপায় হইবে, আর তোমরা কি রক্ষা করিবে, কিসের জন্য যুদ্ধ করিবে, তোমাদের স্ত্রী-কন্যাগণ আর কোথায় গিয়া চিতায় ঝম্প প্রদান করিবে। আর—আর,—এত সকাল সকাল চিতোর গেলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ কবিগণ কি লয়ে নাটক লিখিবে? তাই বলি, তোমরা উৎসাহিত হও, তোমাদের পদভরে গগণমণ্ডল ধুলি ধূসরিত হোক্, তোমাদের হুহুঙ্কারে সিংহিনীর গর্ব্ভপাত হোক্, তোমাদের বীর-হৃদয়ে পবিত্র গৌরব-রস প্রবলবেগে প্রবাহিত হোক্; তা না হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন যবনেরা তোমাদের সর্ব্বনাশ করিবে, মহিলামণ্ডলির ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট করিবে।—হাঁ দেখিতে পাইতেছি তোমাদের নয়নকণা হইতে দন্তরসের শিখা নির্গত হইতেছে, তোমাদের উৎসাহতা ক্রমে চড়িতেছে।—আচ্ছা সৈন্যগণ, আমি তোমাদের এতক্ষণ গদ্যে উত্তেজিত করিলাম—এইবার পদ্য! স্রোতময়ী, তেজোময়ী, ভয়ঙ্করী পদ্য! তোমরাও মধ্যে মধ্যে সমস্বরে আমার সহিত যোগ দাও।—

বিশাল মশাল জ্বাল,
তেলে চক্‌চকাও ঢাল,
চাল্ মিলেটরি চাল,
দাপটে চাপটে বধ যবন শোণিত;
হউক যমুনা জল রুধিরে লোহিত।

সৈন্য। রুধিরে লোহিত,
ওরে রুধিরে লোহিত।

বাপ্পা। অই দেখ মাতৃভূমি ব্যাদানি বদন,
ভীষণ বিকট হায়, কোমলতাময়!

বলিছেন তারস্বরে, সেতার নিন্দিত
কি মধুর ধ্বনি,—যাও রে বীরেন্দ্রবৃন্দ,
ইন্দ্রসম তেজে, পরাক্রমে হাকুলিশ্,
ভীম কিম্বা কংস, সূর্য্যবংশ মান রাখ
আজি রে আহবে—

সৈন্য। আজিরে আহবে,
ওরে আজিরে আহবে।

বাপ্পা। চল চল সৈন্যগণ, যত আছ অগণন,
সাহসে বেহঁসে পশ সমর মাঝারে।
কাঁপাইয়া ধরাতল, লাফাইয়া নদী জল,
মহাশব্দে রণবাদ্য সজোরে বাজারে।

সৈন্য। সজোরে বাজারে,
ওরে বাজারে সজোরে।

বাপ্পা। মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন,
অ-বাপ্পা বা অ-যবন হবে ভব আজি।

সৈন্য। যবন হ'বে ভব আজি
ওরে যবন হ'বে ভব আজি।

বাপ্পা। কেমন, তোমাদের উৎসাহ-কলসী
পরিপূর্ণ হইয়াছে?

সৈন্য। টৈ টুম্বুল।

বাপ্পা। তবে আর কি, অগ্রসর, অগ্রসর!
Right abont turn.

(সৈন্যগণ তথাকরণ)

বাপ্পা। Quick March! Double time.
হর হর বিশ্বেশ্বর।

সৈন্য। হর হর বিশ্বেশ্বর।

[March off.

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আলিবর্দ্দিখাঁর শিবির।

(আলিবর্দ্দি ও সভাসদ্‌গণ)

আলি। তার পর আরংজীব ও আকবর দুই ভ্রাতায় মিলে সিন্ধুনদ পার হ'য়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর আক্রমণ কর্‌লে।

১ম সভা। হাঁ হুজর; আপনি তখন উলোয় মৃগয়া কর্‌তে গিছলেন, সেই থানেতে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম গিয়া পৌঁছিল।

আলি। আর আমি অমনি বাপ্পারাওর বিরুদ্ধে যাত্রা করলেম। কেননা যে মানসিংহ আকবরের সহিত আপনার ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে, তা'রই পূর্ব্বপুরুষগণ বাপ্পারাওর Feudal Vassal ছিল।

৩য় সভা। আওর হম্ লোগ জল্‌দ পাঁচো হাতিয়ার বাঁদকে--

১ম সভা। ঘোড়ায় না চড়ে একেবারে ছিল।

৩য় সভা। ঝাকোড়দা মাকোড়দা হোকে স্রেফ আখরোট্ কিশমিশ্ খাকে জবরদস্ত বন্দোবস্তসে—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দা নেওয়াজ—

আলি। কহ দূত, তোমার সংবাদ।

দূত। হুজুর কা গোড় পর লাগায়ে সেলাম,
এক দম চৌপায়া চিতোরে গোলাম।
পুঁছাহ্য সন্ধিকা সওয়াল
কাকের বাপ্পাকে পাস্।
শালেকো মিলেতো
কাটার লেও ঘোড়াকো ঘাস॥
কুল্ বাৎশুনকে গোসেমে চড়্‌কে,
বোলা হারামজাদ্।

বাখরগঞ্জ কুমিল্লা, চাঁটগাঁ খালকুলা
আউর মুরশিদাবাদ।

এ পাঁচো সহর, শিরমে লে কর—
চৌপা দেগা চিতোরমে,

তবেই সন্ধি, নচেৎ রণং দেহি,
রণং দেহি, দেহি, দেহি, দেহিমে।

আলি। (সরোষে) নাই পেয়ে হয়েছে মস্ত
করবো এর হেস্ত-নেস্ত,

চৌরস্ত বদমাস্ বেটা দোরস্ত হইবে,
হবিষ্যির হাঁড়িতে হিন্দুর গোস্ত পড়িবে॥

সৈ-গ। সাবাস! সাবাস! কেরামৎ! কেরামৎ!

আলি। তবে সকলে সজ্জিত হও আর—

১ম স। হিন্দুদের কাট আর তাদের মেয়েদের—

২য় স। জেন্ত পুড়িয়ে মার, ছেলেদের—

৩য় স। জিন্দা মিট্টিমে গাড় ঢাল, আউর হিন্দু মসজিদ্ একদম—

আলি। বদনা খাঁ, তামাকটা ধরচে না, একটু ফুঁ দিয়ে দাওতো।

সকলের। (হুজুর দিচ্চি, আবি দেতাহায়, করিয়া কাড়াকাড়ি করণ, আগুন পতন, সকলে পরস্পরকে ছুষিয়া কাপড় ঝাড়ন ও স্ব স্ব স্থানে উপবেশন)

(অজুকে বন্ধন করিয়া ও হেমাঙ্গিনীকে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ)

আলি। এ লোক কোন্ হায়? কেয়া হায়?

সকলে। কোন্ হায়? কেয়া হায়?

সৈনিক। জাঁহাপানা! বোধ হয় শত্রুদের গুপ্তচর।

আলি। তোপে উড়িয়ে দাও।

সৈ-গণ। উড়িয়ে দাও (অজুর ভেউ ভেউ রবে ক্রন্দন)

সকলে। চোপ্ রাও বেয়াদব! জাঁহাপনার সাম্নে কান্না, এত বড় গোস্তাকি!

অজু। (কাঁদিয়া) আমি ঠাকুর কিছু জানি না, ঐ আবাগী ছুড়িই এই গেরো ঘটালে; আমায় ছেলে মানুষ পেয়ে সলিয়ে-কলিয়ে বের করে আন্লে।

হেমা। আহা! ভয়ে ও প্রণয়ে প্রাণনাথ আমার জ্ঞানহারা হ'য়েছেন, কি বলছেন কিছুই জানেন না।

অজু। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ আমায় ছেড়ে দাও বাবা, আমি এক দৌড়ে পদ্মা পার হ'য়ে যাই, অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

আলি। হারামজাদ্ বাউরা, ফের যদি কাঁদ্বি তো একেবারে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব।

হেমা। না, নবাব! তা কখনই হবে না, যতক্ষণ আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাক্বে, ততক্ষণ আপনি কি, আপনার সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী, আপনার মক্কা, মদিনা, মস্কাট একত্র মিলিত হ'লেও প্রাণেশ্বরের একগাছি কেশও স্পর্শ করতে পারবেন না।—যদি একান্তই আপনি নিষ্ঠুর হয়ে আমাদের নবীন প্রণয়ের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে ইচ্ছা করেন—

অজু। ওগো বাছা, কেন কথা বাড়াও; এখনও প্রণয়! প্রণয় প্রণয় করেই তো প্রাণটা যেতে বসেছে—আর কেন ফেচাং কর—

হেমা। থাম প্রাণনাথ, আমায় বল্তে দাও; হৃদয়ের বেগে, প্রণয়ের বেগে, উত্তেজনার বেগে আমার ধমনীতে রাজপুত্রী রক্ত দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হচ্চে—হাঁ, নবাব শুনুন, অগ্রে আমার প্রাণোচ্ছেদ করুন; যখন আমায় বধ করবে ছুরন্ত পাঠান খড়্গ উত্তোলন করবে, তখন দেখ্বেন আমার

প্রতি রক্তবিন্দুতে হৃদয়েশ্বরের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হবে। যখন পাষাণ হৃদয় খড়্গ আমার ধড় হতে শিরা বিভিন্ন ক'রে ফেলবে, তখন আমার মস্তকের একটী কেশও কম্পিত হবে না, একটু পদও টল্‌বে না; যখন আমার প্রাণপক্ষী দেহ-নীড় ভাঙ্গিয়া উড়িয়া যাইবে তখনও নাথের আলোকালেখ্য আমার নয়ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে, তখনও—

আলি। বস্ বস্, পাগল! পাগল! এরা কি? তোমার কে?

অজু। আমি বাপ্পা রাজার বাগানের মালী; নাম অজাগর মাইতি।

হেমা। আহা নাথের কি বিনয়। যেন বীণাপাণী, বীণা বাদন কচ্ছেন! আর নবাব আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, সে কথার উত্তর আমি পিতার নিকট দিতেম।

(নে-প্রস্প)। আরে ও যে দুর্গেশনন্দিনী।

হেমা। হেঁ হেঁ, কিন্তু পাছে আমায় ভীরু মনে করেন তাই বলি, ভুবনবিখ্যাত চিতোর-রাজ্যস্থাপক শৈলরাজ, ওরফে বাপ্পারাও আমার পিতা, মালিকুল-তিলক অজাগরকেই আমার—আমার প্রণয়ী ও ভাবী হৃদয়রাজ আমার নাম হেমাঙ্গিনী, আজ সমক্ষে বল্লেম, কাল যদি আপনার আবশ্যক হয়—তবে বলুন কার সমক্ষে ব'লব?

আলি। কি আশ্চর্য্য! তুমি রাজকন্যা, —বাপ্পাকন্যা তুমি এমন নীচলোকের প্রতি অনুরক্ত হলে কেন?

১ম ও ২য় সভা। হলে কেন?

৩য় সভা। ক্যাঁও, কেঁও, কেঁও?

হেমা। (ঈষৎ হাঁসিয়া) নবাব সাহেব, বুঝি কখন প্রণয় করেন নি? অশ্বিনী একবার আত্মাবলোমুখী হলে কার সাধ্য যে তার গতি রোধ করে?

(গীত)

ওগো হেরিলে উহারে ঘরে—

অজু। (কাঁদিয়া) আবার, গান করে!

হেমা। চুপ কর না গা হৃদয়েশ!

(গীত)

ওগো, হেরিলে উহারে ঘরে
কে থাকিতে পারে,
আমিত পারি না ওগো যে পারে সে পারে।
যখন কোদাল ধ'রে, মাটী কাটে জোরে,
নাড়ীতে তাড়িত খেলে শরীর শিহরে।
সু-কপালে স্বেদবিন্দু, শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু,
(আবার) গলা বেয়ে পড়ে
যেন চাঁদে সুধা ক্ষরে।
কৃপা করি জাঁহাপনা বধো না উহারে॥
বরং আমায় বধে কাঁদাও সবারে॥

আলি। সানুকিউল্লা, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে এদের কোন মন্দ অভিসন্ধি নাই; মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হওয়াতেই এরা রাজবাটী ত্যাগ করে বের হয়েছে। বাপ্পা-রাওকে যদি এদের এখন প্রত্যর্পণ করা যায়, তা হলে আমাদের অনায়াসে বিলক্ষণ লাভের সহিত সন্ধি হওয়ার সম্ভাবনা।

১ম সভা। জাঁহাপনা যথার্থ আজ্ঞা করেছেন।

আলি। তুমি এক কর্ম্ম কর, সন্ধি-জ্ঞাপক শ্বেতপতাকা সঙ্গে লয়ে শীঘ্র চিতোর রাজবাটীতে গমন করে সংবাদ দাও, আমি পশ্চাৎ এদের সঙ্গে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

(রঙ্গমঞ্চ)

গ্রন্থকার, সমালোচক ও ম্যানেজারের প্রবেশ।

গ্রন্থ। বলুন মশাই! কেমন, জমাট্ হচ্চে কি না বলুন, আপনাকে কিন্তু ভাল করে লিখতে হবে।

সমা। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পার্চ্চিনে মশাই! আমি এরূপ ঐতিহাসিক অসংলগ্নতা ত কখনই দেখি নাই।

গ্রন্থ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! মাপ্ করবেন্ মশাই, তবে আপনি যথার্থ নাটকই কখন দেখেন নাই। নাটকের অর্থ হচ্চে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ যে কাব্য দেখা যায়। বিভ্রম উৎপাদন হচ্চে এর জীবন; অঘটন ঘটান, অসম্ভবকে সম্ভব করা অর্থাৎ এক কথায় যা নয় তাই করান, এই হচ্চে নাটক। আর ব্যাকরণেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে তাত আর আপনার অবিদিত নাই। নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্চে যে, ন × আটক—নাটক, অর্থাৎ যাতে কিছু আটক নাই!

ম্যানে। (নেপথ্যাভিমুখে) এই আবি লেয়াও নেই, জল্দি করো।

(নেপথ্যে)। আয়ত্ হায়।

(বোতল ও গ্লাস হস্তে বেহারার প্রবেশ)

(ম্যানেজারের সমালোচকের হস্তে গ্লাস প্রদান)

সমা। বড় ষ্ট্রং হয়েছে, না? একটু জল দিলে ভাল হয়।

গ্রন্থ। না মশাই, খুব ডাইলিউট হয়েছে; আমরা র-ই খাই।

(সমালোচক ও সকলের মদ্যপান)

সমা। মশাই ঠিক্ বলেছেন, আমি প্রগাঢ় চিন্তা করে দেখলেম, অঘটন ঘটানই নাটকের মেরুদণ্ড অর্থাৎ স্পাইন্যাল কলম, আর শব্দচ্ছটাই এর আবুটারিয়েলব্লড অর্থাৎ ধামন্ত রক্ত। তা মশায় নাটকে শব্দ ঘটার কিছুই অভাব নাই, এমন কি Excuse my vanity, I have read something of Bengali, আমিই এর অনেক স্থান বুঝতে পারি নে, তাই থেকে আমি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে, এই নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার, কেন না যেমন মাষ্টার পেণ্টারের পেন্টিং হঠাৎ দেখলে কেবল কালী ঝাপা বোধ হয়, কিন্তু ভেতরে হয়ত কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই আছে, তেমনি যে লেখা সহজে বুঝতে পারা যায় না, তারও ভিতরে অবশ্য কোন গুরুতম ভাব আছে, আর কবিতাগুলি কি মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর একেবারে quite original. আমি বেনজনসনের স্কুল অভ স্ক্যাণ্ডালে একটা সিন পড়েছিলেম, সেটার সঙ্গে আপনার লভ সিনটা অনেকটা মেলে।

(পেলারামের ধীরে ধীরে প্রবেশ ও মদ চুরি করিয়া পান)

মেনে। কি ও পেলারাম, চেয়ে খেলেই ত হতো।

পেলা। চপো শালা!—এই, না না—চুপ চুপ, চুপ, একটু থাক্, থাক্, এখন সেই টাকা দুটো দাও দিকিন।

মেনে। টাকা কিসের?

পেলা। তামাসা! বটে, বটে, হেঁ হেঁ হেঁ! দো টাকা! এই এখন দিলুম মনে নাই? দাও দাও তা না হ'লে, থাক্ থাক—

মেনে। এখন চল, গোল করো না, সিন উঠবে।

পেলা। আমি গোল—ওরে পেলা গোল, তাজ্জব ব্যাপার!

[সকলের প্রস্থান

।তীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর রাজবাটী।

(ক্ষিপ্ত বাপ্পারাও)

বাপ্পা। এ কি! আমি কি পাগল হলেম? এরা কে? ঐ না আমার হেমাঙ্গিনী! হেমাঙ্গিনি! কে হেমাঙ্গিনী, তা আমি জানি না। প্রচণ্ড মাতঙ্গ জলন্ত বহ্নিতে প্রবেশ কচ্চে, সাগরোর্ম্মি হর্ম্ম্যোপরি লম্ফ প্রদান কচ্চে তা হেমা আমার কোথায়? মহিষি,আর আমায় বাধা দিও না—আমি যাই। সামান্য এক কন্যার আমাকে পাগল কল্লে? পিতাগণ! তোমাদের কন্যাদিগকে আর আজ হতে বিশ্বাস করো না। কোন্ নিষ্ঠুর রাবণ আমার সীতাকে হরণ ক'রে নে গেল? আমি এখনি মহিষি রূপ বিভীষণের সাহায্যে তাকে বধ করবো। এখনি—এখনি—হাঃ হাঃ হাঃ! (বিকট হাস্য ও করতালি)

(একজন পুরুষের রাণী-বেশে প্রবেশ)

মহি। (কান্দিয়া) ওরে আমার হেমা কোথায় গেলি রে বাপ্! ও-ওগো প্রাণনাথ গো, দাও আমার হেমাকে দাও গো বাপ্!

বাপ্পা। (ক্ষণেক তীব্রদৃষ্টি করিয়া) হুঁ উ উ উ! বটে? জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী; কিন্তু জাগে এ দুয়ারে হনু—

মহি। (কান্দিয়া) অরে হেমা রে আমার! ননীর পুত্তলী, কোন্ পাপী কৃষ্ণ তোকে চুরি ক'রে খেলে রে!

বাপ্পা। তুই কে রে?

মহি। (কান্দিয়া) প্রাণেশ্বর, আমার হেমা?

বাপ্পা। (ভ্যাংচাইয়া) প্যাণেচ্ছর, আমার হেমা আ, তুই কে?

মহি। (কান্দিয়া) নাথ—

বাপ্পা। (সক্রোধে) বটে, চালাকি! আমায় ষ্টেজে দাঁড় করিয়ে মাটী করবার ফিকির, আমি বুঝতে পারি না বটে? তা এই রইল তোর পাগড়ি, এই রইল তোর চোগা; সবে পাগলামিটে জমাট ক'রে এনেছি, আর এই? তুই কে রে শালা (নেপথ্যের দিকে) হেঁরে ও বইওলা বাবু! ও বই হাতে করা বাবু, একবার ডাক্ দেখি ম্যানেজারকে, ব্যাপারটা কি শুনি—

(প্রম্‌টারের দ্রুত প্রবেশ)

প্রম। (বাপ্পার হাতে ধরিয়া) মশাই, আপনি রাগ করবেন না, একটা কাণ্ড হয়েছে, তা পরে বল্‌বো, এখন আপনি একটু করুন।

বাপ্পা। তার মানে কি? What is? না আমি এর explanation চাই

প্রম্। এত অডিএন্সের সাম্‌নে—

বাপ্পা। রেখে দাও তোমার অডিএন্স, গুঁপো রাণী বার করতে, অডিএন্সের সামনে লজ্জা হয় না।

মহিষী। দেখুন মহাশয়, আমি amateur, আমি আপনাদের pay নিই না।

বাপ্পা। তোকে মাইনে দেয় কে রে Rascal? ভারি বেড়েছিস্ যে সব; অমনি থিয়েটার দেখতে পাস্, এই ঢের, সৈন্য-টৈন্য

সাজতে দি তোদের বাবার ভাগ্‌গি। ম্যানেজারের যেমন আক্কেল, বলেন থাক্ থাক্, ওরা সব Serviceable hand ; এই দেখ না আজ রাণীর পার্ট দেওয়া গেছে, কাল বেটা আর এক দলে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিয়ে মেঘনাদ, পশুপতি, মোহনলাল এই সব সেজে বস্‌বে এখন ; d—d presump-tion ! নয় কোন দিন manuscript চুরি ক'রে লম্বা দিবে, mean vagabonds !

প্রম। যাক্ যাক্, আর কিছু বলবেন না, ঢের হয়েছে ; এখন আরম্ভ করুন, পাগলামিটা বেশ জমাটি হচ্ছিল, চমৎকার Face হয়েছিল।

[প্রমটরের প্রস্থান।

বাপ্পা। আবার Feeling কি শিগ্‌গির আস্‌বে, নাও বল।

মহি। (অভিনয়, অপমান উভয় কান্না মিশ্রিত) কৈ মহারাজ, আমার হেমা কোথায়?

বাপ্পা। হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট হাস্য) কে বলে আমি রাজা? এই দেখ আমার শিরে মটুক জলছে, এই দেখ সিংহাসনের উপর তাল গাছ উঠছে ; যখন আমার এই সহস্র শিরে সহস্র তলবার পতিত হবে, তখন তোমরা একটি শিরও দেখতে পাবে না, ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মহি। ও কি মহারাজ? তুমি পাগল হলে নাকি? তবে কি আমিও হব নাকি? আমারও যে মাথাটা কেমন কচ্ছে, এ কি! এ কি! হোঃ হোঃ হোঃ! আমার সঙ্গে বিদ্রূপ? না, না, না, মহারাজ, আমি পা রাখি কোথায়?

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

জয় গোধন-চালক, সূদন মধুকো,
নবনী লুটিয়ে খায়ক জী।
জয় গোধন-নায়ক, অর্জ্জুন-শ্যালক,
তেএঁটে বয়াটে বালক জী॥
জয় যমুনাকি তীরে, প্রাণপণ জোরে,
হর্‌দম্ বন্‌শী বাজাও জী।
জয় আসিলে নাগরী, ভাঙ্গিয়ে গাগরী,
কুলের কুলটা মজাও জী॥
জয় চূড়াধড়াধারী, মেড়া-পোড়া-কারী,
মামীর প্রেমের কাণ্ডারী জী॥
জয় ব্রজকি লম্পট, শাড়ী লয়ে চম্পট,
একদম কদমের ডালে জী॥
জয় কি আর বর্ণিব, চর্ব্বিত চর্ব্বিব,
নিন্দা লভিব কাগজে জী॥

বাপ্পা। ঐ দেখ আমার হেমাঙ্গিনী আস্‌ছে (নারদকে) মা কোথায় ছিলে তুমি এত দিন? মা আবার গান কর মা। (শির-চুম্বন)

নারদ। কি বাবাজী! আমায় বিদ্রূপ কেন?

বাপ্পা। পাষণ্ড যবন! মহিষী ধর ত ওকে, আমি কোমরটা বেঁধে নি।

নারদ। (স্বগত) এরা কি পাগল নাকি? আচ্ছা দেখি—লাগ্, হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞা লাগ্, পাগল হয় ত সেরে যাগ্। (উভয়ের মস্তক স্পর্শ)।

বাপ্পা। মহিষি, এ কি স্বপ্ন?

মহি। নাথ! আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছিলেম।

বাপ্পা। একি! মহর্ষি নারদ যে! কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, ওরে তামাক দে রে?

নারদ। থাক্ থাক্। আমি তামাক ছেড়ে দিছি।

বাপ্পা। কেন? কেন? এমন সৌখীন জিনিষ ছাড়লেন কেন?

নারদ। সে বড় দুঃখের কথা! আমি ত্রৈলোক্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে বেড়াই ব'লে দেবতারা আমার হুঁকা বন্ধ ক'রে দিলেন, সেই পর্য্যন্ত তামাক ছেড়ে দিয়েছি।

বাপ্পা। বেশ করেছেন, বেশ করেছেন, তা আমার বিপদের কথা শুনেছেন কি?

নারদ। হাঁ, আমি তপঃপ্রভাবে সমস্তই অবগত হয়েছি; আপনার কন্যার বিষয় ত? সে বিষয়ে চিন্তিত হবেন না, হেমাঙ্গিনী আপনার বাগানের অজু মালীর সঙ্গে পলায়ন করে—

বাপ্পা। পাষণ্ডিনী! নরাধমিনী!

মহি। কি বিভীষিকে—ওঃ ওঃ ওঃ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

নারদ। তার পর নবাব আলিবর্দ্দির হাতে তিনি পতিত হন।—

বাপ্পা। আরে রসো ঠাকুর, এখন রাণী মূর্চ্ছা গেছে—ওরে কে আছিস্ রে, শীগ্‌গীর আয়, রাণী মূর্চ্ছা গেছে, তুলে নে যা—আবার সেবারকার মত দেরি—

(দুই জন প্রম্‌টারের প্রবেশ ও রাণীকে লইয়া প্রস্থান)

নারদ। নবাব আপনাকে কন্যা ফিরিয়ে দিতে আস্‌ছে, অজু রাজপুত্র, শাপভ্রষ্টে মালী হয়েছে, এখন যদি,—

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানে। সর্ব্বনাশ হ'ল, Drop-scene ফেলে দে! এদিকে ত কমিটির বাবুরা এক-ট্রেশ নিয়ে বাগান চল্লেন, আবার নেতা দর্জ্জি আগাম ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে এখন পোষাকের বাক্স লয়ে পালাল, সর্ব্বনাশ হ'ল আমার!

(গ্রন্থকারের প্রবেশ)

গ্রন্থ। ওগো ম্যানেজার বাবু, আপনিও মাতাল হ'লেন? Drop-scene ফেলে দিচ্ছেন কি?

ম্যানে। থামুন মহাশয়, ঢের এক্টীং দেখিছি, এখন আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! মঙ্গলার শলুকা ড্রেশের সঙ্গে গেছে—

(সমালোচকের প্রবেশ)

সমা। কিন্তু মশাই আমার ঐ মত, নায়ক নায়িকায় অনেক দিনের পর প্রথম দেখা হলে আদতে কথা কবে না।

ম্যানে। আমার সর্ব্বনাশ হল, আর আপনার সমালোচনা আরম্ভ হলো? (এক্‌টারদের প্রতি) যাও তোমরা গ্রীনরুমে যাও, পোষাক সাবধান—নারদ, দাড়িটা যেন কোথাও ফেল না।

[একটারত্রয়ের প্রস্থান।

গ্রন্থ। আমায় বুঝিয়ে দিন, নইলে আমি মাটী ছাড়চি না।

(সজোরে সমালোচকের হস্ত ধারণ)

সমা। ছাড়ুন, ছাড়ুন মশাই—হাত যে গেল, আপনাদের সব মাতাল; ও ম্যানেজার মশাই, চুল ছিঁড়লে হবে কি? এ দিকে আমি যে যাই, ছাড়ুন মশাই, ভাল মাতাল!

(শৈলেশ্বরের প্রবেশ)

গ্রন্থ। আচ্ছা মাতাল হ'ন বা হ'ন, শৈলেশ্বরবাবু ত এ বিষয়ে সকলের চেয়ে অধিক বোঝেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি কি বলেন দেখুন।

শ্যা। আচ্ছা শৈলেশ্বর বাবু আপনি ত অনেক পড়েছেন, Father of native stage. Poetry টৈটি লেখেন। আমায় বুঝিয়ে দিন, অনেক দিনের পর নায়ক নায়িকার দেখা হ'লে কি কর্ব্বে?

(শৈলেশ্বর আস্তে আস্তে ম্যানেজারের নিকট গিয়া)

শৈল। আপনাকে কি বল্‌বো, যদি ও পুরুষ হ'ত আজ আমি কোলে করে নাচ-তেম্, কি বল্‌ব মেয়েমানুষ।

ম্যানে। ঠিক্ বলেছেন, এক অঙ্ক বাকি আছে বৈত নয়, আস্‌ছে শনিবারে হবে।

শৈলে। এই, লবঙ্গ! আহা হা!

(পেলার প্রবেশ)

পেলা। ওরে—ওরে—ওরে—পেলা সব শুন্‌তে প'ম, মাতাল হয় নি তা, তা—তা আমার কি কর্‌বে m-a-a-a-n যাঃ যাঃ—

ম্যানে। আবার পেলা মাত্‌লামো কচ্ছিস।

পেলা। বটে! তবে আমায় ছোড়ে দে—(সুর করিয়া) অবৈইয়া ছোড়ি দে—দে বেইয়া ছোড়ি দে, আর মায়া বাড়াস্‌নে—দে ছোড়ি দে—

ম্যানে। ছি ছি তোমাদের আক্কেল নাই—এমন—

(রাগান্বিত মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গ। ওগো বাবু, বাড়ি টাড়ি যাওয়া হবে? শলুকাটা তো গেল।

শৈলে। 'ললিত লবঙ্গ লতা সবুজ বিজলী।'

(অর্দ্ধসজ্জিত এক্টরদিগের প্রবেশ ও নানা বিষয়ক অসন্তোষ প্রকাশ)

ম্যানে। তুমি এখানে এয়েছ কেন? নাও, চল, সব ষ্টেজ্ clear কর।

[গ্রন্থকার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গ্রন্থ। তবে কি আপনারা আর এক্‌টীং কর্‌বেন না? হায়! হায়! আমার ভাল সলিলকিটা বলা হ'ল না, জানোয়ার দেখালে না, কালী ওড়ালে না, সাহেব মারলে না।—জানি এ বেটাদের বড় অহঙ্কার; এরা সব আপনারা বই লেখে। কালই গিয়ে বই থানি ওদের দেব। আহা! ওরা অতি গো-বেচারা, যা পায় তাই play করে, ভালও হয়; হবে না কেন? একে Half price তাতে অমন অমন বই play করে;—বগলে অংশুমালী, বোল্‌তাচাক্, আমার planchet নাটকখানি পর্য্যন্ত Play করেচে। তা বিদ্যা আছে কি না।—ঐ যে শৈলেশ্বর ঘোষ ভারি বই লেখেন, কৈ দুর্গেশনন্দিনীতে কি কল্লেন? যে ভুল সে ভুল। ওরা বঙ্কিমবাবুর ভুল কেটে, আয়েষাকে মেরে ফেলে দিলে, বঙ্কিম বাবুও মলেন্। তা মরুক, এখন কি করি—আচ্ছা, কিছুই না হয়, আমি পরি-স্থান না দেখিয়ে ছাড়্‌বো না।

[ভূমে পদাঘাত করিয়া দৌড়।

(পরিস্থান প্রকাশ)

(গীত)

আমরা সব পরী।
সুর-সুন্দরী।
ডানা ঝরে গিয়েছে, উড়তে না পারি।
টমটী, টম্‌টী, টম্‌টী, টম।
যখন আছিল ডানা, ভ্রমিতাম দেশ নানা,
উড়তে না পেরে এখন অপেরা করি।
টম্‌টী, টম্‌টী, টম্‌টী, টম্॥

যবনিকা-পতন।

স্মৃতির আদর।

ষ্টারের প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী

গঙ্গামণি দাসীর স্বর্গলাভ উপলক্ষে।

১

ভেঙেছে ভেঙেছে বীণা ছিঁড়ে গেছে তার।
আর না শুনিবে কেহ সে মধু-ঝঙ্কার॥
জাগাইয়া হৃদিতান,
কে আর করিবে গান,
আকাশ ভরিয়া স্বর উঠিবে গো কার।
গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই আর॥

২

এলোকেশে পাগলিনী নয়ন উদাস।
অঞ্চল লুটায়ে পরি' রাঙাপেড়ে বাস॥
প্রেমের তরঙ্গ তুলে,
প্রাণের কপাট খুলে,
কে দেখাবে শ্যামা-গীতে ভক্তির উচ্ছ্বাস।
গঙ্গার ফুরায়ে গেছে জীবন-নিশ্বাস॥

৩

মোহন বালক-বেশ পড়ে আজি মনে।
সাগরে কামিনী দেখা কমলের বনে॥
মশানে শ্রীমন্তসাজে,
আজো যে গো প্রাণে বাজে,
উঠিত ছুটিত সুরে অনন্ত গগনে।
"মা কই" "মা কই" রব গঙ্গার বদনে॥

৪

রবিকরে জলধারা হেরি ছবি আর।
সুরা পিয়ে সোণামণি ভোলে ব্যভিচার॥
প্রেমে তবু নাহি ওর,
হরি পাবে করে জোর,
নসীরাম দিল নাম হীরা হ'ল কার।
গেল সেই—গেল এই, গঙ্গা স্বর্গদ্বার॥

৫

প্রেমিকা-প্রমদা-ব্যথা বুঝি নিজ মনে।
মিলায়ে পালানো-পতি তরুবালা সনে॥
প্রমোদিনী আমোদিনী,
বৃদ্ধ-পতি-সোহাগিনী,
"আদরে অধরে হাঁসি" হেরি ফুল্লাননে।
আনন্দে গাবে না গঙ্গা আর কুঞ্জবনে॥

৬

মানস-মঞ্চেতে পট পাল্টিছে হায়।
রসের তরঙ্গে তা'রে দেখি পুনরায়
সাজিয়ে রজক-বধূ,
কৌতুকে ঢালিছে মধু,
নূপুর বাজায়ে নটী নেচে চলে' যায়।
নেচে গঙ্গা চলে' গেল নটনাথ-পায়॥

৭

শুধু নয় অভিনয়, প্রকৃতি মধুর।
মধু তানে মধু প্রাণে বাঁধা একসুর॥
স্থিরা ধীরা লজ্জাবতী,
দেবপদে দৃঢ় মতি,
কত অর্থপ্রলোভন করে' দিল দূর।
তাই গঙ্গা চলে' গেল হেঁসে স্বর্গপুর॥

৮

কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে।
শিষ্যা সখী সহচরী সব পড়ে মনে॥
রঙ্গমঞ্চে বারবার,
সম্পর্ক হয়েছে আর,
সুখে দুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে।
নিমিষে ভুলিলি গঙ্গা দেখিয়ে শমনে॥

৯

কেমনে নিঠুরা হ'য়ে হলি বিসরণ।
দ্বাবিংশ বর্ষের আজ বন্ধুত্ববরণ॥

পবিত্র সখিত্বভাবে,
কা'র পানে প্রাণ চাবে,
যৌবনের হাসি-খেলা হতেছে স্মরণ।
ছি ছি গঙ্গা আমি দেখি তোমার মরণ॥

১০

চেয়ে দেখ ব'সে সখি হরি-পদতলে।
তোর তরে কত আঁখি ঝরিছে ভূতলে॥
রঙ্গমঞ্চে সঙ্গী যারা,
কেঁদে কেঁদে আত্মহারা,
আর এক হুদি তুমি গিয়েছ যা দলে'।
দেখ দেখ দেখ গঙ্গা কি অনলে জলে॥

১১

মর্ম্মভোগ অমানিশা হ'ল তোর ভোর।
নিদ্রা ব্যাধি ক্ষুধা চিন্তা ঘুচে গেল ঘোর॥
পলকে ফেলিতে আঁখি,
চলে' গেলি দিয়ে ফাঁকি,
হেলায় ফেলিলি ছিঁড়ে মমতার ডোর।
"মা মা" বলে' কাঁদে গঙ্গা বধূ পুত্র তোর॥

১২

রঙ্গমঞ্চে করেছিল লক্ষ হরিনাম।
আহা হেসে চলে গেল শ্রীহরির ধাম॥
ডেকেছিল "মা মা" বোলে,
মা তাই নিয়েছে কোলে,
ভুলিয়ে জনম-জ্বালা পেলে গো আরাম।
ডেকেছিল দেখে নিলে গঙ্গা বাঁকা-ঠাম॥

১৩

আরে রে পাষাণি তুই আসিবি নি আর।
ঝঙ্কারে দিবি নি ঢেলে প্রাণে সুধাধার॥
"বাই গো বাজায় বাঁশী,"
আর কি গাবি নি আসি,
"মা মা" বলে' তুলিবি নি প্রাণে হাহাকার
নে তবে নে তবে গঙ্গা অশ্রু-উপহার॥

মিত্র-স্মৃতি

শ্রীঅমৃতলাল মিত্রের মৃত্যু উপলক্ষে।

(১)

নক্ষত্র খসেছে আজ,
বঙ্গভূমে রঙ্গরাজ,
সুমিত্র অমৃত মিত্র শুয়েছে চিতায়।

(২)

সে স্বর-তরঙ্গ-ভঙ্গ,
আর না শুনিবে বঙ্গ,
রঙ্গমঞ্চে বীর অঙ্গ কে আর দেখায়॥

(৩)

ভাবেতে ভূমিকা সৃষ্টি,
বাণীতে অমৃত বৃষ্টি,
সে দৃষ্টি পশিত প্রাণে গলি করুণায়।

(৪)

সতী-শব করি কাঁধে,
শিবরূপে কেবা কাঁদে,
রুদ্র-মূর্ত্তি দেখি দক্ষ ভয়েতে পলায়॥

(৫)

প্রতাপে প্রতাপ সাজে,
মধুর গভীর গাজে,
দেশের দশের কাজে কেবা ফুকরায়।

(৬)

রক্তাক্ত রাবণ ক্রুদ্ধ,
শুদ্ধবুদ্ধি মহাবুদ্ধ,
সীতাহারা কণ্ঠরুদ্ধ যুদ্ধে রাম যায়॥

(৭)

চক্ষে প্রেম অশ্রুধার,
সে বিল্বমঙ্গল আর,
দেখিব কি দৃষ্টিহারা উদাসীন হায়।

---

* কোহিনুর থিয়েটারে স্মৃতি-সভায় পঠিত।

(৮)

রাজসিংহ সিংহবলে,
দলিছে মোগল-দলে,
বীরবালা পদতলে পরাণ বিকায় ॥

(৯)

ধৈর্য্যের শেখর কই,
সে চন্দ্রশেখর বই,
কষ্টরে ক্ষমিতে পারে কার ক্ষমতায়।

(১০)

কতই মহান্ চিত্র,
দেখায়ে অমৃত মিত্র,
চিত্রশালা হতে নেছে চরম বিদায়।

(১১)

অমৃত অমৃতভাষী,
তার তরে বঙ্গবাসী,
দুই বিন্দু অশ্রু কি গো ঢালিবে চিতায়!
দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায় ॥

———

বাল্য-সখা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ।১

আশু(২) কি দেখালে পথ,ঘন ঘন আসে রথ,
দেহ পট মুছে নটে লয়ে যায় কালে।
না হ'তে অশৌচ শেষ, ছাড়ি নর নটবেশ,
মহেন্দ্র (৩) মিশিল ত্বরা হরি-পদতলে ॥
দুইদিন বাকীমাত্র, আসিতে রথের রাত্র,
সুমিত্র অমৃত মিত্র,(৪) শুইল চিতায়।
স্বরেতে অমৃতমাখা, স্মৃতিতে রয়েছে আঁকা,
সে বীণা বাজিছে আজি হায় গো কোথায় ॥
অতন্দ্রা যে ভাদ্রমাস, করিল কি সর্ব্বনাশ,
নিজ আয়ু সাঙ্গ সনে সঙ্গে নিল হায়।

১ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "অর্দ্ধেন্দু স্মৃতিসভায়" পঠিত।
২ ষ্টার থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা।
৩ ইনিও ষ্টার থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা ছিলেন।
৪ ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতা।

রঙ্গের সুধার সিন্ধু, রঙ্গাকাশ-পূর্ণ-ইন্দু,
অর্দ্ধেন্দুশেখর সখা বঙ্গ-নটরায় ॥
বাল্যবন্ধু বিদ্যালয়ে, কৈশোরে শিক্ষক হয়ে,
এক সঙ্গে অধ্যাপনা আজো মনে হয়।
তোর হাতে হাতেখড়ি, গোড়ায় দিয়াছ গড়ি,
তাই আজি নট নামে মোর পরিচয় ॥
বৈঠকে কি নাট্যমঞ্চে, কত রাত গেছে বঞ্চে,
মুস্তফি! তোমার সাথে কৌতুক-কলায়।
কথায় কথায় বসে, ভিজায়ে হাসির রসে,
রচেছি রহস্য কত কৈশোর খেলায় ॥
অনুরূপ অনুকৃতি, কভু কি হারাবে স্মৃতি,
প্রীতিতে শুনিত সেই যাহারি নকল।
হেলায় ফিরিত স্বর, রূপান্তর কলেবর,
মূক-অভিনয়ে মুখে ভঙ্গি অবিকল ॥
হয়নি হবে না আর, মিলনে তুলনা তার,
বাঙ্গালীর গৃহকর্ত্তা বৃদ্ধ অভিনয়।
জলধর মনে হ'লে, হাসিয়া পড়ি গো ঢ'লে,
কবির রবির ছবি পূর্ণ প্রাণময় ॥
মাতায়ে ইংরাজ চিতে, বাঙ্গালী-বাবুর গীতে,
ডেভ্ কারসন্ যবে পুরাইত পেট।
জাগিয়া জাতীয় তেজে,'মষ্টফি সাহেব" সেজে,
জবাবেতে "বড়সাব" দিল তার ভেট ॥
নাট্যকার পরিচয়, প্রথমে আমার হয়,
লিখিয়া "হীরক চূর্ণ" গলি করুণায়।
সাজিয়া বরোদা রা'য, নির্ব্বাসনে যবে যায়,
চাহনিতে অ বিন্দু অর্দ্ধেন্দু ঝরায় ॥
আমার সে চিরমিত্র, দেখায়েছে কত চিত্র,
পবিত্র স্মৃতির সনে আজো জাগে মনে।]
যদি কভু ইতিহাস, করে কথা সুপ্রকাশ,
গুণরাশি বঙ্গবাসী শুনিবে শ্রবণে ॥
ভেরাইটি ষ্টেজ পেলে, একা রঙ্গরস ঢেলে,
ভরাইত ক্ষিতি যশে অর্দ্ধেন্দু ধীমান্।
কিন্তু বিলাতের প্রায়,আজিও এ দেশে হায়,
সেইরূপ রঙ্গভূমি হয়নি নির্ম্মাণ ॥

গন্ধর্ব্বের নাট্য-গর্ব্ব, স্বর্গে বুঝি হ'ল খর্ব্ব,
নন্দনে আনন্দপর্ব্ব ক্রমে ম্রিয়মাণ।
তাই বঙ্গ-নটকুলে, ক্রমে ক্রমে কোলে তুলে,
দেব-রথে দেবদূত স্বর্গে ল'য়ে যায়॥
চল্লিশ বছর ধরে, মাতায়ে প্রমোদ ভরে,
অর্দ্ধেন্দু দিয়াছে কত নিশি হাসিময়।
বঙ্গের সে রঙ্গরাজ, চলিয়া গিয়াছে আজ,
রঙ্গভূমি দেখি যেন আজি মরুময়;—
অর্দ্ধেন্দু যাইলে আর অর্দ্ধেন্দু না হয়॥

শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরীর মৃত্যু উপলক্ষে।

আবার খসেছে তারা, প্রমদারে হয়ে হারা,
অশ্রুধারা বহে নট-নটীর নয়নে।
সে ললিত লঘুকায়া, কাটায়ে সকল মায়া,
শুয়েছে নিশ্চিন্ত হয়ে অনন্ত শয়নে॥
জন্মে ভাগ্য বলিদান, সমাজে ছিল না স্থান,
কে দেবে লো তোরে মান গুণগুলি গুণি।
নটী যদি তোর মত, বিলাতে প্রকাশ হ'ত,
মর্ম্মাহত হতো দেশ মৃত্যুবার্ত্তা শুনি॥
এদেশে নূতন ঢেউ, লেগেছে রুচির ফেউ,
কহিবে না কেউ ভয়ে কথাটি তোমার।
সদা বুক ধুক-ধুক, মরণে দেখালে দুখ,
কামুক ভাবিবে যত বান্ধব উদার॥
সিডেন্স্, জর্ডান্ সার',হলে ক্ষেতি বিনি তারা,
তবু তার নাহি চারা পড়ে ধরা নামে।
কুলবতী ব্যভিচার, মধ্যে স্থান নাহি আর,
ললনার দাঁড়াবার এই বঙ্গ-ধামে॥
যার তরে তুমি নষ্ট, তার নাই কোন কষ্ট,
পুরুষ পরেশ পান সমাজে বরণ।
তাতে যদি জোটে ধন, বিরোচন সেই জন,
পর্ণের কলঙ্ক করে স্বর্বর্ণ হরণ॥
মনেতে জাগ্রত কাম, শুনিলে যুবতী নাম,
ধুমধাম পড়ে যায় শোণিত শিরায়।
দেখিলে গৌরাঙ্গবেশে, তবু বেশ্যা মনে এসে,
সুরুচি বাঙ্গালী হেরে অঙ্গার হীরায়॥
যেই ধন প্রলোভনে, হায় হেয় নটীগণে,
সমাজ পড়িয়া পূজে তাহার চরণ।
বুঝিয়া বিশেষ তথ্য, গিরিশ লিখেছে সত্য,
'নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ'॥
অনেক দুখেতে ভাই, দুটো কথা ব'লে যাই,
ব্যথা বুঝে অপরাধ ক্ষম সহৃদয়।
বাঙ্গালী কুমারী আনি,কত কষ্টে শিক্ষা দানি,
গুণমণিগণ তারে ধনে হয়ে লয়॥
সুচারু চরিত্রচয়, ক'রে তারা অভিনয়,
যদি চায় রাখিবারে কিছু বাঁধাবাঁধি।
ভদ্রাভদ্র মজবুত, দূতের উপর দূত,
মার পায়ে টাকা ঢালি করে কাঁদাকাঁদি॥
আবার তারাই দেখি, সাজিয়া ধর্ম্মের ঢেঁকি,
"রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা" বলে নাক তুলে।
"কুলের" কথাটি হায়, কিন্তু খুলে বলা দায়,
লাগিবে নিজের গায় জাতি-ভয়ে ছুঁলে॥
তাইতে প্রমদা তুমি, ছেড়ে গেলে মর্ত্ত্যভূমি,
নাট্যসঙ্গী বিনা কেহ জানিল না আর।
দুখেতে পড়িল লুণ, নগণ্য সকল গুণ,
দৈববলে অভাগিনী মনুষ্যের বা'র॥
নহিলে লো "তরুবালা", রাজার বরণমালা,
শোভিত সম্মানে আজি তোমার চিতায়।
ফুল পরে লাজে লাজে,পতি পাগলিনী সাজে,
কে না দেখে পূজিয়াছে বাঙ্গালী সীতায়॥
ইংরাজের রঙ্গমঞ্চে, সজ্জায় লজ্জায় বঞ্চে,
সভ্য নটী নৃত্য করে লম্ফে তালে তালে।
সে চরণলীলাখেলা,উচ্চে তোলা নীচে ফেলা,
সুচারু শিল্পের কলা নাম পেলে হালে॥
বঙ্গ-রঙ্গে নটী নৃত্য, পা দুটি মাটীর ভৃত্য,
সরমের আত্মকৃত্য অঙ্গ-ভঙ্গে নাই।
প্রমদার "খোলা-অলি",অলিলে কাঁপিত কলি,
চঞ্চল চরণে চলি ঘুরিয়া তেহাই॥

সাজিয়া ডাক্তার লেডি, হাসায়ে পঞ্জর ভেদি,
আড়ে আড়ে বঙ্গবুলি বলিতে মধুর।
"নভেল-পাগল বউ", ঢেলে গেছে কত মউ,
আর না দেখিব মুখ আতুরী বধূর॥
দেব-গুরুপদে ভক্তি, করেছিস্ যথাশক্তি,
আসক্তি ছিল না কভু কুৎসিত রঙ্গে।
করে গেছ দুর্গোৎসব, কাঙ্গালার কলরব,
ভবনে হয়েছে তোর ভোজনের সঙ্গে॥
অনুতাপ-অশ্রু ঢালি, ধুয়েছ কলঙ্ক-কালি,
পালিয়াছ যথাশক্তি গৃহস্থের ধর্ম্ম।
চিতায় পোড়ায় শোক, যাও বালা পরলোক,
শিষ্ট দুষ্ট সকলের কৃষ্ণ জানে মর্ম্ম॥

ফুলশয্যা।

—০৫০৫০—

বধূর প্রতি বর।

উদ্‌ভ্রান্ত নিবেদন।

বল বল বালা, পরা'লে যে মালা,
ভিজিল কি তা' লো নয়নের জলে।
দ্বিজসুতা সতি, বল গুণবতি,
ফাটিছে কি ছাতি মোরে পতি বোলে॥
ক'রে মোরে দান, কন্যা-বলিদান,
পাপ কি করেছে তোমার গো বাপ।
আছে কি বিশ্বাস, তোমার নিঃশ্বাস,
দিতেছে তাঁহারে শব্দহীন শাপ॥
নিজ হাতে পিতা, বৈধব্যের চিতা,
দিল কি সাজায়ে দানের সজ্জায়।
দেহে রক্ত-বিন্দু, আছে ব'লে হিন্দু,
তাই কি তখনি বলনি লজ্জায়॥
যবে "শুভদৃষ্টি," অঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি,
বিষময় সৃষ্টি বুঝি বুঝেছিলে।
আদরের ভরে, তাই বর-করে,
বিষধর-ফণা বুঝি খুঁজেছিলে॥
ফুলশয্যা আজ, বাজে যেন বাজ,
বুঝেছি বালিকা-বুকেতে নারবে।
নহে সখা স্বামী, ঘাতক রে আমি,
পাতক-পাথারে ভাসি লয়ে শবে॥
প্রাণে স্নেহ-ধারা, চির আত্মহারা,
বঙ্গ-অলঙ্কার অঙ্গনার কুল।
ফেটে যায় বুক, ফোটে না গো মুখ,
পর তরে নিজ সুখ তৃণ-তুল॥
"আমি" নিরঞ্জন, স্বামীর রঞ্জন,
গঞ্জনা অন্নেতে ব্যঞ্জনের প্রায়।
বিশ্বের তর্পণ, সব সমর্পণ
কাতরে কাঙ্গালে দেব-গুরু-পায়॥

তাই লজ্জাবতী, আজি মৌনবতী,
হৃদি-চিতা চড়ে "সতী" হ'ল প্রাণ।
নহে শক্তিময়ী, বীর বিশ্বজয়ী
হলেও আমার আছিল না ত্রাণ॥
বংশের সম্মান, বিদ্যা অভিমান,
রূপ স্বাস্থ্য বল ছিল মূলধন।
পিতৃস্নেহ বোল, জননীর কোল,
পেয়েছিনু প্রভু সুহৃদ সুজন॥
বান্ধব সমাজ, গৌরবের কাজ,
কিছুরি অভাব ঘটেনি আমার।
কিন্তু এ অদৃষ্ট, কি যে রাহুস্পৃষ্ট,
সুধা সদা ওষ্ঠ-ভ্রষ্ট তৃষ্ণা তৃষ্ণা সার॥
ভিজে উঠে নেত্র, এ হৃদয় ক্ষেত্র,
বিধাতার বেত্র সহিয়াছে বারে বার।
শমনের শ্বাসে, দীনের আবাসে,
নিভিয়াছে স্বর্ণ-দীপ দুই দুই বার॥
ভাবিয়াছি ভালো, করিয়াছি কালো,
কি জানি কোন্ না দুষ্ট দৈত্যের তাড়ায়।
ভেবে রস-ভাষ, করে উপহাস,
কাটাতে হয়েছে পাশ বান্ধব পাড়ায়॥
আঁধার জীবন, বুকে কাঁটাবন,
মম প্রয়োজন নাহি বুঝিল যৌবন।
বালিকা দানিল, অশনি হানিল,
যুবতী যৌবন এক সঙ্গে গেল ছেড়ে।
বন্ধু চাহে গুণ, দোষেতে আগুন,
ত্রুটিতে ভ্রুকুটি করি যান ঝাল ঝেড়ে॥
এক মাত্র দারা, হয়ে আত্মহারা,
কাঁদিয়া নিভায় রোষ গুণে দোষ নাশে।
জীবন জুড়াতে ঠাঁই, সে দারা আমার নাই,
গৃহলক্ষ্মী নাই বন্দী রাক্ষসের পাশে

নির্দ্দয় হৃদয় দলে, দু'বার দিয়েছি জলে
দু'খানি প্রতিমা মম মণ্ডপের দীপ।
দুই দুইবার বালা, সয়েছি সাপের জ্বালা,
শবের সিঁথিতে দিছি সিদুঁরের টিপ॥

মণ্ডপ আছিল শূন্য, গৃহে নাহি ছিল পুণ্য,
হৃদয়ের দৈন্য লয়ে অতিথি লো তোর।
ফুরালে ঘটের বারি, পিপাসা যায় না ছাড়ি,
ভাল বাসিবার তৃষা মেটে নি তো মোর॥

জানি বালা জানি জানি,তোমার করেছি হানি,
কাল কীট বসিয়াছি কম কলিকায়॥
লজ্জায় যেতেছি মরে, আমার আঁধার ঘরে,
উচ্ছিষ্ট শয্যায় এনে বধূ-বালিকায়।

আমারো হয়েছে শাস্তি,সমাজে আজ আমি নাস্তি
আমার অস্তিত্ব গেছে পাঁচজন মাঝে।
কর দেবি প্রণিধান, হায়াহীন অভিধান,
পেয়েছে গর্ব্বিত বিপ্র পেচক-সমাজে॥

দেখিয়া আমার অঙ্গে, প্রজাপতি বসে রঙ্গে,
মাতিয়া উঠিল ব্যঙ্গে বঙ্গ রঙ্গময়।
আমার ভূতায় পক্ষ, বিস্কিল বন্ধুর বক্ষ,
দক্ষ কবি হ'য়ে গেল লক্ষ রসময়॥

শুনে সব বাক্যবাণ, পলাইল পঞ্চবাণ,
বাণগ্রস্ত ব্যবস্থায় পড়ে গেল ধূম।
মঙ্গল শঙ্খের শব্দ, ছড়ার ছটায় জব্দ,
ভেঙ্গে গেল সুপ্ত সব সভ্যদের ঘুম॥

বাজেনি বিজয় ঢাক, সরমে স্বনিল শাঁখ,
আকুল কণ্ঠেতে হোলো হুলু হুলুরব।
কোথাও হাসির রোল, কোথাও বা হরিবোল,
বিবাহের বর যেন গঙ্গাযাত্রী শব॥

অন্তরে বাহিরে আর,আরো কত অত্যাচার,
সহিয়াছি মাত্র এক পুতুলের তরে।
সেটিকে করিব যত্ন, সেটিকে ভাবিব রত্ন,
ধূলার এ খেলাঘর রবে আলো করে॥

তোমারে বাসিব ভাল, নয়নের হবে আলো,
বুঝিব অভাব সনে তোমার কারণ।
শক্তির প্রভাবে তোর, জীবন জাগিবে মোর,
শবে হবে প্রাণাবেশ নব জাগরণ॥

যৌবন জোয়ার জল, কূলে কূলে কল্ কল্,
টল্ মল্ অন্তরী তুমুল তুফান।
সে উচ্ছ্বাস সে উল্লাস, সে নৃত্য সে অট্টহাস,
আরম্ভের অবিলম্বে হয় অবসান॥

কিন্তু এ ভাঁটার টান, একটানা বিদ্যমান,
অফেন সরল জল অবনত চলে।
তরীখানি লয়ে বুকে, প্রেমসিন্ধু অভিমুখে,
মাটীতে লুটায়ে ছুটে মৃদু কলকলে॥

স্বার্থেতে হইয়ে মত্ত, তোমার চিত্তের তত্ত্ব,
আগেতে করেনি মম হৃদয় বিকল।
করিয়াছি অপকার, ক'রে তুমি উপকার,
ভবে তব দেবী নাম কর লো সফল॥

স্নেহ যত্ন ভালবাসা, দিলে নিও এই আশা,
প্রতিদান পাইবার নাহি অভিমান।
বয়সের তারতম্য, আয়াসে করিব রম্য,
কাম্য যদি হীন প্রাণ তাও দিব দান॥

লয়ে দুর্গা দিগম্বরে, শ্মশান কৈলাস ক'রে
খ্যাপারে করিল গৃহী গৌরী গিরিবালা।
এ হৃদি শ্মশানভূমি, প্রদীপ দেখালে তুমি,
ঘৃণা কর শাপ দাও নিভায়ো না আলা ;—
দিওনাকো দেবি আর দারা-হারা জ্বালা॥

বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব।

এবার মন্মথ-বাবু পূজায় বাটী আসিতে পারিলেন না। মন্মথ-বাবুর প্রপিতামহ ঠাকুরদাস মিত্রের সময় হইতে কলিকাতার সিমলা পল্লীতে মন্মথ-বাবুদের নামের একটা প্রতিপত্তি আছে। মন্মথ-বাবু অবশ্য জাতিতে কায়স্থ, রূপে ঠাকুর-বাড়ীর লোকেদের ন্যায় সুন্দর, বেশভূষা সুবর্ণবণিক্ মহাশয়দের ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল। মন্মথ-বাবুর শরীরের বয়স ৫৩ হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের বয়স ত্রিশ অতিক্রম করে নাই। পৈতৃক পুণ্যে মন্মথ-বাবু আনুষ্ঠানিক হিন্দু, কিন্তু নিজের লেখাপড়ার গুণে বিডন ষ্ট্রীটের ফাউল-রন্ধনকারী পিরুর প্রতিপালক। অর্থাৎ মন্মথ-বাবুর মাথায় শিখা আছে, কর্ণে বৈষ্ণব গুরুর দীক্ষা আছে এবং প্রাণে প্রভুর চরণে অন্নভিক্ষা আছে। শোণিতের সাহত শিক্ষার মিলনে মানুষকে যেমন গড়িয়া তুলে, মন্মথ-বাবুকে প্রেসিডেন্সী কলেজ তেমনই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। দুর্গাপূজা মন্মথ-বাবুদের ভিটায় বহুকাল হইয়া আসিতেছে এবং ঐ পূজার কয় দিন মন্মথ-বাবু যে কালেজে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া যান, এমন কি, বাড়ীতে যে কয়টি পাঁটা বলি হয়, তাহা সমস্তই ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রেরিত হয়। কিন্তু এবার মন্মথ-বাবু পূজার সময় বাটী আসিতে পারিলেন না। মন্মথ-বাবু সিরাজগঞ্জে ক্রয়ার সাহেবের পাটের কাজের বড়-বাবু। এবার পাটের বাজারে বড় দাপাদাপি, সাহেবেরও টাকার কাঁপাকাঁপি, কাজেই সাহেবের বড়-বাবুর প্রাণে হাঁপা-হাঁপি।—বড়-বাবু ছয় দিনের ছুটী চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সাহেব বলিলেন, oh yes. Manmatha, you can go, but my business will suffer nevertheless. মন্মথ-বাবু তখন মনে করিলেন,'মা দুর্গা মাথার বটে, কিন্তু father ত আমার গুরু আর সাহেব,'অন্নদাতা যস্তু কন্যা বিবাহিতা',—তবে fatherকে ফেলে কি করে যাই'? ক্রয়ার সাহেব কি সম্পর্কে মন্মথ-বাবুর ফাদার হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে একটু ইতিহাস আছে। এইখানেই বলিয়া যাই। মন্মথ-বাবুদেব বেশ পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি আছে, কলিকাতায় প্রায় ৮।৯ খানা ভাড়াটে বাড়ী। বামুনগাছীতে প্রায় ত্রিশ বিঘের বাগান। তা আবার কাঁটাল গাছ সব কেটে ফেলে মন্মথ-বাবুর পিতা যদু-বাবু প্রজা বিলি করে গেছেন। কোম্পানীর কাগজও প্রায় ৬০।৬৫ হাজার টাকার আছে বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু মন্মথ-বাবুকে যখন তাঁহার খানসামা স্নানের পূর্ব্বে পায়ে তেল মাখাইত, তখন বাবু মনে মনে ভাবিতেন, বাঙ্গালী-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমি এমন কলঙ্কের পশরা মাথায় নিলাম। আমার এমন দুরদৃষ্ট যে, বসিয়া বসিয়া ভাড়া ও কোম্পানীর কাগজের সুদ খাইতেছি। একজন সাহেবের বাড়ী চাকরী করি, এ কথা লোককে বলিতে পারিলাম না।

যা পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহাতে সামান্য কেরাণীগিরি করা চলে না, অথচ সাহেব ম্যানেজারকে বেতন দিবার আয়ও নাই। এক দিন মন্মথ-বাবু শুইয়া এক্সচেঞ্জ গেজেট পাঠ করিতেছেন ও খানসামা পায়ে

তেল মাখাইতেছে। situation ঘরে পড়িলেন 'partner wanted'—ক্রয়ার সাহেব কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ড্রেনেজ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। এক দিন ভ্রমক্রমে তিনি কটকটাস সাহেবের পাইপ খারাপ বলেন। তাহাতে চেয়ারম্যান বাহাদুর তাঁহাকে রিজাইন দিতে বলেন। ক্রয়ার সাহেব সে দিন সমস্ত মিউনিসিপালিটীকে অভিশপ্ত করিয়া এবং ইঞ্জিনীয়ারী কর্ম্মকে ধিকার দিয়া তাঁহার ভগিনীপতি Grafton সাহেবের দৃষ্টান্তে পাটে লাট হইবেন ঠিক করিলেন। ক্রয়ার সাহেবের বুদ্ধির তেজ, অধ্যবসায়, ব্যবসায়জ্ঞান সবই ছিল, কেবল ছিল না টাকা। তিনি এক্সচেঞ্জ গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, একজন বাবু বখরাদার চাই। তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিবেন ও আমার বখরাদার হইবেন। মন্মথ-বাবু ভাবিলেন, সাহেবের সঙ্গে আবার বখরাদারি কি? বখরাদারীতে কি মান্য আছে? লাট সাহেবও যখন সামান্য ব্যক্তিকে পত্র লিখেন, তখন লিখেন, Your most obedient Servant মানুষ যদি—বিশেষ বাঙ্গালী যদি বড়মানুষ হইতে চায়, তবে your most obedient Servant হইয়া বড়মানুষ হইতে পারিবে। তেল আর সে দিন মন্মথ-বাবুর কটির উর্দ্ধে পৌঁছিল না। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া হিন্দুয়ানী রক্ষার্থ একটু আদাজল মুখে দিয়া দরখাস্ত লিখিতে বসিলেন। দরখাস্তখানা স্থানাভাবে আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

ক্রয়ার সেই দরখাস্ত পাইয়া স্বর্গ হাতে পাইলেন এবং মন্মথ-বাবু দশ হাজার টাকা দিয়া ৭৫টাকার চাকরী পাইয়া ধন্য হইলেন। সেই অবধি ক্রয়ারের সঙ্গে মন্মথ মিত্রেরও ভাগ্যলক্ষ্মী প্রশান্ত হাসি হাসিতে লাগিলেন। ক্রয়ার সাহেবের বার্ষিক আয় যে বৎসর দেড় লক্ষ টাকা, মন্মথ-বাবু সে বৎসর অন্ততঃ এগার হাজার টাকা পান। এবারে কিন্তু পাটের বাজার বড়ই চড়া। ক্রয়ারের অল্প দরে অনেক মাল কেনা ছিল। বোধ হয়, এ বৎসর যেমন করিয়া হউক, ছয়, সাড়ে ছয় লাক টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাইতে পারিবেন। মন্মথ বাবুর এ বৎসর ২৪।২৫ হাজার টাকা কে ঘোচায়? ভাদ্রমাসের গোড়াতেই মন্মথ-বাবু সাহেবকে বলিয়াছিলেন, Reverend father, Pujah at home, what shall I do? সাহেব উত্তর দিলেন, তোমার কোন বৎসরই আমি ছুটী মানা করি না, কিন্তু এ বৎসর 13th October এর মধ্যে তুমি কেমন করিয়া যাইতে পারিবে, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

সুতরাং মন্মথ-বাবু এবার পূজায় বাটী আসিতে পারিবেন না। পুত্র হেমেন্দ্র এক বৎসর এফ্, এ, পড়িয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এ দেশে লেখা পড়া ভাল হয় না। বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন। পিতাও তাহাতে কতকটা রাজী হইয়াছিলেন। তবে জননী একমাত্র পুত্রকে সাগর ডিঙ্গাইতে দিয়া কিরূপে বাঁচিবেন, এই ভাবিয়া কান্নাকাটি করিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র হেমেন্দ্র বলিলেন, 'মা—হা ধিক্ মা!—তোমরাই বাঙ্গালী মা! পুত্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি নাশ।' কিন্তু সেই রাত্রে তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া প্রিয়তমা যখন বলিলেন, 'নাথ হে! মম চিত্তগামী, বাবা-দত্ত স্বামী; সে বিলাতগামী কেন হে হ'য়েছ। বুক যায় ফেটে, দেখ হৃদি কেটে'—তখন দর দর বিগলিতনেত্রে হেমেন্দ্র বলিলেন, "প্রিয়তমে,' আমার মঙ্গলময়ি ত্রয়োদশি, আর না, আর না, আজ হইতে তোমার পদানত ভৃত্য

বিলাতের আদ্যকৃত্য করিল, সে আর সাগর-পার যাইবে না।"

সেই অবধি চার বৎসর ধরিয়া হেমেন্দ্র-বাবু বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার বন্ধু মাণিক-বাবুর সহিত বিজ্ঞান আলোচনা করেন।

পিতৃশোণিতের গুণে হেমেন্দ্রের প্রাণে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা আছে। তবে যে ভাবে তাঁহার পিতা দুর্গাপূজা করেন, তাহাকে তিনি ঠিক এসোটেরিক মনে করেন নাই। তিনি মনে করেন, দুর্গা-পূজার ভিতর ভয়ঙ্কর এসোটেরিক ও Scientific অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাব গুপ্ত আছে।

এবার বাবা পুত্রকে লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি পূজার সময় বাটী পৌঁছিতে পারিবেন না; তবে তুমি উপযুক্ত হইয়াছ; ক্রিয়াকাণ্ড যেমন পুরুষানুক্রমে হইতেছে, তাহার যেন কোনও ত্রুটি না হয়

নিজের কর্ত্তৃত্বশক্তির অভিমানে বৎসরান্তে পিতৃদর্শনে বঞ্চিত হওয়ার আক্ষেপ হেমেন্দ্রের মন হইতে ভাসিয়া গেল। হেমেন্দ্র মাণিকের সহিত পরামর্শ করিলেন। মাণিক অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জাতিতে পোদ (ও কথাটা বামুন কায়েতদের ভিতর ছোটলোকেরা বলে) তিনি আসলে পদ্মরাজ, যুগী ও কায়স্থের পৈতা লইবার পূর্ব্বেই তিনি পৈতা লইয়াছেন এবং গত ভাদ্র মাসের বিশ্বকর্ম্মা পূজার সময় তিনি গয়ারাম ঠাকুরকে উঠাইয়া দিয়া বসুমতী আফিস হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি পাঠ করিয়া নিজেই পূজা সারিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মার ঘট ফেলিয়া দিয়া ইঞ্জিনীয়ার Slack সাহেবের পূজা করিয়াছিলেন।

প্রথমেই বিচার হইল, দুর্গাটা কি? দশ হাত কেন? মাণিক বলিল "এ আর বুঝিতে পারিতেছ না? Ten points of the compass দশ দিক্, সিংহটা India, অসুরটা সবুজ, গ্রিনল্যাণ্ডের মানুষ, সরস্বতী Oxford, লক্ষ্মী Stock exchange. গণেশ Lord Morley, কার্ত্তিক Lord Kitchner চালচিত্র Parliament." "ও মাণিক! মাণিক! ও মাণিক! তুই কে ছিলি রে!" বলিয়া মিত্রবংশোদ্ভব হেমেন্দ্র যজ্ঞোপবীতধারী পদ্মরাজ মাণিকের পা জড়াইয়া ধরিলেন! মাণিক দ্রুতভাবে আবার জিব কাটিয়া বলিলেন, "ছি, ছি, কর কি, কর কি?" হেমেন্দ্র বলিলেন, "আবার করিব কি? আগড়পাড়ার বাগাতীত সমাজ আপনাকে যে তর্কভূষণ উপাধি দিয়েছেন, তাহা সার্থক।"

"রামায়ণ মহাভারত যে মিথ্যা, সীতা, রাম, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, এ সব যে ঘোড়ার ডিম, তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণও সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। সার্থক সেই গণৎকার, যে আপনার নাম মাণিক রাখিয়াছিল! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নূতন ঠাকুরের একটি Design করিয়া দিন এবং পূজার পদ্ধতি ঠিক করিয়া দিন।"

পৈতৃক ঠাকুর-নির্ম্মাতা পরাণ পাল আসিয়া বলিল, "এরূপ ঠাকুর কখনও গড়িও নাই, গড়িতে পারিবও না। তখন মাণিকচন্দ্র তর্কভূষণ মার্টিন কোম্পানী, বার্ণ কোম্পানী ও ম্যাকিণ্টাস কার্ম্মে ঠাকুর গড়াইতে গেলেন। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত ডিজাইনের ঠাকুর গড়িতে কেহই পারগ বলিয়া মনে করিলেন না।

অবশেষে মাণিক ভোলানাথ শাস্ত্রীর কাছে গিয়া পড়িলেন। ভোলানাথ পরমারাধ্য পরম-পূজনীয় অধ্যাপক, ব্রাহ্মণের সন্তান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ; কিন্তু গয়লা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতিকে কন্যাদান করিয়া আপনাকে ধন্য

জ্ঞান করিয়াছেন, তিনি মূর্ত্তিপূজার প্রস্তাব হওয়াতেই একবারে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মাণিককে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চোখ, মুখ, বুক, অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিয়া বলিলেন, "ও মাণিক, করিলি কি! করিলি কি!" মাণিক বলিল, "ও ঠাকুরদাদা! রাগ করিতেছ কেন? আমার এসোটেকরির ভাবটা দেখ না। এই যে তোমরা ঈশ্বরের নয়ন চরণ বল, সত্যি কি বল? আমরাও এই দুর্গার ডিজাইন জানবে সব তোমার মত মিথ্যা।" ঈশ্বরের রূপ মিথ্যা শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নয়নে অপার প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি P. D. Bottompot মহাশয়কে ডাকাইলেন। Bottompot নাম শুনিয়া কেহ ভয় পাইবেন না! ইনি সত্যশরণ মহাশয়ের পুত্র প্রাণদাস তলাপাত্র। ইনি যখন দেশহিতৈষিক অর্থলাভে কামস্কাটকায় কুম্ভকারের কার্য্য-কর্ম্ম শিক্ষা করিতে গমন করেন, তখন টাউনহলে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। সেই সভায় যখন উনি garlanded অর্থাৎ মাল্যগ্রস্ত হন, তখন প্রাণের আবেগে বক্তিমা করিতে করিতে বলেন যে,'এ সময় কি তলাপাত্র নাম আমার শোভা পায়? আপনারা আমায় কামস্কটকায় পাঠাইতেছেন, বুঝিতেছেন না যে, কামাস্কাটকাবাসীদের মনে আমার নাম শুনিয়া কটকা লাগিবে? অদ্যাপি আমি তলাপত্র পরিবর্ত্তে Bottompot হইলাম, সেই অবধি প্রাণদাস তলাপাত্র P. D. Bottompot হইয়াছেন। বটমপট সাহেব (এ স্বদেশহিতৈষী মহোদয়কে এখন প্রাণদাস বলিলে আমাদের নামে লাইবেলের অভিযোগ হইতে পারে) কামস্কাটকা হইতে অনেক বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ অসভ্য দেশ তাঁহাকে কোনও রূপ কার্য্য দিতে পারিতেছে না। তিনি paris plaster ও venus গড়িতে পারেন। portland সিমেণ্টে Herculis গড়িতে পারেন; কিন্তু এ পোড়া বাঙ্গালার ধূলায় কাদা করিয়া না দুর্গা, না কালী, না রামমোহন রায়, না বিদ্যাসাগর, না কলসী,না মালসী,না কুঁজো, না জালা, কিছুই গড়িতে পারেন না। প্রাণতোষের জমীদার মনোহর বাবু সমস্ত ব্যয় দিয়া বটমপটকে কামস্কাটকায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে ছিল যে, তিনি দেশের উপকার করিতেছেন; কিন্তু যখন বটমপট বাবু দেশে ফিরিয়া আসিয়া জমীদার বাবুকে বলিলেন যে, তাঁহার কার্য্যের জন্ত একনাগাড়ী ৪০০ বিঘা জমী আবশ্যক, যাহার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে টেমস্ নদী থাকিবে; অপর দুই দিকে বকুল ও ওকবন, উপরে তিন ফুট কাল মৃত্তিকা, তন্নিম্নে আর আড়াই ফুট শ্বেতমৃত্তিকা, এবং সর্ব্বতলে হরিৎ মৃত্তিকা থাকিবে,এইরূপ একটি ভূমি তাঁহার কার্য্যের জন্ত চাই এবং কার্য্যারম্ভ করিবার জন্ত অন্ততঃ ১১ লক্ষ টাকার কল ইত্যাদি চাই। তখন জমীদার বাবু একেবারে অবাক্ ও আড়ষ্ট হইলেন; বলিলেন,'বাবা,আমি আমাদের সেই প্রাণদাস বলে ৭ হাজার টাকা খরচ করে তোমাকে কামস্কাটকায় পাঠাইয়াছিলাম। আমার ঘাট হইয়াছে। সত্যশরণ আমার অন্নের ভিখারী ছিল; কিন্তু বটমপট সাহেবের ভয়ে আমি দশ দিকে আঁধার দেখিতেছি। এইখানে বলিয়া রাখি যে, যড়ুয়ালার রাজা বটমপট সাহেবকে আপনার আস্তাবলের ম্যানেজার নিযুক্ত না করিলে মনোহর বাবুকে কামস্কাটকার সাহেবের জন্ত 'বেলভু' হোটেলের খরচ যোগাইতে হইত।

বটমপট সাহেব বলিলেন যে, "মাণিক বাবুর ডিজাইন বৈজ্ঞানিক মতে হইয়াছে বটে, কিন্তু যে দুই একটা ভুল আছে, তাহা শুধরাইয়া লইব। হাত দশটা হইবে না নয়টা হইবে, কেন না,দশ দিক্‌টা হিন্দুদিগের কুসংস্কার-মূলক। Nine points of the compassই বৈজ্ঞানিক কথা। সুতরাং আমি দুর্গার পুতুল গড়িতে হইলে নয় হাত দিব। তবে সিমেট্রির অভাবের জন্য যদি আপত্তি করে, তাহা হইলে গণেশের শুঁড়টা amputate করিয়া সরস্বতীর দিকে চার হাতের নীচে লাগাইয়া দিব।" ৩৭৫৲ টাকা প্রতিমা নির্ম্মাণের ব্যয় ধার্য্য হইল। ১৮ই ভাদ্রের পর যাঁহারা কুমারটুলির ঘাটে গঙ্গার স্নানে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, বিসর্জ্জিত বারোয়ারী জাহ্নবী প্রতিদত্ত কাঠামের উপর কোট ও হ্যাট ঝুলাইয়া রাখিয়া কামিজের উপর গ্যালিস বিকাশ করিয়া বটমপট সাহেব নন্দপালকে প্রতিমার বৈজ্ঞানিক মৃত্তিকা প্রস্তুতের জন্য প্রতি হন্দরে •২৩ ভাগ সোডা ও ৩৫ mgr ম্যাগনেসিয়া মিশাইবার ব্যবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। নন্দ পাল একে একে শূন্য কেন হয়, তাহা কোন মতে বুঝিতে না পারিয়া স্থির করিল যে, একটা বিতিকিৎছিৎ কিছু করাই সাহেব বাবুর ইচ্ছা। সুতরাং সেই রকমই প্রতিমা প্রস্তুত হইল। মাণিক বাবু বলিয়া দিয়াছেন যে, বোধন অর্থাৎ ইণ্টারজেকশনের প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠীর রাত্রে প্রতিমা বাড়ীতে আসিল। কোনও সাহিত্য-সম্রাট্ লিখিয়া গিয়াছেন,ভর্ত্তৃশব্দের অপভ্রংশটা অশ্লীল কথা। হেমেন্দ্র বাবুর মস্তিষ্কও সেই হিসাবে বধূ শব্দের অপভ্রংশ বউ শব্দটাকে অশ্লীল ধরিয়া লইলেন এবং কথাটাকে দেবালয়ের ঘোড়ার ডিমের ভিতর ধরিয়া তাহাকে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বাতিল ও না-মঞ্জুর করিলেন। এ বৎসর মন্মথ বাবুদের পরিবারের পাঁচ পুরুষের কুসংস্কার দূর করিয়া মাণিক বাবুর বৈজ্ঞানিক বলে পুরুষের কোলে কলা-বউয়ের পরিবর্ত্তে মোটর-গাড়ীতে করিয়া পার্শী-শাটী-পরিহিতা তালবধূ স্নান করিতে গেল। পূর্ব্ব-পিতামহগণের পুরোহিত উমেশ সিদ্ধান্ত এবার ছুটি পাইলেন। টাউন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাল বিদ্যালঙ্কার পূজকের পদে ও তাঁহার ভাগিনেয় লবধন ন্যায়রত্ন তন্ত্রধারের পদে বৃত হইলেন॥

বাটীতে প্রতিমা আসিতেই হেমেন্দ্রের জননী মূর্চ্ছা গিয়াছেন, হেমেন্দ্রের পিসির ক্রন্দনের বিকট চীৎকারেও সে মূর্চ্ছা এখনও ভাঙ্গে নাই। কিন্তু হেমেন্দ্রের পঞ্চদশী পতি-প্রাণা কনককিরীটিনীর এবার আর আনন্দের অবধি নাই। স্বামি-কৃত নব-দুর্গোৎসবের প্রত্যেক বিধান দেখিয়া তাঁহার কোমল কঠোর উজ্জ্বল শ্যামল বক্ষ হর্ষের তুফাম তুলিতে লাগিল। কি সেই শুণ্ডকর্ত্তিত গণেশ! কার্ত্তিকের কি Evening dress! সরস্বতীর পৃষ্ঠে কি কেম্বিজের গাউন! মা কমলার মুখে রেলির বড়সাহেবের মত কি সুন্দর বিমল হাস্য! গণেশের বাহন ইন্দুরের ল্যাজ ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কি সুন্দর টানাটানি করিতেছে! কনককিরীটিনী এ সব দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছে। তার পর পূজার তিন দিনের আমোদ,—এবার আর মতি রায়, মধুর শার যাত্রা নয়; —সপ্তমীর রাত্রে বড় বড় নেতাগণের আমেচিওর ডিগ্‌বাজী। অষ্টমীর রাত্রে একটি অষ্টমবর্ষীয় দেশহিতৈষী শিশু বাগ্‌বীর সুরেন বাবু, বিপিন বাবু প্রভৃতিকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে ভারত ও ভারতের পার্থক্য

বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন; এবং নবমীর দিন বজ্রগর্জ্জনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তাইরে-নারে-না শর্ম্মা মহাশয় দুন্দুভি-গর্জ্জনে বক্তৃতা করিবেন এবং সানুগ্রহে সমগ্র ভারতের রাজ-টিন-মুকুট শিরোদেশে গ্রহণ করিবেন। পঞ্চমীর দ্বিপ্রহরে হেমেন্দ্র বাবু এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাইরে-নারে-না শর্ম্মা মহাশয়ের অন্যত্র একটা ফলাহারের এনগেজমেণ্ট আছে; হেমেন্দ্র বাবু যদি প্রোগ্রাম চেঞ্জ করিয়া সপ্তমীর রাত্রি ৯।৩৬ মিনিটের সময় তাঁহার অভিষেক ও গর্জ্জনের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তবেই ভাল। নচেৎ He ls very sorry, yours (un) truly etc.

টেলিগ্রাম পাইয়াই হেমেন্দ্র বাবু হতভম্ব এবং ব্যতিব্যস্ত। পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন করিবার জন্য তাঁহার বামুনগাছির বাগানের যে সাত আট জন প্রজাবৃন্দকে ঢোল, বেহালা, মন্দিরা প্রভৃতি লইয়া নবমীর রাত্রে আসিতে বলিয়াছিলেন, তাহা Countermand করিয়া সপ্তমীর রাত্রে আসিবার জন্য আয়োজন করিতে বনমালী আদিষ্ট হইয়া ছুটিল।

*　　*　　*　　*　　*

আজ সপ্তমীর রাত্রি, আরতি সারিয়া শামলা তন্ত্রধারক ভাগিনেয়ের হাতে দিয়া নরেশচন্দ্র পাল বিদ্যাভূষণ মহাশয় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। হেমেন্দ্র-বাবু বড়ই ভক্ত, দেবতাকে অকালের দ্রব্য দিতে তাঁহার বড়ই যত্ন। তাই গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে যে টিনে ভরা Green pe কড়াইশুঁটি ও কাসুন্দি আনাইয়াছিলেন, পাল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহাই বদনপথে উদরে প্রেরণ করিতেছেন ও নৈবেদ্যের পার্শ্বস্থিত বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুর ও গোলাপী রেউড়ী পকেট-পথে পাঠাইতেছেন। উঠানে ফরাসের এক পাশে প্রজাবৃন্দ সাপুতে মোড়া ঢোল, সবুজ রেশম-সূত্রে গাঁথা মন্দিরা ও বিদ্রোহী কর্ণ-বিশিষ্ট বেহালা লইয়া বসিয়া আছে; মনিব ডাকিয়াছে, বাদ্যযন্ত্র আনিতে বলিয়াছে, উৎসাহিত হইতে বলিয়াছে, তাই তারা সাগ্রহে বসিয়া আছে। এমন সময় বাহিরে দরজায় "ভপ্ ভপ্" শব্দ হইল। হেমেন্দ্র বাবু দৌড়িলেন, মাণিকবাবু তাঁহার পায়ে পা জড়াইয়া হোঁচট খাইয়া পড়িলেন, বটম-পট সাহেব সামিয়ানা ভেদ করিয়া চক্ষের তারা আকাশের তারার সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিলেন;—বাহিরে—দ্বারে—কোমল কণ্ঠে "জয় এসিয়া মাতার জয়, জয় জাপানের জয়" বলিয়া নিনাদ উঠিল। খড়খড়ির চিকের পার্শ্বে কনককিরীটিনীর কর্ণে জাপানের নাম প্রবেশ করিতে তাঁহার বেঙ্গল হিষ্ট্রীর কথা মনে পড়িল এবং কাজেই হিষ্টিরিয়া হইল। তার পর—পর—পর পঞ্চম হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক আঠারোটি বালক নিশান উড়াইয়া "জয় এসিয়া মাতার জয়, জয় জাপানের জয়" বলিয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। পশ্চাতে ভারতের ভাবী রাজা—চাপকান ঝুলিতেছে, চোগা দুলিতেছে, বালকেরা হুঙ্কার তুলিতেছে, আর প্রভুর অধরে তৃপ্ত অহঙ্কারের হাসি ফুলিতেছে! পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ মধু বাগ্দী ঢোল কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে সেকালে নিমাই দাসের যাত্রার দলে সুগ্রীবের সং দিত; সুতরাং যেমন পাল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহাজনের আগমন বুঝিয়া প্রজাবৃন্দকে 'বাজা, বাজা,' বলিয়া অভ্যর্থনার ইঙ্গিত করিলেন, অমনি মধু ঘাড় নাড়িয়া, বাবরি দোলাইয়া, ঢোলে আঘাত দিল,—দা-দিনি দো-দিনাক দিদো;—হাসিতে হাসিতে ও মাথা নড্ করিতে করিতে সং—(শ্রীবিষ্ণু কি করেছি) জাতা-

ক্যাতা বাবু অথবা ভারতের ভাবী সম্রাট্ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। চটাপট চটাপট চটাপট হাততালির শব্দে সভা প্রতিধ্বনিত হইল, কনক-কিরীটিনী হিষ্টিরিয়া হিষ্টীর জীর্ণ পত্রের মধ্যে লুকাইল। তার পর বরফ আসিল, লেমনেড আসিল, চার জন উড়ে আধ ঘণ্টার জন্য কুড়েমি ঘুচাইয়া, ভারতের ভয়ানক ভুঁড়েকে বাতাস করিতে লাগিল। সেই তালবৃন্ত-তাড়িত হিল্লোলে প্রভুর কণ্ঠ কল্লোল করিয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইলেন, অথবা খাড়াইলেন বলিলেও চলে; আর সেই সমগ্র সভ্যমণ্ডলী—দক্ষিণে মধু বাগদী-প্রমুখ প্রজাবৃন্দ, বামে পূজাবাড়ীর চুলি ও ফরাস প্রভৃতি, রকের উপর শিশুগণ,পশ্চাতে মা নূতন মূর্ত্তিময়ী দুর্গা! দ্বিতলে তিন দিকে চিকের পশ্চাতে কুল-মহিলাগণ—এই সমগ্র ভারতবাসীকে সম্বোধন করিয়া সং—দূর হগ্ গে ছাই, ঐ নামই মনে আসে—গর্জ্জিলেন, 'peoples of India, Ladies and Maidservants, Gentlemen and Ryots, I rise my voice, of thunder'—"বৃন্দাবনবাস করুন, বৃন্দাবনবাস করুন" বলিয়া বাহিরে একটা ভয়ানক কলরব উঠিল। নবীন হালদার আসিতেছে। নবীন হালদার আহূত হন নাই, তবে কবির দলের লড়াইয়ের প্রেসিডেণ্ট হইয়া তিনি স্বদলবলে আপনিই আসিয়াছেন। কমনীয় কুমারগণ অশ্মশ্রু দাড়ী মুচড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, 'তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, বৃন্দাবনবাস করিতে পাঠাও, ওঁর আর চলে না,'—ভাবী ভূপতি ত অবাক্! বলিলেন, "বাপু, আমি কি করিয়াছি বল? এত দিন ত তোমাদের রাখালগিরী ক'রে এলুম; এখন দোষটা কি হইল?" তখন কচীন্দ্র একলম্ফে টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন—'You are the vilest of vlifactors, who have vitiated the viper valut of villainism in whole Varat Varsha. কনক-কিরীটিনী উপর হইতে তোড়া ফেলিয়া দিলেন; কচীন্দ্র আরও উৎসাহিত হইলেন। 'The ladies of thisland of lovadle lulladai who had little lordlings lie in the lap o.'—কচীন্দ্রকে বাধা দিয়া শর্ম্মা বলিলেন, 'তবে কেন? কেন আমাকে আজ বায়না দেওয়া হইয়াছিল? আমার মুখ বন্ধ করিয়া অন্যে লেকচার দিবে! হে ভারতের প্রজাবৃন্দ! তোমাদের অনিন্দ্যসুন্দর অধরে যে চাঁচর পয়োধর শোভা পাইতেছে,তোমাদের কার্য্যকলাপে যে সুভ্রাণের আলাপ চলিতেছে তোমাদের রম্ভাতরু-বিনিন্দিত নয়নকোষে যে রোষের অনল হুগলী-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে'—'Damn ycur eyes, My voic will rise gradually and gradually in size—হালদার মহাশয় শর্ম্মাকে বন্ধ করিয়া ত এই লেকচার আরম্ভ করিলেন। তখন বাড়ীতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাল-বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাঁড়াইয়া শান্তির জন্য চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু পত্নীরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু অর্থরূপেণ সংস্থিতা,
যা দেবী—যা দেবী—
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্ত—

আব্রহ্ম উরুস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ জর্জ্জরায়মান! শান্তিমন্ত্রের ফল হাতে হাতে ফলিল। ভূপতি বাক্‌পতি বটে; কিন্তু বাহুবলে হালদারদলের প্রভাব সমধিক, সুতরাং ভূপতি ধরায় পতিত হইলেন! প্রজাবৃন্দ 'ঐ এলো রে ধূম্রলোচন মহাসমরে, পালা-পালা-

পালা ডাক ছাড়ে,' গীত গাইতে গাইতে তাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

* * * * *

মন্মথ বাবুদের বাটীতে পূর্ব্বে তিন দিনে নয়টি পাঁঠা বলি হইত। কিন্তু Edwin Arnold এর Light of Asia পড়ার পর তিনি একবারেই বলিদান উঠাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধি-পূজার ছাগলটি তাঁহার পরিবার গোপনে গুইরাম গোঁসাই-য়ের বাড়ী দিতেন বলিয়া নিজ শক্তির অনুরোধে এই শাক্ত ভাক্তটুকু রাখিতে হইয়াছিল। বলিদান কিরূপে হইবে, ইহা লইয়া হেমেন্দ্র ও মাণিক দুই বন্ধুতে বিস্তর তর্ক হইয়াছিল। হেমেন্দ্র-বাবু বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা অতি নিষ্ঠুর, উহারা যখন ফাঁসীকে সহজ মৃত্যু বলে,তখন আমি কখনও পাঁঠার ফাঁসী দেব না, কিন্তু পণ্ডিচারির দৃষ্টান্তে ছাগলকে বলিদান ও guillotie করা যাইতে পারে না। অবশ্য, আমরা ইংরাজের ন্যায় পোষাক পরিতে পারি, অক্সটওে অরুচি নাই, টাকা জুটিলে বৎসরে তিন বার বিলাতেও যাইতে পারি; কিন্তু আমার ভৃত্য যে ছয় পয়সা দিয়া একখানি বিলাতী গামছা কিনিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। মাণিক টিপি টিপি হাসিতেছে। 'কি মাণিক, তুমি হাস' বলিয়া হেমেন্দ্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। মাণিক বলিলেন, 'ওহে বাবুজী, আমি কি বল্‌ছি শোন; আমেরিকায় ঠিক হয়ে গেছে যে, বজ্রাঘাতে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। তুমি ত আগে দেখেছ যে,বজ্রের ভয়ে আগে আমার পিঠ হতে মাথার উপর পর্য্যন্ত একটি লোহার শিক বাঁধা থাকিত, কিন্তু যে দিন হইতে আমি বুঝিয়াছি যে, পুণ্যাত্মা মাত্রেই বজ্রাঘাতে মরেন, সেই দিন হইতে ঐরূপ মৃত্যুর আশায় ঐ শিকটি আমি জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি এই বলিদান সম্বন্ধে, তোমার বিপদ্ ভাবিয়া একটি Bunsen Battery ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। কাল সন্ধি-পূজার সময় জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তোমার পাঁটা Electrocutionএ যমালয় পাঠাইব।

* * * * *

অষ্টমী পূজা, বেলা তিনটা বাজিয়াছে, ঠিক কোন্ সময়ে সন্ধিপূজা হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য পাল বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার ভাগিনেয়ের বগলে Thermometer দিয়াছেন।উঠানের দক্ষিণপার্শ্বে একখানি চৌকির উপর ৬০ সেল্‌ব্যাটারি বসাইয়া মাণিক পদ্মরাজ পাঁটার গলার সঙ্গে ব্যাটারির তার সংযুক্ত করিতেছেন। ঢুলিরা ঢোলে ঘা দিবার জন্য কাঠি তুলিয়াছে; কিন্তু বলিদানটির অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের হস্তে পক্ষাঘাত হইয়াছে, ঢোলে আর কাঠি পড়িতেছে না। মাণিক-বাবু পুরা মাত্রায় ব্যাটারিতে চার্জ্জ দিয়া পাঁটার ঘাড়ে তার লাগাইয়াছেন বটে, কিন্তু অজরাজ অমন সুখকর মৃত্যুর আনন্দ ভোগ করিতে পাইতেছে না; তাহার শ্রীমুখে, ঠ্যাঙে, চর্ম্মে কেমন হাড় মড়্‌মড়ানি শোকের আঘাত লাগিতেছে বটে, কিন্তু পোড়া প্রাণ কিছুতেই বাহির হইতেছে না।

'রসকে ব্যাটা আসিড চুরি করিয়াছে,' ব'লে মাণিক-বাবু চীৎকার করিতেছেন,কিন্তু সে বাক্যের ভাইব্রেশন ইলেক্‌ট্রিক ভাইব্রেশনের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে না। এমন সময় বহির্দ্বারে 'বাবু কত্তা আপৌছা, বাবু কত্তা আপৌছা' বলিয়া একটা আনন্দ-রোল উঠিল। বহু কালের পূজা, বয়াবর নিজে দাঁড়াইয়া সমস্ত কাজকর্ম করান, তাই কোন মতে সাহেবকে বুঝাইয়া কাজ-কর্ম্মের একটা

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মন্মথ-বাবু অষ্টমীর দিন বাটীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। দরোয়ান চাকরের সেলাম লইয়া প্রীত হইয়া উঠানে হাসিমুখে আসিয়াই পাঁঠার গলায় তার আর পাশে সেই তারের সঙ্গে লাগান একটা কি কৌটা সাজান দেখিয়াই মন্মথবাবুর ঠোঁটের হাসি গোঁফে মিশিয়া গেল, তিনি অবাক্ হইলেন! পিতৃভক্ত হেমেন্দ্র দ্রুতবেগে আসিয়া বাবাকে সেকহ্যাণ্ড করিল। বাবার বাক্যরোধ হইয়াছিল, এবার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তার পরে তাঁহার চক্ষু চণ্ডীমণ্ডপের দিকে পড়িল। দেবীর মুখ্ মেমের মত, বুকটা কম্পাস, নয় দিকে নয়টা হাতের মত কি উঠিয়াছে, দশের হাতটা হাত নয়, হাতীর শুঁড়, সেই শুঁড়টা মা সরস্বতীর চুল ধরিয়া রহিয়াছে। হেমেন্দ্র বলিল, বাবা,"দেখুন দেখুন, গণেশের শুঁড় সরস্বতীর চুল আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে; কি সুন্দর এলগরি!' পুত্রের বাক্য মন্মথবাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না,বলিতে পারি না, তবে পূর্ব্বে তাঁহার বাক্য ও নিশ্বাস রোধ হইয়াছিল, এবার জ্ঞান গুড্‌বায় করিয়া বিদায় লইলেন ;—'হেমা আমার সাহেব হইয়াছে, হেমা আমার সাহেব হইয়াছে,'বলিয়া উন্মাদ নাচ নাচিতে লাগিলেন। প্রিয় স্বামীর এই অদ্ভুত বিদ্যা শ্বশুরের হৃদয়ে আনন্দ উৎসবে মাতাইয়াছে দেখিয়া কনককিরীটিনী খড়্‌খড়ী চুলিয়া দিয়া বাম-হস্ত নটী লাঞ্ছিত কটিতে অর্পণ করিয়া ও দক্ষিণহস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "না হাসিলে সব ভারত-ললনা, তার পর কি যে ছাই বল না বল না।'—ঢুলিরা এই সূত্রে দাদা গো—দিদি গো বোল ঢোলে বাজাইতে লাগিল; শিক্ষিত পুরোহিত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, 'এবার অষ্টমীতেই মার বিজয়া হইবে।' বাড়ীর পশ্চাতে বাগানে বনমালী, মধু প্রভৃতি উড়িয়ারা গভীর গর্ত্ত খুঁড়িল, সভ্যমতে মা তন্মধ্যে কবরিত হইলেন। তদুপরি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চাঁদার খাতা লইয়া মাণিক-বাবু ও বিদ্যালঙ্কার পাল মহাশয় ঢাকা,ময়মনসিংহ প্রভৃতি দেশ হইতে সমাগত কয়েকটি ক্রোরপতি গরিব জমীদার বেচারাকে চির-জীবনের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করাইয়া ঘাটশিলা ও শিমুলতলায় পাঠাইলেন।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

কবিতাবলী।

নভেল-লিখন-প্রণালী।

১

রূপের বাহার মাধবীলতা,
পিরীতি ভারতী মধুর কথা,
আঁধারে বিজন মন্দির যথা,
সুন্দরী ষোড়শী মদন হতা,
প্রথম অধ্যায় তথায় শেষ।

২

তুরঙ্গে নাগর রূপের ডালা,
আঁধারে আসিছে ভুলাতে বালা,
জ্বালাবে দ্বিগুণ বিরহ-জ্বালা,
অমিয়া সাগর বচনে ঢালা,
যোজিলে পরেতে বড়ই বেশ॥

৩

জনকে জমকে সম্বন্ধ করে,
মনে তো তাহাকে নাহিকো ধরে,
আঁধারে বারেক হেরেছে যারে,
সাজাবে তাহারে প্রণয়-হারে,
কুমারী-হৃদয়ে সেই সে আশ।

৪

ত্যজিয়ে ভবন গহনে ধায়,
সঙ্গিনী-সঙ্গেতে সঙ্গীত গায়,
তরুণী ত্বরিতে তরণী চাপে,
হিয়ার মাঝারে ডরেতে কাঁপে,
ঝটিকা-বিপাকে নাবিক ত্রাস॥

৫

কল্লোলে হিল্লোলে দুলিছে তরী,
(একটু ওখানে ডাকাও হরি)
চাঁদিয়া উঠিল টুটিল ভয়—
হীরকা তারকা গগনময়,
পাঠক পাঠিকা মগন সুখে।

৬

নায়ক ঘোটকে পোষাক পরি,—
মদন-দহনে দহিছে মরি,
বিজন বিপিনে তরুর তলে,
ছুরিকা দিবেক আপন গলে,
অসহ বিরহ দুরূহ দুখে॥

৭

তপস্বী সন্ন্যাসী আশ্বাস দানে,
জুটায় ঘটায় ভুলায় গানে,
অদূরে কাননে রোদনধ্বনি,
প্রমদা প্রমাদ বিনোদ গণি,
বীরত্বে মহত্বে উন্মত্তে ধায়।

৮

এলান বিউনি ধূলায় মলা,
ধরায় লুটায় শশীর কলা,
ধাইয়ে ধরিয়ে আদরে তোলে,
হৃদয় উথলে প্রণয়-বোলে,
আঁচলে মুছায় সোনার কায়॥

৯

সঙ্গিনী অমনি রাগিণী ধরে,
"সখি রে! নাগরে আদর-ভরে,
লওরে থোওরে হৃদয়-মাঝে,
রতনে দলন করো না লাজে,
পাবে না হবে না এমন হায়।"

১০

সখিটি আঁখিটি পালটী চায়,
গায়ক সখায়ে দেখিতে পায়,
আড়ালে আছিল একলা ছাপি,
আসিয়া ধরিল হৃদয়ে চাপি,
হাসিয়ে হাসিয়ে উড়য়ে চায়।

১১

লিখন এখন করিনু শেষ,
প্রবল নবেল ডবল বেশ,
অথর গাতর কাতর প্রায়,
কাঁপিতে কাঁপিতে ছাপিতে ধায়,
মন্ত্রণা সাধনা পতন কায়,
উচ্ছ্বাস আশ্বাস পঞ্চাশ বায়॥

নব বন্দে মাতরম্।

নির্জ্জলাং নিষ্ফলাং পাটগুল্মন শ্যামলাং—
বন্দে মাতরম্।
সপ্ত-কোটি কণ্ঠে অন্ন দে অন্ন দে হাঁকে,
দ্বিসপ্ত-কোটি ভুজ জুড়ি সবা দাস্য যাচে,
অবলা মা তোমায় কে না বলে।
তুমি রুগ্না, তুমি ভগ্না, তুমি দীনা, তুমি মগ্না,
তোমার প্রতিমা মা গো বিরাজে
গ্রামে—নগরে॥
ত্বং হি ধূমাবতী জরা-লুলিতদেহাং,
ত্বং হি শ্মশানবাসিনী দাসীলাঞ্ছিতাং,
বিবস্ত্রাং বিদীর্ণাং বিশুষ্কাং, বিহ্বলাং
উন্মাদিনীং মাতরম্।
নাহি বিদ্যা, নাহি ধর্ম্ম, নাহি হৃদি, নাহি মর্ম্ম,
কেবল সকল কণ্ঠে কলহ-কল্লোল গাজে।
বাহুতে নাই মা শক্তি, হৃদয়ে কই মা ভক্তি,
প্রাণ ত দেখি না মা গো কাহারও শরীরে।
চিতাধূম-মলিনাং, আর্ত্তনাদ-মুখরাং,
নরকপাল-ভূষিতাং, শিবাকোটি-সেবিতাং
দুঃখিনীং দুর্ব্বলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥

বিজয়া দশমী।

বরষে বরষে আন মা ভরষা
হরষে আঁচল ভ'রে।
কত ভাগ্যবান আনন্দের দান
কুড়ায়ে জুড়ায় শান্ত সুখের ঘরে।
আনন্দের আলো ফোটে না তো ভালো
যতই বরষ যায়,
মলিন-মানসে প্রমোদ নলিন
ক্রমেতে বিলীন-প্রায়।
সেই দিন যারে সুখে বুকে রেখে
দিছি কোল হায়;—
সে চিতের ধনে মাগো পরদিন,
ব'লে হরি বোল রাখিয়াছি চিতা-পরে॥
সন্তাপে সন্তান মা গো তব পদে যাচে,
যে ক'টি গো আছে ওমা তারা যেন বাঁচে,
সকলের আগে চরণের কাছে,
টেনে নে (মা) করুণা করে।
আমি দুর্গা দুর্গা বলে বিজয়ার জয় গাই
মা চরণ ধরে॥

একদিন পরে কেন কাঁদায়ে বিদায় নিলি।
বল মা গো বল।
সন্তান হইয়ে লুটানু চরণে
তবু মা গুটালি সান্ত্বনা-আঁচল॥
বিনায়ে বাজিল বিজয়া-বাঁশী,
মানসে মিশিল মলিন হাসি,
কেন কান্তিময়ি সুখ-শান্তি নাশি,
ঝরালি আঁখির জল॥
সুদৃশ্য এ বিশ্ব আজি দেখি শূন্য,
ঘন ঘন ঢাকা মরা মন ক্ষুন্ন,
ধরা-কারা-মাঝে হয়ে পুণ্যহারা
হৃদে জ্বলে দাবানল।
বিজয়াতে জয় দাও জয়দাত্রী
জগদ্ধাত্রী ও চরণতল॥

অনুযোগ ও উত্তর।

মনে পড়ে কি গো পড়ে কি মনে।
বলেছিলে কত কথা নত হয়ে এ চরণে।
সেই ঘন দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু-গদগদ ভাষ,
শত শপথ রবে দাস, তুমি জীবনে মরণে॥

ধিক্ ধিক্ ধিক্ কেন পুনঃ অই,
বারে বারে কেন ঐ কথা কই,
নির্ম্মম নিঠুর ওগো,—
না গো চেও না দীন নয়নে,—
চেয়ে অমনি বঁধু বধেছ রমণীজনে ॥

———

কর কর তিরস্কার।
আমি অপরাধী কোটি কোটি বার ॥
(আমি) পাগল হইয়ে পৃথিবী হাসায়ে,
পুতুলে পূজেছি প্রতিমা ভাসায়ে,
(আমি) পুণ্যের আশায় পুকুরে পশেছি,
ত্যজি সুরধুনী-ধার।
কণ্ঠের কুহরে সুধা-ধারা ঢালি,
কুটিলাক্ষি মোরে দাও কটু-গালি,
সুধু ধুয়ো না অঞ্জন,
হৃদয়-রঞ্জন ফেলি নীরবে আসার ॥

———

শোভাময়ী।

চাঁদনী-বিভাষিত রমণীয় যামিনী।
বেণী দোলায়ে চলে চারু কামিনী ॥
মোহিনী মাধুরী যৌবন-ঘটা,
প্রতি পদবিক্ষেপে নব নব ছটা,
সদ্য-মধুভরা পদ্মমুখী গজবধূ-গামিনী ॥
ঝলকে ঝলকে লাবনি চলকে,
পলকে পলকে দামিনী নলকে,
পুলকে শিহরে সুকণ্ঠ কুহরে,
নাগরে হেরিবে ভাবে-ভরা ভামিনী ॥

২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ পাইজর বাজে।
কমল-কাননে ভ্রমরা গাজে ॥
কনক চমকে মাণিক ঝমকে,
জমকে ঠমকে কুহকিনী কাজে,
চলে অহিসুন্দরী সুন্দর সাজে ॥
বেণী দোলে দলমল মতি-মালা ঝলমল,
ঢলঢল চাহনি শ্রীনাল লাজে।
পিয়া-দরশন পরশন পিয়াসা
রাজে মনোমাঝে ॥

———

আদর।

এস এস আদরিনি।
শত শত শতদল-শোভাধারিণী ॥
এস মনোমোহিনী প্রাণ-আরাম,
এস তোষ প্রেম-রসে সুখ-সুধাধাম,
এস আমার সকল আশার নাম,
কমিনী যামিনী—জ্বালাবারিণি।
কঠোরে মধুর কুসুম-চাপ দাপ-তাপ-হারিণী ॥

ফাগুন।

সর্ব্বাঙ্গে শোভিছে ফুল,
তারা-হারে বাঁধা চুল,
শ্যামল দুকূল পরা শ্যামা বসুমতী।

২

নবীন যৌবন সঙ্গে,
সাজে সতী অতিরঙ্গে,
সম্ভাসিতে সমাদরে রম্য ঋতুপতি ॥

৩

শাখী নত পাতা-ভরে,
তলে ফুল-দল ঝরে,
বিচিত্র আসন ছত্র ধরিত্রী উজলি।

৪

বিহঙ্গ বিবিধ বোলে,
স্বরের তরঙ্গ তোলে,
সুরঙ্গ পতঙ্গপুঞ্জ কুঞ্জে গুঞ্জে অলি।

৫

মৃদুল মলয়-বায়,
শরীর শিহরে তায়,
হৃদি-বীণা বেজে উঠে নব অনুরাগে ॥

৬

মধুঋতু পরিচয়,
স্থল জল মধুময়,
আকাশে বাতাসে মধু মনে মধু জাগে ॥

৭

বকুলে মদির মধু,
কোকিল ঝঙ্কারে মধু,
মধুমুখী কুলবধূ মাধুরী-আধার।

৮

ফাগুনে ফাগুয়া-খেলা,
গোকুলে গোপীর মেলা,
ফাগ-রাগে রাঙা শ্যাম দক্ষিণে রাধার ॥

৯

পরিণয় নাম দিয়া,
দুই অঙ্গ দুই হিয়া,
মিলাবার অবকাশ এই মধুমাস।

১০

স্মরি হরি প্রজাপতি,
গৌরী সতী পশুপতি,
কিশোর-কিশোরী পরে কুসুমের ফাঁস ॥

বিরহ।

বাহিরে বিরহ, হৃদে অহরহ,
কাঁদিয়ে মধুর সুখ।
চখেতে চাতকী, চিতে চকাচকি,
উড়ে গে জুড়েছে বুক ॥

বুকে ক'রে তারে, ফিরি দ্বারে দ্বারে,
যেখানে বসাই বসে
অপরের সনে, থাকি আলাপনে,
তার কথা কানে পশে ॥

নিত্যব্রত ধর্ম্মে, বসি কাজ-কর্ম্মে,
মর্ম্মেতে তাহার স্থান।
সেথা ঘোরে ফেরে, ডাকে আঁখি ঠেরে,
শুনায় আশার গান ॥

বিরলে অলসে, কলসে কলসে,
সে ঢালে সুধার ধারা।
রসে ডুবে যাই, হাসি কাঁদি গাই,
প্রেম-মদে মাতোয়ারা ॥

মুদিয়া নয়ন, করি গো শয়ন,
ভাবিতে ভাবনা ভ'রে।
ঘুমাতে যতন, দেখিতে স্বপন,
সে শোবে গলাটি ধ'রে ॥

শ্যামালতা দোলে, তারে মনে তোলে,
কুসুমে সুষমা তার।
কোমল শিরীষে, থাকে গো সে মিশে,
নীরদে কবরী-ভার ॥

ডুবু ডুবু চাঁদে, সে যেন গো কাঁদে,
মুখটি লুকায়ে লাজে।
সুখতারা জ্বলে, তারই কথা বলে,
নয়ন অমনি সাজে ॥

কমলে সলিলে, সহসা দেখিলে,
ভাবি হাসে বিনোদিনী।
হংসী ভেসে যায়, ঠিক সে পালায়,
খেলা-ছলে আদরিণী ॥

ঊষার বাতাসে, যে জীবন ভাসে,
সে যেন মিশান তায়।
সদ্য ফুল-গন্ধে, প্রেমানন্দ-ছন্দে,
যৌবনে কাঁপায় কায় ॥

নীরব দুপুরে, বুক-ভাঙা সুরে,
ঘুঘু তরু-শাখে ডাকে।
যেন সে শিহরে, আমার ভিতরে,
আমারে ধরিয়ে রাখে ॥

সন্ধ্যা-সমাগমে, এলান আরামে,
এদিকে ওদিকে যাই।
বামে কি ডাহিনে, বিফলে চাহি নে,
আকাশে দেখিতে পাই ॥

যত বাড়ে রাতি, তত ফোটে ভাতি,
যামিনী কামিনী-রাজ্য।

ভুবন পরিয়ে, ভাবনা ভরিয়ে,
সে হরে আমার বাহু ॥
একখানি দেহে, যেন বিশ্ব-গেহে,
ঘুমায়ে রয়েছে এই।
তারায় তারায়, সুধাকর কায়,
আলাদা আবার সেই ॥
জোৎস্নার পুঞ্জ, কুসুমিত কুঞ্জ,
খদ্যোৎ-খচিত শাখী।
তারি রূপ ধরে, থাকে থরে থরে,
আমি নাম ধরে ডাকি ॥
যেথা স্নেহ মায়া, সেথা তার ছায়া,
পিরীতি মুরতি তার।
নিরাশা কি আশা, তার যাওয়া আসা,
ভালবাসা তারি সার ॥
শিশুর হাসিতে, সে থাকে ভাসিতে,
কিশোর খেলায় খেলে।
যৌবন-মদিরা, সে যেন অধীরা,
অমৃত ঢালিয়া ফেলে ॥
সুস্থির স্থবিরে, সেই বসে ধীরে,
শান্তি কান্তিটুকু যার।
নর নারী নাই, সে যেন সবাই,
জড়েতে চেতনা তার ॥
পলে পলে নব, লীলা অনুভব,
এ মজা বুঝাব কা'য়।
হারাই হারাই, মন-মাঝে নাই,
নাহি অবসাদ দায় ॥
রহরে বিরহ, আমরণ রহ,
আমারে সে-ময় ক'রে।
চোখো চোখি হ'তে, এ হারাণ পথে,
অভাবে স্বভাবে ধ'রে ;—
চলি গো নেশার ভরে ॥

পূজার আব্দার।

হাসে ধরা মনোহরা শারদ-শোভায়।
ধোয়া-পোঁছা চাঁদখানি আকাশের গায় ॥
দুর্গতি দূরিতে দুর্গা আসিবেন ভবে ॥
দিন দিন সে সুদিন গণিছেন সবে ॥
সমীর বহিলে ধীর প্রদোষ সময়।
পুজো-পুজো হাওয়া যেন কেন মনে হয় ॥
ভাদ্দুরে রদ্দুরে লোক ছিল জ্বালাতন।
আশ্বিন তপন ঢালে মধুর তপন ॥
রোদ যেন পুজো পুজো দুর্গামাখা দীপ্তি।
গরমে মরমে মরি তবু প্রাণে তৃপ্তি ॥
সোনার পুতুল শিশু অখল সরল।
সবা হতে বাছাদের আমোদ প্রবল ॥
পরিবে নূতন-বাস দুর্গা দরশনে।
আশায় হাসিছে সুখে প্রফুল্ল বদনে ॥
কারো সাধ মনে মনে নিকার-বোকার।
সাটিনের চিনে কোট কারো আবদার ॥
মিলিটারি ট্যারাটুপী কেহ নিতে চায়।
কেহ সুখী তাজে যদি সাজিবারে পায় ॥
কোন কোন ছোটবাবু বাব্রোতে প্রবীণ।
পাঞ্জাবী-পিরাণ চা'ন বুক মসলিন ॥
কাহারো কামিনী ভাব বাইশে আবেশ।
ছাতি-ঘেরা মতিহার কামিজে সরেশ ॥
আর্সি বলে পার্শিকোট খোলে কারো অঙ্গে।
চায়না-কোটে বায়না কারো কলারের সঙ্গে ॥
কুসুমকলিকা যত বালিকার দল।
ফুলেলা ফেরক্ তরে হয়েছে পাগল ॥
মৌনমুখে মিষ্টহাসি লাজে সরে যায়।
কোটো-ফোটো কলিগুলি বুকে বডি চায় ॥
যৌবন-তুফান অঙ্গে নয়নে অনঙ্গ।
হেসে হেসে পতি পাশে ষোড়শীর রঙ্গ ॥
একে ত কুৎসিতা আমি বিধাতার বাদ।
পুরিল না এ জনমে কোন তব সাধ ॥

কেমনে পূজার দিনে হাসি দেখি মুখে।
প'ড়ে প'ড়ে ভাবি তাই হাত দিয়ে বুকে॥
শুনেছি দরজী তবে বিধাতা ধরায়।
ফ্যাসানে বসনে নাকি সুষমা ভরায়॥
অত শত নাহি জানি কত আছে নাম।
আদার ব্যাপারি কবে জাহাজের কাম॥
সলুকা ঝলক শুনি খোলে ভাল বক্ষে।
কে জানে কেমন ভাই দেখি নাই চক্ষে॥
ঝলমল মখমল সলমার কাজে।
জ্যাকেট-চটক নাকি কালোকেও সাজে॥
বোম্বাই আম্বাই ভাই করি না কখন।
কুসুমি রেশমি জরি শাড়ীখানি এন॥
দিব না.এ অঙ্গে নাথ কিছু জেন মনে।
আপনি না সাজ যদি যতনে বসনে॥
যেমন তেমন থাক নারী মনচোরা।
সাজিলে সোহাগে বুঝি প্রাণে মারে ছোরা॥
রেশমী রঙ্গিন যোজা পরিবে চরণে।
বুকে তুলে নেব আমি শ্রীদুর্গা স্মরণে।
চারু অঙ্গে কারুকাজ সাটিনের কোট।
কাঞ্চনের সনে তবে মাণিকের জোট॥
আদরে পাতিয়া দিব অন্তর-আসন।
রাজসাজে হৃদিরাজ তুষো প্রাণমন॥

বিলম্বে বাড়াবে দর দোকানীর দল।
বাচ-পড়া পাঠাইবে করিয়ে কৌশল॥

তোমার পয়সা ক্ষতি বুকে বাজে মোর।
আগেতে তাগাদা তাই করি এত জোর॥

পেয়েছে যে সব বামা নূতন জামাই।
ঘুটিয়া কমিটী করে তত্ত্বের সবাই॥

বিয়ের দইয়ের দাম চোকেনি এখন।
শ্বশুর কসুর তাঁর কন্যা উৎপাদন॥

নিতান্ত চিন্তিত হেরি প্রাণের কান্তায়।
হন্ত-দন্ত প্রাণ অন্ত করিয়ে শান্তায়॥

হয়েছে না ধার আর হতে বাকি আছে।
হবেই নামিতে যবে চড়িয়াছি গাছে॥

ভেবনা ভামিনি, তুমি লুকায়ো না হাসি
বরের বাপের শ্রাদ্ধ করিব প্রেয়সি॥

জম্-জমা জামা-জোড়া চিকণ বসন।
তোমার জামায়ে প্রিয়ে করিব প্রেরণ॥

আশাই বরষে হর্ষ প্রবাসীর মনে।
শুভ অবসরে যাবে প্রিয়া দরশনে॥

প্রণয়-পরীক্ষা তরে প্রতীক্ষায় ঘরে।
বিরহিণী হেমাঙ্গিনী বসে আশা করে॥

গানের ঝঙ্কার

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে কীর্ত্তন।

(রূপক)

মনোবাসনা বুঝি পূরিল ॥
চেয়ে দেখ রে মরি ঐ কে এল,
বুঝিপাতিয়ে প্রেমফাঁদ, পূরাতে মনসাধ,
ধরাতলে এলো হৃদয়চাঁদ ;

(মেলতা)

তৃষা মিটিল, সুখে হৃদয় ভাসিল ॥

(ধামার)

কেমন সেজেছে রে, চেয়ে দেখ—
কুটীর আলো করেছে ;
আছে শুয়ে মায়ের পাশে,
বল্চে যেন হেসে হেসে,
তোদের দুঃখ ঘুচেছে—
ওরে হৃদয়ের ধন পরম রতন আপনি এসেছে,
গেল ভব ভয় ভয় রে—

(খয়রা)

হৃদয় খুলে বাহু তুলে (ও ভাই)
বল রে হরিবোল—
নামে তাপিত প্রাণে বারি ঝরে ;—
(ও ভাই) তোল রে নামের ধ্বজা তোল—

(মেলতা)

রামকৃষ্ণ দেবে হেরে মানস মোহিল ॥

কীর্ত্তন।

হলো আবার ধরণী ধন্য
হেরি জীবে বিপন্ন পুণ্যক্ষুণ্ণ
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম যাজে।
অনন্যগতি তারণ, অগণণ্য ভীতি-বারণ,
অনাদি চৈতন্য আদি কারণ ;—
দেহ ধারণ করি হরি পুনঃ বিরাজে ॥
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি,
প্রশান্ত নয়নে শান্তি,
অনন্ত মহিমা-আধার, করুণা-বরুণাগার,
ঘুচাতে ভ্রূকুটী ভ্রান্তি,
ভিন্নমত পান্থজন ধ্বান্তহারী—
সুরধুনী-তীরবিহারী—
উপবনচারী যোগিবর যোগ কাজে ॥
পূজ্য দ্বিজবংশে এসে, শ্রীপরমহংস-বেশে,—
অশেষ সাধনা, তারা আরাধনা ;—
শিখাতে মানবে ঈশ্বর উপাধি,
প্রণব-মহিমা, ভাবের সমাধি,
মা মা মা মা ভাষী, ভেদবুদ্ধিনাশী,
প্রকাশ সমাজে ॥
আহা আহা আহা, কত শুভাদৃষ্ট,
দেখি রামকৃষ্ণ, বলি রামকৃষ্ণ,
হৃদয়েতে তিষ্ঠ হৃদয়ের রাজা ;—
বইতে দীনের দুঃখ ছার সইলে ব্যাধিভার
সেইটি শুধু হৃদে বাজে ॥
হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম কি ক্রিশ্চান,—
বন্দ তাঁরে বন্দনাতে, সন্ধ্যাদিতে,
প্রার্থনা বা নমাজে ;—
রামকৃষ্ণ দৃষ্টপথে হও আকৃষ্ট
তৃষ্ণাতুর কে মরুমাঝে ॥

বিজয়া সঙ্গীত

আজ ওই বাঁশী বাজে বিষাদে।
তোলে রোদনের রোল
উতরোল অনিল কাঁদে॥
আনন্দ-দায়িনী মাতা তিন দিন পরে,
ফিরে যান আজ হর-বর-ঘরে,
ঘরে ঘরে ঘরে আঁখিধারা ঝরে,
নাহি হেরি উমা-চাঁদে॥
বন্দে বঙ্গবাসী মায়ের চরণ,
করে কুলবালা বিদায়-বরণ,
কর পরস্পরে প্রেম-আলিঙ্গন মনসাধে।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা নাম বল উচ্চ নাদে॥
মুখ-দেখে বুক দশ হাত হোতো
ডাকতুম সুখে "মা মা" ব'লে।
সে সাধে সাধিলি বাদ,
ছল ক'রে মা গেলি চ'লে॥
তো বিনে কে এ সংসারে,
আমার ব্যথা বুঝ্‌তে পারে,
বুঝে সুঝে কোন বিচারে,
গেলি স্নেহ-মায়া সকল দ'লে॥
বুঝি ও গো মা স্বর্ণকায়া,
পাওনি হেথা স্নেহছায়া,
তাই মহামায়া কাটিয়ে মায়া,
ভাসালি নয়ন-জলে।
গেলি ভুবনমোহিনী কৈলাস-আবাসে
আনন্দ-অচলে॥

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

আমি হাসিব কি ভাসিব গো নয়ন-জলে।
আমি কাঙালিনী কিম্বা রাজার রাণী,
তোরা বল গো সকলে।
পেয়ে শ্রীপতিরে পতি, আমি কত ভাগ্যবতী,
পতি অতি ভালবাসে, নিকটে না আসে,
কিবা ঘটনার গতি;—
তরুবর-হারা আমি গো ব্রততী,
স্খলিতা গলিতা লুণ্ঠিতা ভূতলে॥
পতি-প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বী বটে বহু নারী পায়,
আমার সতীন হেরি যে গো ধরে না ধরায়,
ধরা-ভরা নর-নারী পশু পাখী কীট পতঙ্গ,
স্থাবর জঙ্গম সঙ্গমে পতি করে প্রেমরঙ্গ,
পীরিতি-তরঙ্গ কুল করে ভঙ্গ,
অনঙ্গ লালসা জাগায় গো ছলে॥
কেউ যাচে বা না যাচে,
সে যে সেধে যায় কাছে,
হেউ পেলে হয়, ঢেউ তুলে
ধায় পাছে পাছে,
হাসে কাঁদে নাচে গান ধ'রে
পড়ে ধূলাসনে ঢলে॥
ক্ষীরোদ-সাগর সুধা যার প্রেম রাশি রাশি,
তাঁর দাসী হয়ে আমি আছি উপবাসী,
ঘর আলোকরা মম নটবর,
গেল গো পর লয়ে চলে॥
তবে কেন কেঁদে উছলিয়ে ঢলি আঁখিধারা,
জানি এমনি কোরে গো কত কেঁদেছিল রাধা,
তবু সেই শ্যাম শঠ ব্রজে রহিল না বাঁধা;—
আমি কি গুণ বা ধরি, বাঁধিব যে হরি,
অহ রহ হৃদিকমলে।
তুমি জীবের গৌরাঙ্গ, কর লীলা-রঙ্গ,
দাসী পুড়িবে বিরহ-অনলে;—
গরবে গউর পতি বলে॥

অপরাধ।

রাজরাজেশ্বর কাঙাল সাজে
এসেছিলেন আমার ঘরে।
যাঁরা চিন্‌তো তাঁরে তাঁরা বারে বা'রে
বল্লে আমায় রাখতে ধ'রে।

আলস্য ঔদাস্য হাস্যের বাসনা,
মনকে করলে কানা ধরলে চেপে রসনা,
তাদেরই শাসনে হৃদয়-আসনে
বসাতে নারিনু নারায়ণ নটবরে॥
(কত)সে যে এসে সেধে সেধে গেছে গো কেঁদে,
(আমায়) বন্দী করিতে চরণে কত ফন্দী ফেঁদে,
(আমি) অবাধে পেতেম আনন্দ,
নিতেম কুড়ায়ে লুটে থালি গেলে উপরে॥
আমি মোহের নেশায় সকল আশায় দিছি ছাই,
নীচে থেকেছি একাকী আজো নীচে তাই,
এখন নয়ন হারা শয়ন সার
(তখনো) নয়ন মুদিয়ে শয়ন ক'রে।
আমার শিয়রে সাজান প্রেমের পশরা
দেখিনি গো গরবভরে॥

বিজয়া দশমী।

চল চল চল জীবন-সমরে।
হাসিয়া বিনাশি বিষাদ-অসুরে শক্তির-সমরে॥
হিংসা দ্বেষ রোষ পশু দিয়ে বলিদান,
শতগুণ বলে বলীয়ান প্রাণ,
খড়্গ খরশানে কর খান খান
আততায়ী তম রে॥
দনুজ-দলনী দেবী দুর্গা দশভুজা,
শরতে মরতে মাতা পেয়ে মহাপূজা,
বিজয়া-বিদায়ে বিজয়ে জিনিতে বলিলা
মা পাপপামরে॥
দর্পেতে দুয়ারে দলে দাঁড়ায়ে,
কুটিল কলহে সবলে তাড়ায়ে,
নিত্য হিত তরে নীচ স্বার্থে
পায়ে মাড়ায়ে দম রে॥
মন-মলা ধুয়ে মুখে মধু বুলি,
পিতা ভ্রাতা মিতা কর কোলাকুলি,
লয়ে মাতৃ-পদধূলি মন প্রাণ খুলি,
অরি মন্দকারীগণ ক্ষম রে॥

ভারতে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ।

(১৩১৫ চৈত্র)

উদ্বোধন সঙ্গীত।

জগতের পতি, অতিথি তোমার দ্বারে।
অগতির গতি, পদে নতি বারে বারে॥
স্বরূপেতে তুমি রূপের অতীত,
পুরুষ অনাদি উপাধি-রহিত,
সাধকের সাধে কতই কল্পিত,
যুগে যুগে রূপ নাম যে জল্পিত,
সর্ব্বনাম তাঁর অবস্থিত সর্ব্বাধারে॥

২

পরব্রহ্ম তুমি পরম ঈশ্বর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু জিষ্ণু বহ্নি মহেশ্বর,
কেহ নহে অন্য তুমিই চৈতন্য,
গণেশ রণেশ রাম নামে গণ্য,
একে ভিন্ন ভিন্ন নামে শূন্যে বা সাকারে॥

৩

জগদ্ধাত্রী মাতা দুর্গা কালী মায়া,
অন্নদা জ্ঞানদা লক্ষ্মী পদ্মালয়া,
কালা বনমালী রাধা হৃদি রথী,
পাঞ্চালীর সখা পার্থের সারথি,
বিশ্বরূপধারী মুকুন্দ মুরারি হরে॥

৪

শুদ্ধবোধি বুদ্ধ, পিঙ্গন অজিন,
সিতাম্বর দিগম্বর তুমি দেব জিন,
তুমি খোদাতালা আল্লা মোক্ষদাতা,
ঈশা মুসা যীশু ভ্রাতা ভাবে ত্রাতা,
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র গুরুগ্রন্থ একাধারে॥

৫

রম্য দৃশ্য বিশ্ব সমাজ আমার,
মসজিদ্ মন্দির গুরুদরবার,
অর্চ্চনার চর্চ্চ, সিনাগগ্ মঠ,
সর্ব্বতীর্থ যোগ জাহ্নবীর তট,
পরিচয় নয়, পর ভেব না রে কারে॥

যে পথে যে যাই গতি এক ঠাঁই,
তোমা বিনা আর দ্বিতীয় তো নাই,
ডাকি যাই ব'লে ডেকে নাও কোলে,
ছলে ভোলা মন ধাঁধা খেয়ে দোলে,—
মাতা পিতা পতি গুরু প্রভু সখা,
কর্ত্তা হর্ত্তা পাতা সব(ই) তুমি একা,
আমা হ'তে তুমি গো আমার এ সংসারে ;—
সম্প্রদায় ভেদ
করিলে উচ্ছেদ রামকৃষ্ণ অবতারে ॥

গীত।

সুন্দর সম্বন্ধ বিয়ের হোলো সুবদনি।
আদরে গৌরবে রবে তুমি গরবের গরবিণি
তোর দোলো হল নলেন গুড়ে,
বর নাকি সই শুন্‌ছি উড়ে,
এলো ওলো আকাশ ফুঁড়ে
উড়িয়ে নেবে তোমায় শুনি ॥
ভাই মোলে ভাজের খবর,
সেথানে নেয় লো দেবর,
ঠাকুরপোকে ঠাউরে রাখে—
নাকে বেশর মাইপোধনি ॥

গীত।

আমরা যাই জলে যদি
কেউ বলে গো কালা।
তুষার বরণ বৃটীশ-বরণ মোদের
তেম্‌নি ধরণ চাল্ চালা ॥
যদি ভালবেসে কালোর মান রাখি,
সে খালি কালো কেশ
আর কালো দুটি আঁখি ;
নলিন মুখের মলিন রং পাউডারে ঢাকি ;—
খোলাই বুকে দোলাই সুখে
ঝুঁটো মতির মালা ॥

গীত।

মা গো রূপের তুলনা ঐ রূপরাশি।
বিশ্বের আনন্দছন্দ তব সুধাধরে হাসি ॥
কি যে করে মা গো লাবণ্য-তরঙ্গ,
দিবস যামিনী মানসেতে রঙ্গ,
চাহিয়া চরণ-সঙ্গ জীবন-প্রসঙ্গ
মায়া-মোহ বিনাশি।
মাধুরী খুঁজিতে হইয়ে পাগল,
আহুতি পেয়েছে খালি কামানল,
পদ শতদলে, এত মধু ফেলে,
আমি পঙ্কিল জলে ভাসি ;—
তব রূপে কোন রূপে
আমায় কর মা পিপাসী ॥

গীত।

ভুবনমোহিনী মুখ দেখা হলো না এবার।
আমার নিবে গেছে নয়নতারা ও মা তারা
বিশ্বরাজ্য অন্ধকার ॥
ভুবনভোলান ভঙ্গি, মুক্তকেশী রণরঙ্গী,
সঙ্গী লক্ষ্মী সরস্বতী গণপতি সুকুমার ॥
অধরে মাধুরী ধ'রে, দশভুজা সিংহপরে,
নয়নে করুণা ঝরে,
তোমরা দেখ গো নয়ন ভোরে
কত শোভা সারদার ॥
বদন আনন্দধাম, আনন্দদায়িনী নাম,
আনন্দময়ী আসে ভবে, নিরানন্দে পরাভবে,
বসায় গো আনন্দবাজার।
শরতে হাসে মা ধরা, শশী তারা মনোহরা,
আমি যে মা দৃষ্টিহারা হরদারা,
দেখি কালী-মাখা এ সংসার ॥
নব সাজে সাজে সুখে, পুত্র কন্যা হাসিমুখে,
ওমা সে হাসি সুধার রাশি,
পিপাসী চোখ দেখে না আর ॥

সোণার নাতিনী ভালী,শ্রবণে অমিয়া ঢালি,
আধ ভাবে আসে আদরিণী;—
"দেখ দেখ মুখ" বলে বার বার॥
গৃহিণী আদর ক'রে, নববধূ আনে ঘরে,
অন্ধ পতি দেখ্‌তে নারে,
দেখে ঝরে সতীর আঁখি-ধার॥
শুনি কানে বাজে ঢাক,দুর্গে দুর্গে দুর্গে ডাক,
আমি মা দেখে চরণ মরণ ভা
ওঠে অন্তরেতে হাহাকার॥
বিজয়াতে বন্ধুগণ,ক'রে এসে আলিঙ্গ ,
আমি সুধাই খালি কে এলি কে এ ,
মিত্রচিত্র-নেত্রে নাহি ভাষে আর।
তুলি সকল জালা গিরিবালা
যদি ভেঙে দিস মা কারাগার॥

গীত।

মা শুনে এলেম থিয়েটারে।
তুমি না কি জন্মেছিলে কন্যারূপে
অশ্বপতি রাজার ঘরে॥
ক্রমে বয়স হলো যুটলো না যে বর,
শেষে বাপের তাড়ায় ছেড়েছিলি ঘর,
বনে ব'সে ছিল হর, কাঠ কুড়াতে অতঃপর
সত্যবানের আকার ধরে॥
ও মা তোমার যে জন পতি হয়,
শুনি সে তো হয় গো মৃত্যুঞ্জয়,
উমা বিষ খেয়ে না পরখ দিলে
উমেশ কি কেউ হোতে পারে॥
তবে বছর পরে মাথা ঘুরে,
হাঁা মা সত্য কেন সিটুকে মরে,
যাঁর নামে শুনে বিপদ্ পালায়,
সেই দুর্গা দাঁড়িয়ে গাছের তলায়,
উর্দ্ধমুখী মনোদুখী চেয়ে
মরণমুখী পতির পানে।

গীত।

খেলা।

এস ভাই বেড়াই বাগানে।
আহা কেমন শীতল বাতাস বইছে এখানে॥
বিকেল বেলা একটু খেলা কর্‌তে ভালবাসি,
দিনের পড়া হ'লে সায় তাই বাগানে আসি,
দেখি ফুলের রাশি বিমল হাসি,
চেয়ে থাকি গাছ পানে॥
এস সবাই মিলে ছুটে ছুটে ঘুরি পাশে পাশে,
হাঁপিয়ে এলে লাফিয়ে রেলে,
বস্‌বো গিয়ে ঘাসে,
কচি ঘাসে বাস আশে বেশ,
দেখ্‌বে ব'সে সেখানে।
শাখায় বোসে পাখীর মেলা,
ভাসিয়ে দেবে আকাশ গানে॥

গীত।

প্রেম প্রেম ক'রে লোকে হয় না
যেন আপন হারা।
ধর্‌তে চাঁদে পড়্‌বে ফাঁদে
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হবে সারা॥
বাস্‌লে ভাল হৃদয় জ্বলে,
নিগড় পরে নিজের গলে,
ধরার প্রেমে পাগল ক'রে,
যায় গো শেষে প্রাণে মারা॥

গীত।

ধরা আজ কেন এত মধুময়।
মধু মাখিয়া কতই মধু মলয় মৃদুল বয়॥
মধু নির্ঝর ঝরণে, মধু হিরণ কিরণে,
ঢালিয়ে নূতন মধু কে মাতালে এ হৃদয়;
বুঝিনু বুঝিনু বঁধু তুমি মধুর আলয়॥
তরু পরে থরে থরে,মধুর মধুর ভরে,

গীত।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে প্রাণ।
ছিছি ছিছি ছিছি সেধে কেঁদে এত অপমান॥
বঁধু-প্রেম মধু ভেবে করিলাম পান,
কে জানে হবে গো সে বিষের সমান,
পীরিতি-আরতি রাতিতে মম হবে বলিদান;—
সরম ভরম গেল আহা গেল অভিমান॥

গীত

প্রেম দেবে কে, আমায় প্রেম দেবে কে,
প্রেম দেবে কে বল্।
ওই আসছে কালা, গলায় মালা,
আঁখি দুটি নীল-কমল॥
পায় পায় দাঁড়ায় বাঁকা,
মাথায় হেলে শিখি-পাখা,
অলকা-তিলকা আঁকা, অধরে চুম্বন-রেখা—
-সেটা কেবল রাধার ছল॥
পীতবাসে মোহন সাজে,
চরণে নূপুর গাজে,
মোহন মুরলী বাজে;—
বাজে প্রেম নেবে কে—প্রেম নেবে কে—
প্রেম নেবে কে বাজে কেবল॥
ওই ওই ওইটি বটে প্রেমের হরি,
আছে পায়ের কাছে প্রেমের তরী,
প্রেমে আপনি তাতে কর্ণ ধরি,
ভব-বারিধির বারি পার ক'রে দেয়;—
আয় পার হবি কে পারে চল্।

গীত।

বড় অসময় তাই প্রেমময়,
পড়েছে তোমারে মনে।
তোমা বিনে হরি, কারে ধরি তরি,
ডাকি বল কোন জনে॥

এ কি ভীষণ করাল, ব্যাধি এল কাল,
বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল,
নন্দলাল উচ্চ রোলে ডাকি হে সঘনে।
দুর্দিন বাতাসে, পড়েছি নিশ্বাসে,
প্রাণের তরাসে, মরি হা-হুতাশে,
ওহে কালশশী দেখ আসি রাখ রাখ চরণে॥
হরি বোল হরি বোল বল হরি হরি বোল,
ধরণী কাঁপায়ে আকাশ ভাসায়ে
তোল হরি হরি বোল;—
ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে,
হরিনাম পান কর জনে জনে;—
প্রাণ যায় শ্যামরায় দেখ করুণা নয়নে॥
হরি বোল হরি বোল হরি হরি বোল॥—

ত

নয়ন নলিন মলিন কেন মা,
জলধারা বয়ে যায়।
অধরের হাসি কেন হলো বাসি,
সুধারাশি বিধু-মাঝে লুকালো কোথায়॥
ভবজায়া ভবানী আজ কি ভাবে বিভোর,
মায়াময়ী মহামায়া পরে মায়া-ডোর;
জগজ্জননী ধরি জননীর দোর,
হর-ঘরে যেতে বুক কাঁদিয়ে ভাসায়।
মুছ মা গো আঁখিধারা এসো হাসি-মুখে,
যাইয়ে কৈলাসে তোষো আশুতোষে সুখে,
আনন্দ ঢালিয়ে গেলি তো মা বুকে,—
দশভুজা নিয়ে পূজো টুকটুকে পায়।
লিখি দুর্গানাম বলি দুর্গানাম—
প্রেমধাম করি ধরা এস শুভ বিজয়ায়॥

গীত।

এত বড় মেয়ে হলি আজও এ কি রঙ্গ তোর।
শশুরবাড়ী যাবার বেলা কাঁদিস
ধোরে মায়ের দোর॥

শ্মশানে পেতেছ তুমি সোনার সংসার,
ভুজঙ্গ পালালো হেরে তোর মণিহার,
ভোলার আহার গরল না আর,
অন্নদার অন্ন পেয়ে পাগল বিভোর ॥
সন্তান প্রসবি ভরালি ভুবন,
কত বেটা-বেটী মা মা ডাকে অনুক্ষণ,
মায়া কোরে তোর কেন এ রোদন,
রোদনহারিণী জননী মোর ;—
মাগো বিজয়ার নিশি হেসে খেলে মিশে—
হয়ে যাক ভোর ॥

গীত।

আমি পাগল পাগল পাগল হলেম রে।
কোরে পর পর পর আপনা খেলেম রে ॥
ভেবে ভেবে ভেবে ভাবে বিচারিনু,
আমি বুঝিতে নারিনু খুঁজিতে হারিনু,
কবে কোন্‌খানে আমি আপনি
আপন ছিলেম রে ॥
আমি আপন, কি সে আপন,
খুঁজিতে বুঝিতে জীবন-যাপন,
বোঝা হলো না খোঁজা গেল না,—
আমি প্রেম পালিতে ভ্রম পেলেম রে ॥
সুখ দুখ ভার তার কি আমার,
দেহ মন প্রাণ কার অধিকার,
খালি দিছি দিছি আমি তো গিয়েছি—
গেল কেবা কোথাকারে কি দিলেম রে ॥
সম্ভোগ বিয়োগ, তারি যোগাযোগ,
দিতে নিতে থুতে আমি অপারগ,
আমি নাই নাই নাই, খালি কথার কথা
দিলেম নিলেম রে ॥
আমি দিলেম্ নিলেম্ রে ॥

গীত।

জগৎমোহিনী রূপ দেখা করুণায়।
সাধ্য মা গো নাই সে সম্পদ পাই,
আমি সাধনায় ॥
পীড়িত শরীর মলামাখা মন,
এটা-ওটা কোরে সদা উচাটন ;—
ধন পরিজন মায়ার বন্ধন,
অন্ধ করেছে আমায় ॥
ও মা রসনায়ে যদি বলি ডাক্ ডাক্,
মন বলে না না আজ থাক্ থাক্,
ক'টা ল্যাঠা চুকে যাক,
হালফিল হাতে নানা চিন্তা দায় ॥
মন মনে করে বড় হয়েছে পণ্ডিত,
তর্ক তুলে করে তর্কেতে খণ্ডিত,
পদে পদে হতেছে দণ্ডিত,
তবু সে পদ সম্পদে লুটাতে না চায় ;-
অরুণবরণা, অপার করুণা
খালি অকুলে উপায় ॥

গীত।

আমার নীরদবরণ কই?
বাঁকা আঁখি-তারা, বন-ফুল
নূপুর চরণ কই।
নটী জিনি কটি,
আঁটা পীতধটি,
তপন-তনয়া-তট বিহারী
নটবর স্মর-মোহন কই ?
আহিরী-মনহারী,
ব্রজবনচারী,
রাস-রসিক বাঁশরীধারী
গোপকুল-যুবতী-জীবন কই ?

গীত।

বেণী দুলায়ে মন ভোলায়।
দুটো কালো আঁখি, খালি দিয়ে ফাঁকি,
ভেল্কী দেখায়।
অধরে ধরিয়ে মধুর হাসি,
প্রাণে দেয় ফাঁসি নারী সর্ব্বনাশী,
করিয়ে পিয়াসী শেষে সলিলে লুকায়।

গীত।

সাধিবে নিজ করে বাঁধিতে কবরী।
হেনা-রসে রঞ্জিতে চরণ ধরি।
লাজে নত আঁখি দুটি কাজলে সাজে,
চুম্বন নিমন্ত্রণ অধরে বিরাজে ;—
নিমেষ হারায়ে দেখিবে দাঁড়ায়ে,
দিবা-বিভাবরী॥

ধরে চরণে ধরাতে পায়।
ভালবাসি বোলে দাসী করিবারে চায়
অই কঠোর জাতি,
অবিশ্বাসী নারীঘাতী,
পাতি প্রেম-ফাঁদ হাতে নিয়ে চাঁদ,
অগাধ জলধিজলে হেলায় ডুবায়॥

গীত।

সে কি রূপের ভাবে ভরা
যার গড়া এ সুন্দর বসুন্ধরা॥
সে সূর্য্যি ছেঁকে চাঁদ এঁকেছে,
তারার ঝকে আকাশ ঢেকে রেখেছে,
সৃষ্টি-জোড়া কেবল যার মিষ্টি বৃষ্টি করা॥
যে ফল গড়েছে কত ঢঙে,
রঙিয়েছে ফুল নানা রঙে,
জীবের সঙে সাজান যার রাস খোলা এই ধরা
রূপের আকর সেই গুণাকর
হও তারি রূপে মরা॥

গীত।

সই গো কত সই গো সই,
থেকে ধরমে মরমে মরে রই,
আশ্চর্য্য এক ভট্টাচার্য্যের হাতে প'ড়ে
সে জানে না ভাই প্রেমের অন্তর,
ভাবে সবই বুঝি শ্রাদ্ধের মন্তর,
বোঝে না তো আমার অন্তর,
ব'সে ব'সে অর্ঘ্য দিতে শিব গড়ে॥

যদি প্রাণের জ্বালায় আমি বকি,
সে অবাক হয়ে দেখি সখি,
আপদ-উদ্ধার স্তব ধরে আর
ঢিপিস্ ঢিপিস্ গড় করে ;—
তখন যদি দেখিস রঙ্গ,
কাঁপে অঙ্গ, সঙ্গে সঙ্গে টিকি নড়ে॥

গীত।

তরু তোমার মতন ভক্ত কেবা আর।
তুমি হৃদয় রসে
ফুটিয়ে কুসুম পূজা কর মার॥
খর তাপ সহ্য কর, ধূলা শিলা অঙ্গে ধর,
ঝঞ্ঝাবাতে বৃষ্টিপাতে
মেতে ওঠে মন তোমার।
সুরভি করবী ধরে, শাখাগুলি নত করে,
মায়ের আমার চরণ ভরে
কুসুম ঢাল অনিবার ;—
দিয়ে অঞ্জলি মনোরঞ্জন,
নাই ফলের তরে হাহাকার॥

গীত।

কথায় কথায় আজি হলো নিশি জাগরণ।
কথা না ফুরাতে সখি বহে উষা-সমীরণ।
কুন্তল দল-দল শিথিল কবরী,
আলস গেল না পোহালো বিভাবরী,
লাজ ললিতে, ওলো বলিতে,
হলো না পিয়াসা বারণ॥
দেখ চুলে আছে বাসি ফুলের হার,
কপোলে অধরে বল কোথা অত্যাচার,
হৃদয়কলি দিইনি বলি ওলো পাইনি
অলি পরশন॥
সাঁঝে বসে সখি হয়ে গেছে ভোর,
চোখে চোখে চাওয়াচাওয়ী মোহেতে বিভোর,
ঘুচায়ে শয়ন ভিজায়ে নয়ন
চরণ ধরাধরি যামিনীযাপন॥

গীত।

মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ।
যেন ফুলের মধ্যে রাধা পদ্ম ॥
রঙটা কিছু চড়া চড়া
গন্ধ কিছু কড়া কড়া,
পাপড়ি কিছু ছাড়া ছাড়া,
যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ ॥
বোঁটাতে সরে না সুতো,
(বুঝেছো) যেন কিছু শক্ত গুঁতো,
মালাতে চলে না, তোড়াতে খোলে না,
রাখ বুকে গুঁজে দ্বন্দ্ব ॥

গীত।

মালী মূল খুলে জল ঢালে।
তবে তো কুসুম ফোটে কালে অকালে ॥
যে জানে গো ফুলের যতন,
মন গড়া তার ফুলের মতন,
লজ্জাবতী লতার পাতায়,
হাত দিতে সে ব্যথা পায় ;—
যদি দেখে পাতায় শিশির,
উথলে ওঠে আঁখিতে নীর,
নিশার নীহার দেখে ভাবে
লতায় আমার কে কাঁদালে ॥

গীত।

এমন সোনার শেকল গড়িয়ে
দিয়ে রাখি খাস খাঁচায়।
নেমকহারাম তবু পাখী,
এদিক উদিক মারে উঁকি,
পালিয়ে যেতে চায় ॥
চকচকে এক ল্যাজের গুমরে,
ক্যাচম্যাচ ক্যাচম্যাচ ক'রে গো মরে,
খোরে শামার বাসার খাশা ছানা
শেষে পোষ মানান হলো দায়।
দে রে চুমকুড়ি দে রে চুমকুড়ি,
তালে তালে তালে দে রে তুড়ি,
বেড়ী কেটে চিড়িয়া যাস্‌নি উড়ে,
দাঁড়ে ঝুলে প'ড়ে দোল্ না দোলায় ॥
বল "গোপী ভজো" ধর "বাবা" বুলি,
দেব কিড়িং ফড়িং আর ছাতুর গুলি ;—
খাওয়াব মুঞ্জরী, গাওয়াব গুঞ্জরি,
পিঞ্জরে রাখিব জিঞ্জির পায় ॥

গীত।

প্রেমের মধু বৃন্দাবন।
প্রেমের ছড়াছড়ি, গড়াগড়ি,
কাড়াকাড়ি অনুক্ষণ ॥
প্রেমরবির কিরণে, ধীর সমীরণে,
রোহিনীর মনে ;—
প্রেম অনুরাগে যামিনীতে জাগে তারাগণ ॥
প্রেমে গিরিবরে গলে,
তরুপরে ফলে, নবদূর্ব্বাদলে,
শিশিরের জলে প্রেম হয় বরিষণ।
প্রেমে কানন উছলি কোকিলকাকলী,
ফুটেফুল কলি,
দলে দলে অলি প্রেম-মধু করে আহরণ ॥
প্রেমে ডাকিছে বিহঙ্গ, নাচিছে কুরঙ্গ,
মোহিত মাতঙ্গ,
সিংহ সনে রঙ্গে করে প্রেম দরশন ॥
প্রেমে শিখিনী বিহরে,যমুনা শিহরে,
লহরে লহরে,
শশীকর ধোরে করে প্রেমেতে চুম্বন ॥
প্রেমে ব্রজ-রজরেণু,
অঙ্গে মেখে ধেনু রঙ্গে শুনে বেণু,
পুলকিত তনু প্রেমে করে বিচরণ ॥
প্রেমে সুধায় পিয়াসী, মত্ত ব্রজবাসী,
কিবা দিবানিশি,
রাধাশশী রাধাশশী করে প্রেমে আবহন ॥
প্রেমে নব ঘন কালা, লয়ে গোপবালা,
গলে গুঞ্জমালা,
কুঞ্জ করে আলা ক'রে প্রেম আলাপন ॥

চন্দ্রমে গোকুল-নলিনী, রাধা বিমলিনী,
প্রেম-পাগলিনী,
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম করে বিতরণ॥

গীত।

আমায় নাও মা পায়ের কাছে টেনে।
সংসারের যত মজা বুঝেছি তা
বিশেষ জেনে॥
যা করতে হয় আর মহাশাসন,
কর সাম্‌নে পেতে কমলাসন,
হেতা নয় বুকের উপর ঢেঁকী পেতে
বেদরদে ধান ভানে।
কলহ কুবাক্য শাঁপের সদন,
সে নিশ্বাসে চীৎকার রোদন,
বিষাক্ত প্রকৃতি বিকৃতবদন ;—
প্রেত-হুতাশন এ হ'তে
দহন করে না করে না লইব মেনে।

আমার আমসত্বই কাজ কি দাও আমসত্ব
এ রসনায়।
থাক্ শাস্ত্র তর্ক আর্কফলায়
ভক্ত হৃদয় ভক্তি চায়॥
যার বিজ্ঞানেতে বিষম জ্ঞান,
তিনি জলে দেখুন হাইড্রোজান্,
পিপাসী পাইলে জলে পান কোরে তা
প্রাণ জুড়ায়।
মধুমক্ষি হও রে মন,কর পুষ্পে পুষ্পে অন্বেষণ,
পিয়ো মধু বেছে বেছে কাজ কি এঁচে
কুসুম বেচে,
মালীর মাসে কত আয়॥

গীত।

এবার রমানাথের এঁড়ে দড়া ছিঁড়েছে।
চোড়ে রেলের গাড়ী মাবুলে পাড়ি দেখ্‌ছি
ভুঁড়ি নেড়েছে॥
খেতে দিল্লীর লাড্ডু হাড্ডি গুঁড়ো,
উড়লো আত্মারাম খুড়ো,
করাতের বরাতে আবার চুলোর
পাঁস যে পড়েছে।
এতো সন্দারী নয় ঘরে ব'সে,
ভাগ্‌নে ভেজায় মাগনা রসে,
বইতে যাও রে পইতের বোঝা লাট
কেননে ঝাড়ু ঝেড়েছে॥
ওরে ফুট্‌তে মনে বড় কষ্ট,
যকের ঝাঁকের টাকা নষ্ট,
বুঝ্‌লে এবার দেখে স্পষ্ট,
অদেষ্টেতে তেঁতুল মেড়েছে॥

গীত।

দাদা আমার কুমার কেটেছে।
এত সাধের ময়ূরপুচ্ছ পুচ্ছ মুড়িয়ে ছেঁটেছে॥
ল্যাজের একটু ডগের তরে,
দিলেম এক সম্পত্তি ধোরে,
ঘোর বিপত্তি আর উৎপত্তি
কথাটা বাজার রটেছে॥

গীত।

ঘুমাতে গো মন নাহি চায়।
কথায় কথায় যদি যামিনী পোহায়॥
নভো অতি নিরমল, তারা দল ঝল্ মল্,
বড় ভালবাসি শশী সারদ নিশায়॥
সেফালি ফুলের বাসে, বাতাস ভরিয়া আসে,
দূরে কে বাজায় বাঁশী সুর শোনা যায়।
এমনি যামিনী মধু, দাদা আমি বড় বধূ,
বসিয়া বিশ্রাম ঘাটে সুখে মথুরায়।
দেখেছি আরতি করা কালো যমুনায়॥

গীত।

(ঢেঁকিশালে)

মা সেজেছে কুলের বধূ দেখ্‌সে তোরা আয়।
হরের ঘরণী মন দিয়েছে কেমন ঘরকরনায় ॥
রাঙা শাড়ী পোরে ঘোম্‌টাটী টেনে,
ঢেঁকি পেতে নেয় ধানগুলি ভেনে,
তুঁষ কুঁড়ো খুদ খুঁটে খুঁটে রাখে
কিছু না ফেলায়।
কিবা কটীটী বেঁধেছে ঘুরায়ে আঁচল,
কবরী খসিয়ে পিঠে করে দল্‌ দল্‌,
তালে তালে তালে, তোলে
ফ্যালে ঢেঁকি চরণের ঘায় ॥
নেচে নেচে খেলে লাবণ্য তরঙ্গ,
সংসারের রণে বধূ রূপে রঙ্গ,
সমরে বামার রঙ্গ মনে পোড়ে যায়।
ঢেঁকী শালা ক'রে আলা,
শ্যামা নাচে পুনরায় ॥

গীত।

নিপট নিঠুর, কপট কঠোর,
নারী মারিতে পুরুষ সৃজন রে।
আপনার সুখে শঠের অধিক,
নয়নের নেশা নাচায় ক্ষণিক
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ চকিতে
মোহিতে চিত বিস্মরণ রে ॥
প্রমোদে মাতিতে মজায় প্রমদা,
প্রেমালাপ খেলা লো ক্ষণদা,
বিনোদ বিদায়, যেই সুখ সায়,
বিনোদিনী তরে রোদন রে ॥